আচার্য্যের উপদেশ

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রদত্ত।

পঞ্চম খণ্ড।

ব্রহ্মোৎসব।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা।

৭৮ নং, আপার সারকিউলার রোড।

বিধান যন্ত্রে

শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১৯ শক।

 মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এই খণ্ডে কেবল মাঘোৎসব এবং ভাদ্রোৎসব সংক্রান্ত আচার্য্যের উপদেশ, প্রার্থনা, উপাসনা রহিল। এইরূপ আর একখণ্ড পুস্তকে এ বিষয় সমাপ্ত হইবে।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মোৎসব।

ভ্রাতৃপ্রেম।

প্রাতঃকাল। ৫ই ভাদ্র, শক: ১৭৯৩।

"——মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান কর?"

আমরা নূতন দেবের পূজা করিবার জন্য অদ্য উৎসব-ক্ষেত্রে অবতরণ করি নাই। বুদ্ধি কল্পনা যে দেবতাকে নির্ম্মাণ করে কিম্বা আপনার হস্তের দ্বারা মনুষ্য যে সুন্দর পুত্তল গঠন করে, আমরা সে দেবতার আরাধনা করিতেও আসি নাই। আজ আমরা আমাদের চিরপরিচিত পুরাতন পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। বুদ্ধি কল্পনা তাঁহাকে কি অনুরঞ্জিত করিবে? কল্পনা দ্বারা বাহিরের শত শত উপকরণ একত্র করিলে যে সৌন্দর্য্য হয় সত্যের নিকট তাহা কিছুই নহে; ঈশ্বর চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় যেমন সুন্দর ভাবে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন, তেমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। বুদ্ধি কল্পনার সাধ্য কি যে সেই সৌন্দর্য্য চিত্র করে? "সত্যং সুন্দরং" সত্যই সুন্দর,

ঈশ্বর আছেন—এই কথা বলিবা মাত্র ভক্তের হৃদয় পুলকিত হয়, এবং পিতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হয়, আর কিছুই তাঁহাকে বলিতে হয় না। ঈশ্বর আছেন,—এই কথার মধ্যেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয়।

ব্রাহ্মগণ! অদ্য তোমরা যাঁহার উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছ ইনি নূতন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ইনি তোমাদের চির-পরিচিত বন্ধু। যাঁহার স্নেহ করুণা অনন্তকালের ব্যাপার, যিনি তোমাদিগকে জন্ম দান করিয়াছেন, অন্ন বস্ত্র দিয়া রক্ষা করিতেছেন, এবং প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা যিনি তোমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, আজ সেই পুরাতন পিতা তোমাদের নিকট আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মত পুরাতন আর কেহ নাই, তাঁহার মত আবার নূতনও কেহই নাই। এই ভাব যিনি বুঝিবেন তিনিই আজ উৎসবের প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারই নিকট আজ স্বর্গ, পরি-ত্রাণ নিকটস্থ হইবে। তিনিই ধন্য, তিনিই ব্রাহ্ম যিনি সেই পুরাতন সুন্দর ঈশ্বরকে আজ আরও সুন্দর বলিয়া আপনার নিকট আনিতে পারিবেন। পুরাতন সঙ্গীত ভাল লাগিল না, নূতন সঙ্গীত করিব; পুরাতন পিতা ভাল লাগিল না, নূতন পিতা কল্পনা করিব; পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত উৎসব করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব নূতন বন্ধুদিগের সহিত পিতার পূজা অর্চ্চনা করিব, ইহা আমাদের লক্ষ্য নহে। অদ্য আমরা

এখানে নূতন ঈশ্বর কল্পনা করিতে আসি নাই। কিন্তু যিনি অতি পুরাতন পরমেশ্বর, যাঁহা অপেক্ষা পুরাতন আর কেহই নাই, অদ্য আমরা তাঁহারই উৎসব করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপারই পরিবর্ত্তনীয়, চল্লিশ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে কত সহস্র ঘটনা চলিয়া গেল, কত লোক ইহাতে যোগ দিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই। এইরূপে কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক জীবনে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন। আজ নূতন বন্ধুদিগকে লাভ করিলাম, কাল তাঁহারা পলায়ন করিলেন; কিন্তু এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ঐ দেখ এক জন চিরকালের জন্য সন্নিধানে বসিয়া আছেন। লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, তিনি বসিয়াই আছেন; সুযোগ পাইলেই সন্তানকে ক্রোড়ে লইবেন এই জন্য সর্ব্বদাই জীবনের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার মত পুরাতন আর কেহই নাই। যখন জন্ম গ্রহণ করিলাম তখনও তাঁহার ক্রোড়ে, এখন যে এত বড় হইয়াছি এখনও তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত রহিয়াছি; এবং অনন্ত কাল এইভাবে তাঁহারই সেই পুরাতন ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিতে হইবে। এই যে অতি পুরাতন জগৎ, ইহা তাঁহার সৃষ্ট; তাঁহার মত প্রাচীন আর কে আছে? তাঁহাকে আমরা যখন ডাকিয়াছি তখনই পাইয়াছি, যখন ক্রন্দন করিয়াছি তখনই তিনি অশ্রু জল মোচন করিয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারি না। বিচ্ছেদ তাঁহার সঙ্গে

অসম্ভব। পাপের পথে কেমন সুন্দর পুষ্প আছে যাহা আঘ্রাণ করিলে সুখ হয়; তাহা উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই, মনে করি আর সেখানে বুঝি তাঁহার মুখ দেখিতে হইবে না; কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার পুত্রবাৎসল্য! বিপথগামী পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য সেখানেও তিনি বসিয়া আছেন। সেখানেও তাহার প্রেমচক্ষু। সেই পুরাতন পিতা আমাদিগকে সর্ব্বত্র ঘেরিয়া রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, অধোতে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র তিনি বিদ্যমান। যেখানে তাঁহাকে দেখিব না মনে করিলাম, সেখানেও তিনি বলপূর্ব্বক দেখা দিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরকাল পাপপুষ্পের ঘ্রাণ লইব মনে করিলাম, কিন্তু সেখানেও তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া কুপথগামী পুত্রের হস্ত ধারণ করিলেন। সেই এক পুরাতন পিতা সম্পদে বিপদে, পাপ পুণ্যে সকল অবস্থায় নিকটে বসিয়া আছেন; পিতা নূতন হইতে পারেন না, তিনি নূতন হইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; অতিশয় পুরাতন ব্যাপার সকল দেখাইয়া তিনি বিপথগামী দুর্জ্জয় সন্তানদিগকে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিবেন। 'আমার পিতা আছেন' এই কথা বলিবামাত্র যদি ব্রাহ্মহৃদয়ে আনন্দ না হয়, তবে সে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমি চাহি না। দশ বৎসর পূর্ব্বে 'ঈশ্বর আছেন' ইহা বলিবামাত্র নিতান্ত অসাড় হৃদয়েও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইত, এখন পুরাতন বলিয়া কি এই কথা আমাদের নিকট অর্থশূন্য

হইল? যাহা কিছু পুরাতন তাহাই কি ব্রাহ্মদের নিকট অপ্রিয় হইবে? যাই কোন বস্তুর নূতনত্ব চলিয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ পুরাতন বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিব, ইহাই কি আমাদের জীবনেব ধর্ম্ম হইল? জগতে কি এমন কিছু নাই যাহা যতই পুরাতন হইবে ততই সুন্দর হইবে? সেই পুরাতন মাতা যাঁহার স্নেহে সমস্ত বাল্যকাল পালিত হইয়াছি, তাঁহার মত সুন্দর আর কে আছে? সেই পুরাতন বন্ধু যাঁহার নামে প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়, তেমন মনোহর ব্যক্তি আর কোথায়? বন্ধু যতই পুবাতন হন ততই তাঁহাব আকর্ষণ, ততই তাঁহার প্রতি অনুবাগ স্থায়ী এবং গাঢ়তর হয়। অতএব আজ যেন আমরা নূতন পুষ্পমালার মধ্যে, নূতন ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্রিত হইয়া নূতন পিতাকে দেখিতে না চাই; কিন্তু যাঁহারা বিশ্বস্ত এবং ভক্তহৃদয়ে সেই পুরাতন পিতার সেবা করেন এবং পুবাতন পিতাকে দেখাইবেন, অদ্য তাঁহাদেরই সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পিতার উৎসব করিব। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যেমন রোজ রোজ পুরাতন পিতার নিকট যাইতে চাই, এখনও আমরা সেইরূপ পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধুর প্রতি আসক্ত হইতে পাবি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অসাধাবণ ক্ষমতা যে "যিনি সৎ—আছেন" ইহা যেমন তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া চিরকালের জন্য তাঁহার চরণতলে আমাদিগকে ভক্তিশৃঙ্খলে আবদ্ধ কবে, তাঁহাকে দিন দিন অধিকতর প্রগাঢ় রূপ

আমাদের প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ করিয়া দেয়, তেমনি আবার পুরাতন ভ্রাতাদিগকে সেইরূপ আগ্রহের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সমর্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি নূতন মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারেন না। পুরাতন ভাই ভগ্নীদিগকে যতই তিনি নিকটে দেখেন ততই তাঁহার আনন্দ। সেই পাঁচ জন পুরাতন ভাইকে দেখিয়া তিনি যেমন প্রফুল্ল হন, সহস্র নূতন ভাই ভগিনীকে লাভ করিলেও তাঁহার সেই প্রকার আনন্দ হয় না। তেমন ভক্ত কোথায় যিনি পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত পুরাতন সঙ্গীত করিয়া আনন্দিত হন? পূর্ব্বে যে সকল ভাই আসিয়াছিলেন এক এক করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন, সেই পুরাতন উপাসনা, সেই পুরাতন সঙ্গীত, সেই পুরাতন সঙ্গ আর তাঁহাদের ভাল লাগে না; এ সকল অভিযোগ করিতে করিতে সকল প্রকার মমতা, প্রেমবন্ধন ছেদ করিয়া, তাঁহারা কোথায় চলিয়া গেলেন, কত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই ফিরিলেন না; পিতা যে তাঁহাদের প্রতি এত দয়া করিলেন, একবার তাঁহার প্রতিও ফিরাইলেন না। অতএব বলিতেছি যদি পাঁচটী পুরাতন বন্ধুকেও চিরকালের জন্য ভাল বাসিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের জীবনের মহাব্রত সিদ্ধ হইবে। পুরাতন বন্ধুর বিচ্ছেদ যে কত যন্ত্রণাকর, ব্রাহ্মজগৎ কি তাহা কখনও অনুভব করিবে না? চিরকাল কি আমরা নূতন নূতন লোক দেখিবার জন্য দেশে দেশে ফিরিব, না সেই পুরাতন

বন্ধুদিগের সঙ্গে আরও গাঢ়তর প্রিয়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব ? ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের সময়ে যে সকল বন্ধু পাইয়াছিলাম, আজ কি পুরাতন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে ,— বন্ধুগণ ! আর তোমাদের সঙ্গ ভাল লাগে না, তোমাদের সঙ্গে আর ব্রহ্মোৎসব করিতে ইচ্ছা হয় না, এখন তোমরা চলিয়া যাও, তোমাদের স্থানে নূতন ভাইদিগকে ভাল বাসিতে দাও। এই প্রকার কঠোর বাক্য কি আমাদের মুখ হইতে বিনির্গত হইবে ? বাস্তবিক যত দিন অন্ততঃ পাঁচ জন পুরাতন ব্রাহ্মের মধ্যেও একটী স্বর্গীয় পরিবার প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেই হইবে যে, ইহারা এখনও জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিলেন না। এই পরিবার না হইলে, পর্ব্বত সমান যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা, অচিরে ইহা চূর্ণ হইয়া যাইবে। যেথানে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখানে যতই দিন যাইতেছে ততই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে অনুরাগ গাঢ়তর হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যে পরস্পর এত নিকটে, প্রচারক আচার্য্য এবং উপাচার্য্য বলিয়া যে আমাদেব এত অভিমান, আমাদের মধ্যেই এখন পর্য্যন্ত তেমন প্রগাঢ় বন্ধন হইল না। পিতা আজ কেমন সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রেম কেমন গভীর, কেমন অপরিবর্ত্তনীয় ! পুরাতন বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র মলিন হয় নাই ; কিন্তু কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, পুরাতন বন্ধুগণ কেন আজ্ তেমন সুন্দর রূপে আসিলেন

না। এই যে পাঁচ জন পুরাতন বন্ধু, ইহারা কেন প্রতিজ্ঞা করিলেন না, যে যদি পর্ব্বত চূর্ণ হয় এবং যদি মহাসাগরও শুষ্ক হয় তথাপি আমাদের প্রেম শিথিল হইবে না? অন্তরে যেমন পিতার মধুময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতেছি, তেমনি যদি আনন্দের সহিত ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিতে পারিতাম তাহা হইলে আজ স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইত, এবং এই ঘরে যে কি হইত তাহা বলা যায় না। চারিদিক্ আজ প্রেমানন্দে প্লাবিত হইত। কতবার কাঁদিলাম, এ দুঃখ আর গেল না; ব্রাহ্মসমাজ এখনও পরিবারের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিল না। একটী পবিত্র পরিবার সংগঠন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য, নতুবা জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল না; ধর্ম্মের অন্যান্য তত্ত্ব অনেক শাস্ত্রে রহিয়াছে, এবং ধর্ম্মের নানা প্রকার সুন্দর ভাবও অনেক দেশে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু সৃষ্টি অবধি এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যজগতে একটী ব্রাহ্ম পরিবার হইল না। এই পরিবার নির্ম্মাণ করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ। যে ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি ভাই ভগিনীর স্কন্ধে হস্ত দান করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত, সে তস্কর, সে আত্মাপহারী এবং স্বার্থপর, তাহার কখনই পরিত্রাণ নাই, এ কথা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। এই জন্য বিশ্বাস হয়, যিনি পুরাতন পিতাকে নূতন ভাবে দেখাইতে পারেন, তিনিই পুরাতন ভাই ভগিনীদিগকে সেই চির নূতন প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিয়া জগতে প্রেমের সৌন্দর্য্য দেখাইবেন। ব্রাহ্ম-

গণ! তোমাদের মধ্যে প্রেম কোথায়? ভারতবর্ষ যে মরিয়া গেল, সহস্র সহস্র নর নারী যে অধর্ম্মস্রোতে ডুবিল, তাহাদের জন্য কি তোমরা এক ফোঁটা জলও ফেলিবে না? স্বর্গে বসিয়া তোমরা হাসিবে কি? জগৎ যে রসাতলে যায়, তাহার প্রতি তোমরা ভ্রূক্ষেপও করিবে না? এইরূপ জঘন্য স্বার্থপর ধর্ম্ম তোমরা আর কত কাল সাধন করিবে? যদি ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে চাও, তবে ভারতের ভাই ভগিনীদিগকে ডাক। যদি না ডাক, তবে তোমরা এখনও ধর্ম্ম পাও নাই। যাহারা তোমাদের কাছে ধর্ম্মরত্ন পাইবে, তোমাদের সাহায্যে স্বর্গরাজ্য দেখিবে এই আশা করিয়া আসিয়াছিল, সেই ভাইগুলি ক্রমে ক্রমে তোমা-দিগকে ছাড়িয়া গেল। হাসিতেছ কোন্ মুখে? এত লোক মরিতেছে, কত শত আত্মীয় বন্ধুর সর্ব্বনাশ হইতেছে, তোমা-দের মন কি এতই কঠিন, যে এ সকল দেখিয়াও তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ভারতবর্ষ ধূর্ত্ত প্রচারক বলিয়া তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছে; কেন না, তাহাদের জন্য তোমরা প্রচারক হইলে না, তাহাদের জন্য তোমরা পরিবার নির্ম্মাণ করিলে না। দুটী লোক যদি জ্বরে কাতর হয় তাহারা ঔষধ পাইলে তোমাদের কেমন আনন্দ! কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে আগে যাহারা ভাল ছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্ম-জগতে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতেন, যাঁহারা এক-প্রাণ এক-হৃদয় হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে আজ শুষ্ক কঠোর হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন তাঁহাদিগকে কি

আবার তোমরা আনিবে না? প্রেম হইতেছে, প্রেম যাই-তেছে, স্থায়ী প্রেম কোথায়? ব্রহ্মমন্দির যেমন যত্নের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং এখনও ছাড় নাই, তেমনি আগ্রহের সহিত একবার ব্রাহ্ম-পরিবার সংগঠন করিতে চেষ্টা কর দেখি। অনেক স্থান হইতে বহু কষ্ট করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়াছ: তোমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এখনও ইহার একটী ইষ্টকও পড়ে নাই। এখন সেই রূপ উদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মগণ! ভাই ভগ্নীদিগকে আন দেখি, তবেই বুঝিব যে তোমরা যথার্থই ঈশ্বরের সেবক। বোধ হয় বৃথা বলিতেছি; অরণ্যে রোদন করিতেছি বুঝি। অন্য ধর্ম্মে যাহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা সফল করিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা যদি তোমরা বিশ্বাস কর তবে আর অবহেলা করিও না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাই ভগিনীদের পায়ে ধরিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গের প্রেমরাজ্য আনয়ন কর। যদি ঈশ্বরের অনুগত হও, তবে এখানেই সেই স্বর্গ আরম্ভ হইবে, যে স্বর্গে অনন্ত কাল বাস করিবে। এই জন্য তোমাদিগকে অনুযোগ করিতেছি যে এখনও তোমরা পিতার প্রেমে যোগ দিলে না। ঈশ্বর কখনই পৃথিবীতে সহস্র জাতি রাখিবেন না, তাঁহার রাজ্যে কখনও সহস্র ধর্ম্মের লোক থাকিতে পারিবে না। তিনি সকলকে এক-প্রাণ, এক-হৃদয় করিবেন। পাঁচটী ভাই যত দিন পাঁচটী ভাই থাকিবেন, পাঁচটী ভগ্নী যত-

দিন পাঁচটী ভগ্নী থাকিবেন তত দিন তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় নাই। এই জন্য দয়াময় পিতা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এখানে আনিতেছেন। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে পরস্পরের সঙ্গে আমরা চিরকালের জন্য প্রেমযোগে বদ্ধ হইয়া থাকিব। যাঁহাদিগকে প্রচারক বলি, যাঁহাদিগকে আচার্য্য বলি, যাঁহাদিগকে দেখিলে এক দিন জগৎ ভাল হইবে আশা হয়, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করি। তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত স্বার্থপরতার ধর্ম্ম বিনাশ করিলেন না। আজ সকলে এখানে আসিয়াছ, দেখ, কোন ভাইকে কদাকার মনে করিয়া ঘৃণা করিও না। যাহারা প্রবল পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যাহাদের মন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রেমসূত্রে বাঁধ। যাঁহারা এক বাসায় থাকেন যদি তাঁহারা পরস্পরকে ভাল বাসিতে না পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার প্রেমপথের কণ্টক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর কত কাল তোমরা পিতার পরিবারের প্রতি উদাসীন থাকিবে? পিতা কি মনে করিতেছেন? পিতার মন যদি তোমরা পাঠ করিতে পারিতে তবে আজ তোমাদিগকে কাঁদিতে হইত, তিনি প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া দেখিতেছেন তাঁহার পরিবার হইল না। ব্রাহ্মেরা এখনও পরিবার সাধন করিলেন না। পিতা প্রতিদিন সর্ব্বত্র যাইয়া আমাদের এই মহা অপরাধ দেখিতেছেন। ব্রাহ্মজগতের এই ভয়ানক অবস্থা তাঁহার অবিদিত নাই।

পাঁচ জন ব্রাহ্মিকা ভগ্নী পাঁচ জন ব্রাহ্ম ভ্রাতা যদি পাঁচ দিন এক ঘরে থাকেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত শতবার তাঁহারা পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করেন। ইহা কি অত্যুক্তি? ইহা কি রূপক? কঠোর কথা কি আমার মুখ হইতে বাহির হইল? তোমরা কি আপনাকে এরূপ বিশ্বাস কর না যে আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম এই জন্য যে, এক স্কন্ধে ভাই এবং আর এক স্কন্ধে ভগ্নীকে লইয়া পিতার স্বর্গ-রাজ্যে যাইব, এখন কি জীবনের এই ফল হইল যে, আপনি যেমন আপনার গরলে মরিতেছি, অন্যকেও সেই গরলে মারিব? কেন আপনি ক্রোধানলে প্রজ্জলিত হইয়া আবার সেই অনলে ভাইকেও দগ্ধ করিব? নিজের পাপ-বিষে অন্যের প্রাণ কেন বধ করিব? এত কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া কি অবশেষে এই হইল যে নিজের দোষে জগতের অনিষ্ট করিব? কারণ ক্রোধী, লোভী, ধনাসক্ত এবং সাংসারিক হইয়া কেবল যে আমরা আপনাপনি মরিতেছি তাহা নহে; কিন্তু আমাদের একটু রাগ, একটু সংসারাসক্তি শত শত ভাই ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনিয়া নানা স্থান হইতে আমাদের নিকট ঈশ্বরের কোমল শিশু সকল আসিয়াছিলেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদের ভাব দেখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন; এখন কেবল ঘরের লোক, বাহিরের লোক আর কেহ আসেন না। কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীরপুর, কোথায় মান্দ্রা-

লোর, কত দেশ হইতে পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক ঘরে আনিয়া দিলেন; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাহ্মগণ! আর এই প্রকার প্রেমশূন্য শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া বল, আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না; মতের অনৈক্যই হউক আর সাংসারিক কষ্টই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া কবিতে পারিব না। মুখের ভ্রাতৃ-ভাব পরিত্যাগ কর। প্রেমেব সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ, ইহার মধ্যে পিতাব মুখশ্রী দেখিতেছি; এই বলিয়া যখন ভাই ভগ্নীদিগকে গৃহে আনিবে, তখন তোমা-দের ব্যবহার দেখিয়া জগৎ লজ্জিত হইবে এবং শত্রুরা পরা-জিত হইবে। ব্রাহ্মগণ! তোমবা এই কথা লইয়া গিয়া সাধন কর "পিতা যেমন সুন্দর, ভাই ভগ্নীগণও তেমনি সুন্দর।" প্রাণস্বরূপ পিতা আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সেই রূপ যদি আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দিন পব, ক্রন্দন করিতে হইত না। পিতা, তুমি কেমন কোমল, কেমন সুন্দর হইয়া আজ্ উৎসব-ক্ষেত্রে আসিয়াছ! তোমাব সন্তানেরাও যদি আজ তেমনি কোমল হইতেন, তবে এই ব্রহ্ম-মন্দির স্বর্গ হইত। কেমন সুন্দর তোমার সেই ঘর, যে ঘরে তোমার সুন্দর সন্তানগণ প্রেমভরে দিবানিশি কেবলই তোমার নাম করিতেছেন! পিতা, সেই ঘরের অপরূপ শোভা দেখাও দেখি! তোমার পুত্র কন্যাগণ তোমার পদতলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন,

পরস্পরকে দেখিয়া সুখী হইতেছেন। তোমার নামামৃত পান করিয়া যেন আরও অনন্ত গুণে সুখী তাঁহারা হন। পিতা, অচিরে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাও।

ত্রয়োশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

"আমি আছি।"

বুধবার, ১০ মাঘ, ১৭৯৪ শক।

যখন আমরা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে নূতন দীক্ষিত হই, তখন জগতের গুরু পরমেশ্বর যে দুইটী শব্দ বলিয়াছিলেন, তাহা গভীর এবং সহজ। ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "আমি আছি।" যে কেহ কেবল এই কথাটী শুনিতে পায় তখনই তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করি। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ। উভয় জগতেই "আমি আছি" নিরন্তর এই কথা হইতেছে। বহির্জগতের তাবৎ বস্তুর মধ্যে এই কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি বায়ু, জল, বৃক্ষ, পুষ্প, লতা, ইত্যাদি সমুদয়ে জগদীশ্বরের এই মধুর কথা শুনিতেছি। যখন দেখি, পবন প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া বহুকালের প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি উৎপাটিত করিতেছে এবং সমুদ্রগর্ত্ত হইতে উত্তাল তরঙ্গাবলি তুলিয়া বড় বড় বাষ্পীয় পোত সকলও আন্দোলিত করিতেছে, তাহার মধ্যেও গম্ভীর স্বরে ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি আছি।"

আবার নির্জ্জনে বসিয়া যখন দেখি চারি দিক্ নিস্তব্ধ,কোথায়ও কেহ নাই, সেখানেও শুনি ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি আছি।" এইরূপে সমুদয় ঘটনা এবং সর্ব্ব স্থানে, কি সৃষ্টির লাবণ্যে কি পুষ্পের সৌরভে, কি পক্ষীর শব্দে কি বালকের হাস্যে, সর্ব্বত্রই সেই মধুর কথা। "আমি আছি" এই যে সামান্য দুইটী শব্দ, যতই আমরা ইহা স্পষ্টরূপে শুনিতে পাই, ততই ইহা হইতে আমাদের অন্তরে ঈশ্বরেব গূঢ় গভীর ভাব বিনিঃসৃত হয়। বিশ্বপতি ধর্ম্মাধিবাজ অন্তরে বাহিরে থাকিয়া চারি দিক্ হইতে পাপীকে বারম্বাব এই কথা বলিতেছেন, "আমি আছি।" যে দিকে চাও সেই দিকেই এই কথা, যেখানে যাও সেইখানেই এই কথা। যাই পাপী এই কথা শুনিল, তাহাব অন্তরে ভয় হইল, দেখিল, আর তাহার পাপ করিবার যো নাই। অন্ধকাব হইতে আবও অন্ধকাবে সে পলায়ন কবিল, দেখে সেখানেও জ্বল জ্বল করিয়া স্বর্ণাক্ষরে "আমি আছি" এই কথা লিখিত বহিয়াছে। যেখানে যায় "আমি আছি" কেবল এই কথা শুনিতে পায়; এই কথা তাহাকে এমনি কবিয়া ঘেরিল যে পাপী আর ইহা অতিক্রম করিতে পারিল না। তীব্র বাণেব ন্যায় তাহাব আত্মাকে বিদ্ধ করিল। পাপী ক্রন্দন কবিতে লাগিল। যতই তাহাব চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল ততই "আমি আছি" এই দুই শব্দ তাহাব কর্ণে স্পষ্টতব এবং গভীরতর হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে পাপী সেই গম্ভীর "আমি আছি"

রবের তীক্ষ্ণ চক্ষুর নিকট ধরা পড়িল। সেই "আমি আছি" মন্ত্রে সে দীক্ষিত হইল। সকল কথা ভুলিল; কিন্তু "আমি আছি" এই কথা ভুলিতে পারিল না। সকল দর্শন ভুলিল; কিন্তু সেই "আমি আছি" তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভুলিল না। বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে থাকিয়া যেমন ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি আছি", সেইরূপ অন্তর্জগতে থাকিয়া আরও উজ্জ্বলরূপে স্পষ্ট আত্মাদিগের নিকট তাঁহার সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছেন। মনের ভিতর গিয়া দেখি কতকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভাবফুল, প্রেমফুল, ভক্তিফুল। যেমন বাহিরে, বাগানের ফুলে সুন্দররূপে "আমি আছি" এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি হৃদয়ের এ সকল ফুলে আরও মনোহর, উজ্জ্বল, এবং হৃদয়গ্রাহীরূপে তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের এ সমুদায় পুষ্পের মধ্যে থাকিয়া "আমি আছি" কে এই কথা বলিতেছেন? পাপ কোলাহলে বিবেককর্ণ বধির কর, জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাণ কর, হৃদয়কে বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন কর, তথাপি পাপের সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যেও "আমি আছি" ঈশ্বরের এই স্পষ্ট কথা শুনিতে পাইবে। ভিতরের এই ব্রহ্মাগ্নি কে নির্ব্বাণ করিতে পারে? আমরা ব্রাহ্ম হইয়াও কতবার ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ "আমি আছি" "আমি আছি" বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা পাপে মত্ত হইয়া তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলাম, বধির হইয়া শুনিলাম না; কিন্তু

আবার এমন সময় আনিয়া দিলেন যখন তাঁহার কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিলাম না ; অসহায় হইয়া তখন আবার তাঁহাকে ধরিলাম। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, কাছে আসিলেও তাঁহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই ; কিন্তু দেখ, মহাপাপী হইলেও ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। তিনি যখন আমাদিগকে গঠন করিয়া এখানে প্রেরণ করিলেন, তখনই আমাদের প্রত্যেক আত্মাতে "আমি আছি" তাঁহার এই সুমধুর নাম লিখিয়া দিলেন। যত দিন এখানে বাঁচিয়া থাকিব, এবং মৃত্যুকালেও মৃত্যুর পরেও চিরকাল, অনন্ত-কাল, এই নাম আমাদের অন্তরে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। "আমি আছি" অনন্ত জীবন ঈশ্বরের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে হইবে। যত কেন আমরা দূরে যাই না, ঈশ্বর চিরকাল এই কথা শুনাইয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। মহা পাপীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা পরিত্রাণের কি সুমধুর সমাচার হইতে পারে? আমাদিগকে গঠন করিবার সময়েই যখন তিনি এইরূপ গূঢ়ভাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন কে বলিবে আমাদের পবিত্রাণ অসম্ভব? ঈশ্বর স্বয়ং পাপীর অন্তরে থাকিয়া বলিতেছেন "আমি আছি।" তবে ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! আর কেন নিরাশ হও? "আমি আছি" ইহাত পুস্তকের কিংবা মনুষ্যের কথা নহে। ঈশ্বর যে স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে বলিতেছেন, "আমি আছি।" বন্ধুগণ! ঈশ্বরের

প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিরূপে অগ্রাহ্য করিবে? তাঁহার নিজের কথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবে? হৃদয় কি এমনই পাষাণ হইয়াছে যে প্রাণসখার কথাও অমান্য করিবে? "আমি আছি" পাপী এই কথা শুনিলে তাহার অন্তরে ভয় হয়, কিন্তু ভক্ত যতই এই কথা শুনেন ততই তাঁহার অন্তরে প্রেমোদয় হয়। ভক্ত বলেন পিতা, আমি আর নিরাশ অপ্রেমিক হইতে পারি না; কেন না, তুমি নিজে বলিতেছ, আমি আছি।" যত দিন বহির্জগৎ থাকিবে, ততদিন তাহার প্রত্যেক পদার্থ "আমি আছি" ঈশ্বরের এই কথা প্রচার করিবে। প্রচারকগণ তবে কি করিবেন? তাঁহারাও দয়াময় পিতার সেই "আমি আছি" এই মধুময় কথা জগদ্বাসীর ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন। প্রচারকগণ! লোকদিগকে এই কথা শুনাও; ভাই ভগিনীগুলি যাতে এই কথা শুনিতে পান, তার জন্য প্রাণ দেও। জগৎ বাঁচিবে সেই দিন, যে দিন জানিবে ঈশ্বর আছেন। মনে করিও না যে তোমাদের কথায় কেহ বাঁচিবে। যিনি ঈশ্বরের মুখে শুনিবেন, "আমি আছি" তিনি ভিন্ন আর কেহই পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব জগৎকে বল, হে জগদ্বাসিগণ! যিনি অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত হইয়া তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহাকে কি তোমরা দেখিবে না? একবার যদি তাঁহাব কথা শুন, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। "আমি আছি" যে দিন ভারতবাসিগণ ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিবেন, সে দিন ভারত বাঁচিয়া

উঠিবে। পরম পিতা পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, "বৎস! আমি যে বেঁচে আছি, আর নিরাশ হইও না, আনন্দিত হও, হৃদয় ভরিয়া আমাকে ডাক, সকল দুঃখ দূর হইবে।" যতই "আমি আছি" পিতার মুখে এই কথা শুনিবে, ততই অন্তরে প্রেমোদয় হইবে এবং ভক্তিভাবে এই কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে পরলোকে চলিয়া যাইবে। কি আরাধনা, কি ধ্যান, কি প্রার্থনা, কি সঙ্গীত, কি স্তব স্তুতি কি উৎসব, তোমাদের সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বরের মুখে "আমি আছি" এই মহাবাক্য শ্রবণ কর। আজ নগরসঙ্কীর্ত্তনে ভাই ভগ্নীদের কাছে "আমি আছি" এই পরিত্রাণপ্রদ মহামন্ত্র শুনাও, তাহা হইলেই তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে।

ত্রয়োশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

সুন্দর পিতা।

বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৪ শক।

জগতের সকল লোক কেন ব্রাহ্ম হয় না? পৃথিবীতে এত গুলি নর নারী বাস করিতেছে, কেন সকলে ব্রহ্ম নামে মোহিত হইল না? এই নগরে এখনও এত শোকার্ত্ত, বিষন্ন লোক কেন বাস করিতেছে? ব্রাহ্মগণ! আজ উৎসবের দিন, তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাও। তেতাল্লিশ বৎসর গত হইল, এখনও কেন সকলে তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল

না? এই যে আমাদের প্রিয়তম স্বদেশ, মনের প্রেম, অনু-রাগে যে দেশ বাঁধা রহিয়াছে, এ দেশে এখনও কেন এক শত নয়, এক সহস্র নয়; কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক দয়াল নামে বঞ্চিত রহিল? অনেকে ইহার অনেক প্রকার উত্তর দিতে পারেন। কেহ বলিতে পারেন, বহুকাল হইতে এ দেশে অজ্ঞান কুসং-স্কার চলিয়া আসিতেছে; কেহ বলিতে পারেন, এ দেশে ভয়া-নক নাস্তিকতা এবং পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অতএব সহজে কি এ দেশের উন্নতি হইতে পারে? মানিলাম এ সমু-দায় কথা সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সমস্ত ভারতকে পরিত্রাণের সম্বাদ দিতে প্রতিজ্ঞা কর নাই? তবে কেন এত দিনেও কৃতকার্য্য হও নাই? সরল অন্তরে কি এখন এই কথা স্বীকার করিবে না যে ইহা তোমারই দোষ? ব্রাহ্মগণ! তোমরা স্থানে স্থানে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সত্য প্রচার করিয়াছ, এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনেক পুস্তক প্রচার করিযাছ, কিন্তু তোমরা কি মনে করিতেছ ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচাব হইল? নিশ্চয় জেন, যে অবধি জগৎ তোমাদেব জীবনপুস্তকে ঐ সকল সত্য না দেখিবে সে পর্য্যন্ত তোমরা যদি সমস্ত পৃথিবী বেড়াইয়া ধর্ম্ম প্রচার কর এবং পাঁচ শত ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া জগতে প্রকাশ কর, তথাপি একটী আত্মারও পরিত্রাণ হইবে না। যে ধর্ম্মে তোমরা আপনারা ভাল হইতে পারিলে না জগৎ কেন সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? কেন না, জগৎ জানে উপাস্য দেবতা যেমন,

উপাসক তেমনি ; গুরু যেমন শিষ্যও তেমনি ; সুতরাং তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে তোমাদের উপাস্য দেবতা এবং পরম গুরুকে কেন তাহারা গ্রহণ করিবে ? ব্রাহ্মগণ ! ব্রাহ্মিকাগণ ! তোমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর। জগৎ বলিতেছে তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্দর হন তবে তোমাদের জীবন কেন সুন্দর হইল না ? ঈশ্বর সুন্দর এখনও কি তোমরা ইহার প্রমাণ চাও ? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একবারও কি মোহিত হও নাই ? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদের পাপ, তাপ, দুঃখ ভয় এবং শোকভার দূর করে নাই ? কে তাঁর গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে ? তিনি তো সামান্য গুণনিধি নহেন। তাঁহার সমুদয় গুণের নাম সৌন্দর্য্য। পূর্ণ সৌন্দর্য্যে তিনি বাস করেন। পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে এমনি সুন্দর করিয়া গঠন করে, যে দেখিলেই মন মোহিত হইয়া যায়। তাহাদের কারীকরেরা সুন্দর সুন্দর রং লইয়া তুলি দ্বারা পুত্তলের মুখ এমনি রূপ লাবণ্যে শোভিত করে, যে পৌত্তলিকেরা দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কেন না, সেই বুদ্ধিমান্ শিল্পকারেরা জানে যে দেবতা সুন্দর হইলে নিশ্চয়ই লোকের মন আকর্ষণ করিবে। উপাস্য দেবতার সৌন্দর্য্য দেখিলে মন মোহিত হইবেই হইবে, এই গূঢ় তত্ত্ব এখন কুসংস্কারে বদ্ধ আছে। কিন্তু যে দিন ইহা ব্রাহ্মদিগের জীবনে প্রকাশিত হইবে, সে দিন জগতের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে। যে দিন ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের

নিরাকার ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাইবেন সে দিন ভারতের দুঃখের নিশি অবসান হইবে আমাদের ঈশ্বর অন্য কাহারও দ্বারা সুন্দর হইয়া রচিত হন নাই। মনুষ্যের হস্ত তাঁহাকে গঠন করে নাই, কারীকরের তুলি তাঁহার মুখে রূপ লাবণ্য দেয় নাই। কোন চিত্রকর তাঁহাকে চিত্র করে নাই। পৃথিবীর রং কি স্বর্গের রঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিব? আমাদের পিতা আপনি আপনার তুলিতে আপনার মুখকে সুন্দর করিয়া চিত্র করিযাছেন। একেত তিনি আপনিই সুন্দর, আবার দেখিলেন লোকেত তাঁহাকে দেখিবে না, এই জন্য এক একটী ভক্তকে ডাকিয়া আপনি স্বহস্তে তুলি লইয়া তাহার আত্মাতে আপনাব মুখের ছবি আঁকিয়া দিলেন এবং বলিলেন যখন চন্দ্র সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে তখনও এই ছবি উজ্জ্বল থাকিবে। আশ্চর্য্য পিতাব শিল্প-নৈপুণ্য! তিনি আপনি আপনার ছবি আঁকিয়া ভক্তকে তাঁহার অরূপ রূপ মাধুরী দেখাইতেছেন! পাপীব অন্তবেও তিনি আপনার মুখ আপনি আঁকিয়া দিতেছেন। যেখানে চারিদিকে জঙ্গল, দুর্গন্ধ, অন্ধকার, নানা প্রকার কুৎসিত ভাব সেখানেও ব্রহ্মের সুন্দর মুখচ্ছবি। চারিদিকে পাপ কোলাহল, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম "আমি আছি" গভীর মধুর স্বরে এই কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মের কথা কি তোমরা শুন নাই? তাঁহার সুন্দর ছবি কি কখনও তোমরা অন্তরে দেখ নাই? এমন সুন্দর ঈশ্বরকে যদি দেখিয়া থাক, তবে কেন

তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত না হও ? কদাকার দেখিলে প্রেম হয় না, ইহা মানিলাম ; কিন্তু এমন সুন্দর পিতাকে দেখিয়া কিরূপে অপ্রেমিক থাকিবে ? হায় ! পিতার সৌন্দর্য্যের কি কোন আকর্ষণ নাই ? পৃথিবীর শোভা মনুষ্যের মন ভুলাইল ; কিন্তু ঈশ্বর কি তাঁহার সুন্দর মুখ দেখাইয়া কাহারও মন প্রাণ কাড়িয়া লইতে পারিলেন না ? ঐ দেখ পথে যাইতে যাইতে কোন পথিক এক দিকে চাহিয়া রহিল ; অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। পথিক কি দেখিতেছে ? উদ্যানের একটী কোমল নবীন সুন্দর পুষ্প। আবার দেখ নবকুমারের মুখশ্রী কেমন গূঢ় ভাবে পিতার চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। পিতা এমনই মুগ্ধ হইয়া সেই শোভা দেখিতেছেন, যে আর অন্য দিকে তাকাইবার সাধ্য নাই। ভ্রাতৃগণ। ভগ্নীগণ। এইরূপ ব্রহ্মের মুখের দিকে যদি একবার তোমাদের চক্ষু পড়ে, আর কি তাহা তোমরা ফিরাইয়া লইতে পার ? তিনি এমনই সুন্দর যে যতই তাঁহাকে দেখিবে, ততই তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া যাইবে। এক বার যদি তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখ আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যতই তাঁহাকে দেখিবে ততই তাঁহার মধ্যে গভীর হইতে গভীতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। যাঁহাকে আমরা ভাল বাসি, তাঁহাকে বারম্বার না দেখিলে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়, এবং যতই তাঁহাকে দেখি ততই তাঁহার মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখি। ভালবাসার ভাবই এই। এই যে সুন্দর মন্দির, ইহা তাঁহার মহিমা প্রকাশ

করিতেছে। ইহার দেবতা কি ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে সুন্দর নহেন? ব্রাহ্মগণ! নিশ্চয় জানিও সেই সুন্দর মুখ দেখিলেই তোমরা প্রচারক হইবে। নগরের যে মধ্যে মধ্যে জনকোলাহল হয় কেন? এই জন্য যে কোন একটী বিশেষ বস্তু প্রথমতঃ কাহারও চক্ষু আকর্ষণ করে, ক্রমে তাহার দৃষ্টান্তে শত শত লোক আসিয়া সেই দিকে তাকাইতে থাকে। ধর্ম্মাকাশেও ঠিক সেইরূপ। ব্রহ্মমন্দির লোকে পরিপূর্ণ, সংকীর্ত্তনের সময় নগরে লোকারণ্য। কেন? এ সমুদয় লোক কি দেখিতেছে? অবশ্যই কোন স্বর্ণ খনি হইতে রত্ন বাহির হইয়াছে, অবশ্যই কোন সুন্দর পুরুষ ধর্ম্মাকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন,এজন্যই এত গুলি লোক এক স্থানে একত্র হইয়াছে। কোন বিশেষ ঘটনা না হইলে কখনও উহারা এক স্থানে একত্র হইত না। কোন বিশেষ ঘটনা না হইলে কখনও এক দিকে এত গুলি লোকের চক্ষু পড়ে না। ধর্ম্ম জগতে কি বিশেষ ঘটনা দেখিতেছ না? ঐ দেখ কল্য যাহার শরীর মন দেখিলে বোধ হইত শীঘ্রই ইহার মৃত্যু হইবে, আজ তার কেমন স্ফূর্ত্তি, তার হৃদয় কত প্রফুল্ল! কোথা হইতে এই পরিবর্ত্তন আসিল? যে জন্মাবধি ঈশ্বরকে দেখে নাই, আজ সে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিল; যে কখনও তাঁহার কথা শুনে নাই, আজ সে তাঁহার কথা শুনিল। ঈশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যা সকলকে দেখা দিতে আসিলেন, যুবা বৃদ্ধ প্রাচীন যুবতী প্রাচীনা সকলকে ডাকিলেন। যে একবার তাঁহাকে দেখিল,

একবার তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে গেল সে আর ফিরিল না। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ফেরে। ঈশ্বরকে দেখিলে অন্য দিকে নয়ন ফিরান যায় এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না। ব্রাহ্মগণ! তবে কি এই মনে করিব, যাহারা ফেরে তাহারা হয়তো বুঝি সে অপরূপ দেখে নাই, দয়াল প্রভুর প্রেমসুধা বুঝি তারা পান করে নাই? হায়! পিতা তোমার মুখে এত সৌন্দর্য্য থাকিতে ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্গতি হইল। জগদীশ! তুমি যে কেমন সুন্দর জগৎ তাহা দেখিল না। কেন এমন অভক্তদিগের হৃদয়ে তোমার সুন্দর মুখ আঁকিয়া দিলে? জগতের চক্ষে তোমা হইতেও তাহাদের নিজের মন এবং পৃথিবীর ধন বড় হইল। ঋণ করিতে গেলে লোকে অধিক মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখে, তাই ছয় মাস কি এক বৎসরের জন্য তোমার কাছে তাহাদের বহু মূল্য দেহ মন বন্ধক দিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে চায়। যাই তোমার দয়াময় নাম ভাল লাগে না, ক্রমে যখন হৃদয় ধন চায়, মান চায়, স্ত্রীপুত্র চায়, এবং সংসারের সুখ চায়, তখন অল্পবিশ্বাসীরা সমুদায় বন্ধক ফিরাইয়া লয় এবং সংসারের পথে চলিয়া যায়। "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এ কথা তাহারা মানে না। কিন্তু ধন্য সেই ব্রাহ্ম যিনি বিনীতভাবে এই কথা বলেন,—"সকলেইত বন্ধক ফিরাইয়া লইলেন, কিন্তু আমিত পিতাকে কিছুই দিই নাই; কেন না আমার কিছুই ছিল না; আমি কিছুই না দিয়া সর্ব্বস্ব পাইয়াছি। ঈশ্বর যে মন দিয়াছিলেন তাহাও নিজের

দোষে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কেমন অপার তাঁহার করুণা, এক রাত্রির মধ্যেই সেই ভাঙ্গা মনকে তিনি ভাল করিয়া দিলেন।" পাড়ার লোক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিল, কি সেই তুমি! যাহার মুখে আমরা কখনও প্রফুল্লতা দেখি নাই, সেই দুঃখী গরিব তুমি, আজ কোথা হইতে এত ধন রত্ন পাইলে? সেই বিনীত ব্রাহ্ম বলিলেন, যথার্থই আমি বড়ই দুঃখী ছিলাম, বন্ধক দিয়া ঋণ করি এমন কিছুই ছিল না; অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার দ্বারে আসিয়াছিলাম; কিন্তু পিতার দয়ার কথা কি বলিব! তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হইয়া দীন হীন অকিঞ্চন বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিলেন না, দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "ভক্ত! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমি রাজপ্রাসাদ ভাল বাসি না, আমি পর্ণ কুটীরে থাকি; যারা ছেঁড়া কাপড় পরে, শাকান্ন খায়, আমি তাহাদের সঙ্গে বাস করি।" কৈ পিতাত মূল্য চাহিলেন না? বিনামূল্যে তিনি কাঙ্গালের ঘরে আসিলেন।" এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তদিগের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, চারি দিকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি এবং প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল; ব্রহ্মমন্দির তখন বাস্তবিক স্বর্গধাম, প্রেমধাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচার্য্য অনর্গল গভীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন;—"ইহা দেখিয়া পৃথিবীর অল্পবুদ্ধি লোকেরা বলিতে লাগিল, "এই বুঝি ঈশ্বরের মহত্ব! তিনি কিনা ধনী পণ্ডিত ইহাঁদের ছাড়িয়া

নিতান্ত অধম গরিবদিগের ভাঙ্গা ঘরে আসিলেন! পণ্ডিত-দিগের স্তবস্তুতি এবং রাজাদিগের বহুমূল্য উপহার তিনি গ্রহণ করিলেন না! ধিক্ তাঁহার বিচার! ব্রাহ্মগণ! এমন পিতার প্রেম তোমরা বুঝিলে না। তোমরা কি না তাঁহাকে সাল দিয়া, ধন রত্ন দিয়া ভুলাইতে চাও। তিনি কি তোমাদের কাছে ধন চান, না জ্ঞান চান? অবিশ্বাসিগণ! আর বলিও না, তোমারা বড় ধনী, তোমরা বড় জ্ঞানী; ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অনেক ধন ব্যয় করিয়াছ, অনেক পুস্তক লিখিয়াছ, অনেক বক্তৃতা করিয়াছ। আর অহঙ্কার করিয়া বলিও না, এত দিলাম, এত করিলাম, তথাপি কেন ব্রহ্ম আমাদের হইলেন না। তোমরা কি দিয়াছ? কি করিয়াছ? ব্রহ্মধনের সঙ্গে তোমাদের ধন এবং তোমাদের জ্ঞানের তুলনা! সামান্য ধন ও সামান্য জ্ঞান দিয়া ঈশ্বরকে ক্রয় করিবে? এই তোমাদের স্পর্দ্ধা? তিনি কি বলিয়াছেন মূল্য না পাইলে তোমাদের ঘরে আসিবেন না? ভাবুক ব্রাহ্ম! তোমাকেও বলি, আর এরূপ বলিও না,— "এত কাঁদিলাম, নাম শুনিবামাত্র কত বার প্রেমে গলিয়া গেলাম, ভক্তিভাবে কত বার ডাকিলাম, তথাপি কেন ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আসিয়া বাস করিলেন না?" কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মের সঙ্গে কি তোমার সামান্য প্রেম ভক্তির তুলনা? কয়েক ফোঁটা চোখের জল দিয়া কি তুমি ব্রহ্মকে কিনিতে চাও? বন্ধক লইয়া মূল্য লইয়া তিনি কাহারও কাছে আসিবেন না;

কিন্তু আপনি আপনার প্রেমগুণে তিনি সকলের কাছে আসিয়াছেন, আপনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সমুদয় পুত্র কন্যাকে মোহিত করিবেন। তাই স্বদেশ বিদেশে যতগুলি ভাই ভগ্নী বেঁচে আছ সকলকে বলিতেছি, পায়ে ধরে বলিতেছি, (প্রেমবিগলিত স্বরে) "তিনি বড় সুন্দর" "তিনি বড় সুন্দর" "তিনি বড় সুন্দর"। "তাঁহাকে কেহ ছেড় না" "তাঁহাকে কেহ ছেড় না" "তাঁহাকে কেহ ছেড় না।" বন্ধক দিয়া ধার কর্জ করিলে চলিবে না, কিন্তু তাঁহার চরণে জন্মের মত কে আত্ম বিক্রয় করিতে পার, এস দেখি! আমাদের পিতা কত সুন্দর একবার যদি নিজের চক্ষে দেখিতে পাও, আর কি হৃদয় মন ফিরাইয়া লইতে পারিবে? সে অরূপ রূপ দেখিলেই তাহার চিরদাস হইয়া থাকিবে। হে শুষ্ক ম্লানমুখ ব্রাহ্মগণ! কিছু দিনের জন্য পিতার কাছে হৃদয় মন বন্ধক রাখিবে এমন নির্বুদ্ধি কেন তোমাদের মনে স্থান পাইল? তোমাদের চরণ ধরে বলিতেছি, এই কুবুদ্ধি ছাড়। দেখ, তোমাদের দশা দেখিয়া জগৎ কি বলিতেছে। বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ বলিতেছে, ব্রাহ্মদের ঈশ্বর যদি সুন্দর হইতেন, তবে কি ব্রাহ্মেরা কিছুদিন পরেই তাঁহাকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিতে পারিত? দেখ তোমাদের দোষে পিতার নামে দুর্নাম, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অবিশ্বাস, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি রুদ্ধ হইতে চলিল। তাই বার বার তোমাদের পায়ে পড়ে বলিতেছি, পিতাকে ছেড় না। তিনি

সুন্দর নন, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে আনন্দ শান্তি মেলে না, পিতার নামে এ সকল অপবাদ আর সহ্য হয় না। দেশে পিতার নামে কলঙ্ক রটিল ইহা শুনিয়া কি দুঃখ হয় না? হে ভাইগণ হে ভগিনীগণ! তোমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি, পিতা বড় সুন্দর, একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখ, দেখিলেই তিনি নিজে তাঁহার স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমরাও সুন্দর হইবে। সুন্দর রাজার প্রজা গুলিও সুন্দর হইবে। তাঁহাকে দেখিলে কি আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়? সুধা যে পেয়েছে সে কি আর গরল পান করিতে চায়? মৌমাছি কি মধু ছাড়িতে পারে? ভাই ভগ্নীগণ! এবার তোমাদের এই দীনহীন সেবকের কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর, যে দয়াল প্রভুকে আর কখনও কদাকার কুৎসিত বলিতে পারিবে না। ভক্তবৎসল প্রভু, সন্তানবৎসল প্রেমময় পিতা শুষ্ক, এই নিদারুণ কথা যেন আর কাহারও কাছে শুনিতে না হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিলে রিপু সকল বিনষ্ট হয় না, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। জীবন দিয়া জগৎকে দেখাও তোমাদের ঈশ্বর সত্যই সুন্দর; এমন সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া কেহই দূরে থাকিতে পারিবে না। সকলকে বুঝিতে দাও, ব্রাহ্মদের পিতার মত সুন্দর আর কেহ নাই। এখন হাসিবার সময় নহে; যে দিন প্রেমময় ঈশ্বর বড়ই সুন্দর, এই কথা শুনিয়া দলে দলে জগতের লোক সকল এই

পথে আসিবে, সেই দিন তোমাদের আনন্দের দিন। হায়! এমন দিন কি হবে? ব্রহ্মের জয় হউক! ভাই ভগিনীগণ! এবার উৎসাহী হইয়া ব্রহ্মকে ভাল বাস। দয়াল পিতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন!

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

দীক্ষা।

১১ মাঘ, ১৭৯৪ শক।

আজ এই উৎসবে ১৯ জন ভ্রাতা পরিত্রাণার্থী হইয়া ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করিতেছেন, সমস্ত জগতে ও স্বর্গে এই কথা প্রচারিত হউক! এতগুলি ভ্রাতা কুসংস্কার পাপ-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া পবিত্র সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে সংকল্প করিলেন ইহা আমাদের পক্ষে মহা আনন্দকর ব্যাপার। জগতে ব্রহ্মের জয় হইবে ইহাতেই তাহার অগ্নিময় প্রমাণ দেখিতেছি। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ব্রাহ্মপরিবারে প্রবেশ করিবার জন্য এখানে দাঁড়াইলে, যত দিন বাঁচিবে আমার এই কয়েকটী কথা রক্ষা করিবে। "শির দিয়া তো সোণা কেয়া" এই কথা বলিতে বলিতে সকল অবস্থায়—কি কষ্ট বিপদ, কি রোগ শোক, কি পাপতাপে, জীবনের রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের সমক্ষে যুদ্ধ করিবে। ইহাতে তোমাদের কল্যাণ, আমাদের মঙ্গল এবং সমস্ত দেশের কুশল হইবে। চিরদিন আনন্দ

উৎসাহের সহিত ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিবে। শত শত রিপু তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে এবং ভয় দেখাইবে, কিন্তু সাবধান! এক পদও পশ্চাৎ গমন করিবে না। সম্মুখ-যুদ্ধে সকল শত্রুকে পরাস্ত করিবে। দেখিবে, চারিদিকে ভয়ের ব্যাপার, কিন্তু এক জন তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন যাঁহার নামে ভয় দূর হয়। কে তিনি? পরব্রহ্ম! যদি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার উপর নির্ভর কর, জগৎ দেখিবে ব্রহ্মের কেমন দুর্জ্জয় বল! শত সহস্র লোক তাঁহার নাম লইয়া স্বর্গের দিকে ধাবিত হইবে। যে ধর্ম্ম এক দিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার হইবে, সেই ধর্ম্ম আজ তোমরা এই ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এতগুলি ভ্রাতা ভগ্নীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া স্বীকার করিলে। দারিদ্র্য, দুঃখ, যন্ত্রণা আসিয়া তোমাদিগকে নির্যাতন করিতে পারে; কিন্তু কিছুতেই তোমরা ভীত হইবে না; ব্রহ্মপরায়ণকে আপদ মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। বিশ্বাসবর্ম্মে আবৃত হইয়া, হস্তে প্রার্থনারূপ অস্ত্র লইয়া ব্রহ্ম-নামের হুঙ্কার করিতে করিতে বলিবে, "দূর হও পাপ প্রলো-ভন!" দেখিবে, ব্রহ্মের কৃপায় তখনই পাপ অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ব্রহ্মবলে বলীর নিকট মেদিনী কম্পিত হয়, সাগর সমান বিপদ শুকাইয়া যায়। বন্ধুগণ! ইহা আমার কথা নয়, ব্রহ্মভক্তের ন্যায় বলবান্ জগতে আর কেহ নাই, ইহা ঈশ্বরের কথা। ইহাতে যদি তোমাদের মন সায় না দেয়, ব্রহ্মন্দির ছাড়িয়া যাও। ব্রহ্ম স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তোমাদের যে

আত্মা তাহা কি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে না ? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" তোমাদের হৃদয় কি এই কথা স্বীকার করে না ? ব্রহ্ম যদি তোমাদের অন্তরে গুরু হইরা গোপনে এই মন্ত্র না দেন তবে দীক্ষিত হইয়া কি হইবে ? ঈশ্বর নিয়ত গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "ব্রাহ্মসমাজ আমার সভা। আমার চরণতলে বাস করিয়া আমার পুত্র কন্যারা পুণ্য শান্তি ভোগ করিবে এই আমার বাসনা।" এই কথায় কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না ? ঈশ্বরের ভক্ত হইলে দুঃখ পাপ দূর হয় ইহা কি তোমরা মান না ? আমি বলিতেছি না যে আমরা একেবারে নিষ্পাপ হই-য়াছি। যখন আমাদের পরিবারে তোমরা প্রবেশ করিতেছ ইহা তোমাদের জানা আবশ্যক, সময়ে সময়ে আমাদের পাপ-ভারও তোমাদিগকে বহন করিতে হইবে ; কিন্তু মোক্ষধামের এই যথার্থ পথ। অনেকে বলিবে ব্রহ্মমন্দিরের প্রয়োজন কি ? স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় কোন বিশেষ ফল নাই, নির্জনে বসিয়া ডাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়,উপদেষ্টার আবশ্যকতা নাই, ঘরে বসিয়া ভাল ভাল পুস্তক পড়িলেই হইল। এ সমুদয় সাংঘাতিক স্বার্থপরতার কথা। ইহা নিশ্চয় জানিও, ভাই ভগ্নীদের প্রতি প্রেমিক না হইলে প্রেম-ময়কে দেখিতে পাইবে না। জগতের ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে পবিত্র প্রেমের যোগ ভিন্ন কেবল জ্ঞান ও কার্য্যে কাহারও মোক্ষ নাই। অতএব এস, সকলে এই পথে অগ্রসর হই। এই পথের শত্রু অনেক, কিন্তু সেনাপতি ব্রহ্ম আমাদের

সহায়। একটী দুঃখের কথা বলিয়া তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি। অনেকে এই পথে কতক দূর অগ্রসর হইয়া আবার সংসাররূপ মৃত্যুকূপে পড়িয়া যায়। তোমরা এই প্রতিজ্ঞা কর, লোকভয় শোকভয় কিছুতেই এই পথ ছাড়িবে না। দূরে পিতার ঘর। দেখ কেমন আলোকময়, কত সুন্দর; কত প্রেম, কত শান্তি, পুণ্য ঐ ঘরে নিত্য বিরাজ করিতেছে! পিতা তোমাদিগকে হস্ত ধরিয়া ঐ ঘরে লইয়া যাউন! অনন্ত কাল তোমরা ঐ গৃহে শান্তি সম্ভোগ কর।

(দীক্ষান্তে উপদেশ।)

ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার ব্যাপার অবশ্যই তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে। প্রবঞ্চনা নাই, কপটতা নাই, মিথ্যা নাই। ব্রহ্ম-রাজ্য বিস্তার হইতেছে, ইহাতে কি আব সংশয় করিতে পার? কল্য যখন সংকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন আমেরিকাস্থ এক জন নিশান ধবিলেন, অদ্য বম্বে প্রদেশের এক জন প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে আসিলেন। জয় ব্রহ্মের জয়! ভয় নাই, ভাবনা নাই, ব্রহ্মের জয় হইবেই হইবে। "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা।" ব্রহ্ম বাঁচিয়া আছেন, ইহা জানিলেই সমস্ত লোক তাঁহার রাজ্যে আসে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে প্রাতে বলিয়াছি, আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমাদের দৃষ্টান্ত যেন জগতের পরিত্রাণপথের প্রতিকূল না হয়। তোমরা যদি ভাল

দৃষ্টান্ত দেখাও, তোমাদের জীবনে যদি জগৎ ঈশ্বরের পদ-চিহ্ন দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রহ্মের জয় হইবে। পরিত্রাণের এই এক পথ। জগতের সকলকেই এই পথে আসিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্য-হৃদয়ে লিখিয়া দিয়া থাকেন, তবে এক দিন নিশ্চয়ই ইহা জগতের সমুদয় ভ্রম, কুসংস্কারের উপর জয় লাভ করিবে। জানি না, কখন সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হইবে ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসাধ্য নাই। আমাদিগকে তিনি তাঁহার দয়াল নাম দিয়াছেন, এই নামের গুণে যে জগতে এক দিন কি হইয়া উঠিবে, তাহা মনেও ভাবিতে পারি না। ব্রাহ্মেরা বড় বড় কথা বলেন বলিয়া জগতের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন, কিন্তু আমরা কেমন করিয়া ছোট কথা বলিব? ঈশ্বর যে আমাদিগকে বড় কথা বলাইতেছেন। তিনি স্বয়ং আমাদের অন্তরে বড় বড় আশার কথা বলিয়া দিতেছেন। আমরা আপনারা ছোট, অপদার্থ, আবার শত শত দোষে অপরাধী ; কিন্তু আমাদের ন্যায় ধূলিগুলিকে বাছিয়া লইয়া ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, তাহা ত ক্ষুদ্র নহে, তাহা হে সামান্য নহে। এক দিকে আমাদের আপনাপন পাপ স্মরণ করিয়া যেমন বিনয়ী হইব, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের মহত্ত্ব দেখিয়া বীরের ন্যায় তাঁহার সত্য প্রচার করিব। তাহারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক, যাহারা ঈশ্বরের সত্য ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়। অতএব ব্রাহ্মগণ! আজ যাহা সত্য

বলিয়া স্বীকার করিবে কখনই আর তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" যাহাদের সমুদয় ধর্ম্মই "যদ্যপি।" কিম্বা "হয়ত" এরূপ সন্দেহের উপর নির্ম্মিত হয়, তাহারা কখনই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারে না। ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রত্যেক সত্যই অভ্রান্ত। যখন ব্রাহ্ম বলিবেন, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" "সত্যমেবজয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখন সমুদয় শাস্ত্র এবং সমুদয় পুস্তক লজ্জিত হইবে। জগতে বেদ, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কিন্তু আমরা কোনটীকেই ঈশ্বরের হস্ত-লিখিত অভ্রান্ত পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিব না। তবে কি আমাদের কোন শাস্ত্র নাই? আমরা যেমন ঐ সকল পুস্তক ছাড়িয়াছি, তেমনি জগৎকে দেখাইতে হইবে আমরা তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে দৃঢ় ও অখণ্ড শাস্ত্র লাভ করিয়াছি। তবে কি না আমাদের শাস্ত্র অতি ছোট, চারি বর্ণে ফুরাইয়া যায়। 'আমি আছি" ব্রহ্মের এই মুক্তিপ্রদ আশাকর কথাই আমাদের শাস্ত্র। এইরূপে তিনি যাহা বলেন তাহাই ব্রাহ্মদিগের অভ্রান্ত সত্য। যদি কহ প্রমাণ কি? ব্রাহ্ম বলিবেন, ঈশ্বরই ঈশ্বরের কথার প্রমাণ। স্বর্গ হইতে যাহা নির্ব্বিবাদ এবং অভ্রান্ত হইয়া আসিবে তাহাই ব্রহ্মের কথা। যখন ব্রহ্মের কথা শুনিবে তখন সংশয় দূর হইবে। জগৎকে সেই কথা বলিতে ভয় কি? যদি অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইতে হয়, কিম্বা সমুদ্রে নিঃক্ষিপ্ত হইতে হয়, তথাপি নির্ভয়ে ব্রহ্মের সেই কথা বলিবে;—"যায়

যাক্ প্রাণ, কিন্তু পাইব আমি পরিত্রাণ।" ব্রাহ্ম হইয়া এই আশা, এই বিশ্বাস ছাড়িতে পার না। যখন এইরূপে তোমরা ব্রহ্মের কথা শুনিবে, নিঃসংশয় ও নির্ভয় হইয়া জগতে তাহা ঘোষণা করিবে, তখন তোমাদের এক এক প্রার্থনায় শত লোকের উপকার হইবে। তখন দেখিবে, কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইবে। অন্ধ চক্ষু পায়, বধির শুনিতে পায়, মরা বেঁচে যায়, এ সকলত সামান্য কথা। ঈশ্বরের কথায় যদি তোমরা বিশ্বাস কর, এ সকলত হইবেই; কিন্তু তোমরা যদি তাঁহার চরণে পড়ে থাক, ইহা অপেক্ষা আরও মহৎ ব্যাপার সকলে দেখিতে পাইবে। চারি দিকে "কোথায় ঈশ্বর" "কোথায় ঈশ্বর" বলিয়া শত শত দুঃখী কাঙ্গাল কাঁদিয়া মরিতেছে। ব্যাধিগ্রস্তেরা বলিতেছে, "প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে।" প্রচারক! তুমি কি না তাহাদের কাছে গিয়া পরিহাস করিলে? ঔষধ দিয়া কি না বলিলে, ইহাতে হয়ত ব্যাধির উপশম হইবে? এই ভাবে কি জগতের পরিত্রাণ হইতে পারে? না ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়? বিশেষ সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! প্রচারকগণ! সাবধান হও, তোমাদের বিশ্বাসের বল পরাক্রমের পরীক্ষা হইবে। বিশেষ সাধন চাই, গূঢ়রূপে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বর-শ্রবণ ভিন্ন তোমাদের এবং জগতের পরিত্রাণ নাই। অতএব ঈশ্বরের কাছে তাঁহার কথা শ্রবণ কর, এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হও। প্রতিদিন জয় জগদীশ বলিয়া গাত্রোত্থান করিবে। জয় জগদীশ বলিয়া তাঁহার নাম

প্রচার করিবে এবং জয় জগদীশ বলিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিবে; অবশেষে দেখিবে, নিশ্চয়ই তোমরা দিগ্বিজয়ী হইয়াছ। ঈশ্বর তোমাদের দুঃখ দূর করুন! তাঁহার নাম কীর্ত্তনে জগতের পরিত্রাণ হউক!

ত্রয়োশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

প্রান্তরে উপদেশ।

রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক।

ঊর্দ্ধে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাঁহারই কৃপাতে আজ এত গুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য ইহাঁরা এখানে আসিলেন, আমি তাঁহাদের সকলের নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্য এখানে এই মহা সমারোহ। কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন, ব্রাহ্মেরা কেবল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য আড়ম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তাহা নহে। এ ধর্ম্ম নূতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাক্যে আছে, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।" সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর। এখনও সেই কথা আমরা শুনিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পৃথিবীর সমুদয় দেশই এই কথা বলি-

তেছে। সমুদয় দেশ এই এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্রভু। ইহাঁর নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে। ভ্রাতৃগণ। তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর। গরিব দরিদ্র বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না; বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এ দেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইহাঁদের ঘৃণা করেন। কিন্তু রেইলওয়ে কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের যে এত টাকা তাহা কে দিতেছে? প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোক? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেইলয়ে কোম্পানির এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা কর, হিমালয় তুমি যে এত বড় উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ? উচ্চ শিখর গুলি কি তোমার আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন? (করতালি) সেইরূপ এ দেশের দুই পাঁচটী ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদিগের উপর। দোকানদার না থাকিলে কি সহর এক

দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ এক দিন বাঁচিতে পারে? (গভীর আনন্দধ্বনি এবং করতালি) এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যত দিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, তত দিন এ দেশের মঙ্গল নাই। জ্ঞানবিনা, ধর্ম্মবিনা, লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদিতেছে। কুসংস্কার ব্যভিচারে কোটি কোটি লোক মরিতেছে। তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করে এমন লোক কোথায়? তাহাদের নিকট পরিত্রাণের সংবাদ দেয় এমন দয়াবান্ কে? আমি বলিতেছি না যে এ দেশে জ্ঞানালোক আসে নাই, আলোক আসিয়াছে, কিন্তু দুই পাঁচটী ধনী মানী জ্ঞানী লোকের মধ্যে তাহা বদ্ধ রহিয়াছে। যদি দেশকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে যাঁহারা কিছু জ্ঞান পাইয়াছেন, তাহা পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, এবং নগরে নগরে বিলাইতে হইবে। কি জ্ঞান প্রচার করিবে? যাতে দেশ রক্ষা পায়, ভাই ভগ্নীদের দুঃখ চলিয়া যায় এমন জ্ঞান চাই। দেখ পাপে তাপে পুড়ে কত শত শত নরনারী হাহাকার করিতেছে। ইহাঁদের কাছে কি বলিবে? সমুদয় লোককে এই কথা বলিতে হইবে;—'সচ্চরিত্র হও, আর ষড় রিপুর বশীভূত থাকিও না, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি রিপু সকল দেখ তোমাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে।' দুঃখী ভাইদের দুঃখিনী ভগিনীদের এই সহজ কথা বল, আর অন্য শাস্ত্র শুনাইবার প্রয়োজন নাই। বড় লোকদের জন্য স্কুল আছে, আবার কালেজ হইয়াছে; কিন্তু এই গরিব দুঃখী

চাষাদের জন্য কি আছে? ঈশ্বর কি ইহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না? তিনি কি বলিয়াছেন কেবল ধনী পণ্ডিতেরা স্বর্গে যাইবে? আর মূর্খ চাষা ভূষরা নরকে যাইবে? না! আমাদের দয়াময় ঈশ্বর এমন কথা বলিতে পারেন না, তিনি যে জগতের ঈশ্বর, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সাধু অসাধু সকলেই যে তাঁহার সমান আদরের ধন। সকলেই যে তাঁহার কাছে যাইবে, কাহাকেও তিনি ছাড়িতে পারেন না। অতএব দেখ ভ্রাতৃগণ! ধর্ম্ম অতি সরল, ইহা যেমন পণ্ডিতদিগের জন্য তেমনই চাষাদিগের জন্য। ধনী হও, দরিদ্র হও, মূর্খ হও, জ্ঞানী হও, সকলকেই ধার্ম্মিক হইতে হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার সময় স্বয়ং প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে এই ধর্ম্ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ভিতরে ভক্তিচক্ষু খুলে দেখ, ঈশ্বর কি লিখে দিয়াছেন। চক্ষু থাকে দেখ, কাণ থাকে শুন। ঈশ্বর সকল দেশে সকল কালে বলিয়াছেন, এখনও বলিতেছেন "সন্তান! সত্য কথা বল, মূর্খকে জ্ঞান দাও, দুঃখীর দুঃখ দূর কর, পাপীকে পুণ্যপথ দেখাও।" কার কাছে বলিতেছেন? আমার কাছে, তোমার কাছে, সকলের কাছে। যে তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছে তাহারই কাছে তিনি আসিতেছেন। সূর্য্য যদি আকাশ হইতে পড়িয়া গুঁড় হয়ে যায় এবং ব্রহ্মাণ্ড যদি এক দিনে চূর্ণ হয়, তথাপি এই ধর্ম্ম থাকিবে। ইহাকেই আমরা যথার্থ ধর্ম্ম বলি। কেহ কেহ বলিতেছে, দেশটী নষ্ট করিবার জন্য কতক গুলি

লোক ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছে। আমি বলিতেছি, না, না, না। যাতে দেশ রক্ষা পায়, নাস্তিকতা, পাপ ব্যভিচার চলে যায়, তাহারই জন্য আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা নূতন ধর্ম্ম নয়, এই ধর্ম্ম আজকে আবিষ্কার হয় নাই; ইহা মনুষ্য প্রকৃতির সেই পুরাতন ধর্ম্ম। সূর্য্য পুরাতন, চন্দ্র পুরাতন, তাহা বলে কি এখন আর তোমাদের আলোর প্রয়োজন নাই? ভ্রাতৃগণ! এই পুরাতন, পবিত্র ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। আর ভাই ষড়্‌রিপুর যন্ত্রণা সহ্য করো না। দেখ ঘরে ঘরে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিচ্ছেদ। সকলেই এক শরীরের অঙ্গ; কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে মিল নাই। এই বিচ্ছেদ, এই অমিলের কারণ কি তোমরা দেখিতেছ না? পাপ, ষড়্‌রিপুর অত্যাচার। তাই বার বার তোমাদের পায় ধরিয়া বলিতেছি, সচ্চরিত্র হও, কাম ক্রোধ দমন কর, সকলের সঙ্গে মিল কর। তোমাদের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান অধিক তাহারা মস্তিষ্ক হউক, যাহাদের বহু দর্শন তাহারা চক্ষু হউক, যাহারা অধিক কাজ করিতে পারে তাহারা হাত হউক, যাহারা অধিক চলিতে পারে তাহারা পা হউক। এই রূপে, সকলে মিলিয়া একটী শরীর হও, দেখিবে, ঈশ্বর এই শরীরের প্রাণ হইয়া তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন। আবার বলিতেছি, সেই পরম ধনকে ভুলিয়া রিপুর বশীভূত থাকিও না। যারা স্ত্রীলোক তাহাদের প্রতি কখনও অপবিত্র ভাবে দেখ্‌তে পারিবে না। (করতালি)। স্ত্রীলোককে অপবিত্র ভাবে দেখা মহাপাপ। সকলকে মা

ভগ্নীর মত দেখিবে, কার সাধ্য মা ভগ্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করে? ঈশ্বরকে দেখে চক্ষুকে পবিত্র করিয়া তাঁহার চারি-দিকে তাঁহার ছেলে মেয়েদের দেখ। অধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি এইরূপে তোমরা নর নারীকে পবিত্রভাবে দেখ, পরিবারের, সমাজের এবং জগতের কল্যাণ হইবে। যাঁহার নামের এ সকল পতাকা উড়িতেছে তিনি সত্য। নিরাকার হইয়াও তিনি আছেন। তিনি সত্য, বিশ্বাসনয়নে তাঁহাকে দেখ। তাঁহার দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিয়া দেখ। তাঁহার দয়াময় নাম করিয়া দেশ মাতাও। [এই সময় দুইটী সংকীর্ত্তন হইলে আচার্য্য মহাশয় আবার উঠিয়া বলিলেন] ,—

ভ্রাতৃগণ! গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় হইল, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার আসিতেছে। অনুগ্রহ করে আমার একটী কথা শুনিয়া যাও। ঈশ্বর আছেন, অবিশ্বাস করিও না, পাপাচারী হইও না, নাস্তিক হইও না। দিনের মধ্যে একবার তাঁহাকে ডাকিবে। ধন অর্জ্জন কর ক্ষতি নাই, বিষয় কর্ম্ম কর ক্ষতি নাই, জগতের কাজ কর ক্ষতি নাই; কিন্তু দিনের মধ্যে একবার ঈশ্বরকে ডেক। বলো না সময় নাই। সমস্ত দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট সময়ও আছে। একবার দিনান্তে তাঁহার নাম করিলে কিছু ক্ষতি হইবে না; ধনের ক্ষতি, কার্য্যের ক্ষতি, কোন ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি অনুগ্রহ করে এই কথাটী গ্রহণ কর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার অন্ততঃ ঈশ্বর বলে, দয়াময় বলে ডেক। তোমাদের

মঙ্গল হবে; পরিবারের মঙ্গল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। আজ এখানে অনেক সুশিক্ষিত লোক দেখিতেছি। ভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি এরূপ কর, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখে দেশের সকল লোকে ক্রমে ঐরূপ করিবে। তোমরা পাঁচ জন পাঁচ ঘরে ঈশ্বরের নাম কর, ক্রমে পাঁচ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার হইতে পাঁচ লক্ষ লোক তাঁহারি নাম করিবে, ক্রমে সমস্ত দেশে ঐ নাম ছড়াইয়া পড়িবে। চারি-দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ব্রহ্মের অগ্নি, ধর্ম্মের অগ্নি, ভক্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। যেমন দাবানলে এখানে একটু অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ওখানে একটু জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সমস্ত বন জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সমুদয় আগুনে পুড়িয়া গেল, কিছুই রহিল না; তেমনি এখানে এক জন, ওখানে এক জন, এ বাড়ীতে এক জন ও বাড়ীতে এক জন ঈশ্বরকে ডাকিলেন। ক্রমে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে সেই নামের আগুন বিস্তার হইয়া পড়িল। দেশের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইল, যত অধর্ম্ম যত কষ্ট দুঃখ সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। তোমরা ভাল হইলেই দেশ ভাল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। শুনিতে কি পাইতেছ না চারিদিকে দেশের দুঃখী ভাইগণ দুঃখিনী ভগ্নীগণ জ্ঞান বিনা ধর্ম্ম বিনা রোদন করি-তেছে? তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিয়া তোমাদের কি প্রাণ ব্যাকুল হয় না? ভাল জিনিষ আপনি খাইলে বন্ধু বান্ধবদিগকে ডাকিয়া তাহা খাওয়াইতে হয়, তোমরা যদি জ্ঞান পাইয়া থাক

তোমাদের যে সকল ভাই ভগিনীরা তাহা পান নাই তাঁহা-দিগকে তাহা বিলাইতে হইবে। আপনারা যদি ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া থাক যাঁহারা এখনও অধর্ম্মে ডুবিয়া আছেন তাঁহারা যাহাতে সেই ধর্ম্ম পাইতে পারেন প্রাণপণ যত্ন করিবে। আপনারা যদি দয়াময়ের নামামৃত পান করিয়া থাক যাঁহারা সেই অমৃত পান নাই তাঁহাদিগকে তাহা বিলাইতে হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! যে জ্ঞান পাইয়াছ তাহা ভাই ভগিনীদের নিকট বিলাও, যে ধর্ম্ম পাইয়াছ তাহা কেবল আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিও না, যে নামামৃত আপনারা পান করিয়াছ সমুদয় ভাই ভগিনীদের তাহা বিলাও। জগতের দুঃখ দূর হইবে। দয়াময়ের নামে সকলকে মাতাও। বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', বল 'সত্যমেব জয়তে' 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'। দয়াময়েব জয় হউক!

ত্রয়োশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্যস্ত ঈশ্বর।

১১ মাঘ, ১৭৯৫ শক।

ব্যস্ত ঈশ্বরের কথা তোমরা কি শুনিয়াছ? ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃজন করেন, তাহাকে রক্ষা করেন ইহা সকলেই স্বীকার করে; কিন্তু ঈশ্বর দিন রাত্রি তাহার পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত, ইহা কি তোমরা দেখিতে পাও? ঈশ্বরের উৎসব যে কত

আনন্দের ব্যাপার আজ তাহা আমরা সম্ভোগ করিব। বন্ধুগণ! আজ ঈশ্বর কিসের জন্য ব্যস্ত? পাপী জগৎকে নিমন্ত্রণ করিবেন এই জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন, সকলের ঘরে যাইতেছেন, সকলকে ডাকিতেছেন, সকলের জন্য ভাবিতেছেন, প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। পাপীজগৎকে বাঁচাইবেন, দুঃখীজগৎকে সুখী করিবেন, ইহা ভিন্ন কি তাঁহার অন্য কোন কাজ আছে? সন্তানদিগের দুঃখ পাপ দূর করা ভিন্ন তাঁহার কি অন্য ভার লইতে ইচ্ছা হয়? আর কাহার সাধ্য এই ভার গ্রহণ করে? এত বড় ভার আর কি আছে? আর কেহ পারে না, এই জন্যই তিনি স্বয়ং সকল পাপীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে প্রকারে পারেন পাপীকে উদ্ধার করিতেই হইবে, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। দুরন্ত পাপী তাঁহার বশীভূত হয় না, তাঁহার দয়ায় নির্ভর করে না, বারম্বার তাঁহাকে সন্দেহ করে; যতবার পাপী তাঁহাকে অবিশ্বাস করিল ততবার তিনি তাহাকে বুঝাইলেন; আবার পাপী অবিশ্বাসী হইল, আবার তাহার মন ফিরাইয়া দিলেন। এইরূপে গুরু হইয়া ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, দেশে দেশে, তিনি সকলকে এবং প্রত্যেককে বুঝাইতেছেন। কিন্তু কেবল বুঝাইলে কি হইবে? বুঝাইলেই কি লোক পরিত্রাণ পায়? ঈশ্বর দেখিলেন, পাপী বুঝিল; কিন্তু যাহা বুঝিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার বল নাই। গুরু বলিলেন, ভক্ত হও, জিতেন্দ্রিয় হও, কিন্তু পাপী জগৎ বলিল,

আমাদের বল নাই। কেবল উপদেশ শুনিলে জগতের পরিত্রাণ হয় না। কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর পরিত্রাণ লাভ করিবে, ঔষধ সেবন কর রোগ দূর হইবে, কেবল এইরূপ সাধারণ উপদেশ দান করিলে জগতের পরিত্রাণ হয় না। বিশেষ বিশেষ রোগের অবস্থায় রোগীরা এইরূপ সাধারণ ঔষধ গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে পারে না। সেই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিধান এবং চিকিৎসকের সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকা আবশ্যক। আমাদের আত্মা বিশেষ বিশেষ মহা রোগে রুগ্ন। যদি আমাদের পরম চিকিৎসক নিকটে থাকিয়া রোগ প্রতী-কার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা না করেন তবে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্রাম নাই, কিসে অমুক দেশের অমুক দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে, কিসে অমুক নগরের অমুক পাপীর পাপ দূর হইবে, ইহাই তাঁহার নিত্য চিন্তা। কোথায় কে নরকে ডুবিল, কোথায় কে অসহায় হইল, কে কখন শ্মশানে গিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে, দিবা রাত্রি তিনি কেবল এই সকলই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। পিতার ঘরে গিয়া দেখ, তাঁহার কাছে সমস্ত দিন কেবলই এই সকল সংবাদ আসিতেছে। কোন্ স্বামী স্ত্রীকে নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কোন্ পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে পাপকূপে নিঃক্ষেপ করিতেছে, আমাদের স্বর্গের পিতার কাছে সর্ব্বদাই এই সকল সমাচার আসিতেছে। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ দিক্ হইতে তাঁহার কর্ণে রোগ, শোক এবং পাপতাপের

আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। কিছুতেই তাঁহার ক্লান্তি নাই, তিনি বলিতেছেন আরও বল। এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা এমন অগাধ প্রেম আর কোথায় দেখিবে? পাপীদিগের ক্রন্দন শুনিবার জন্য তিনি ব্যস্ত; কিন্তু তিনি কখনও অধীর নহেন। এখন যেমন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তিনি এইরূপ গম্ভীর, প্রশান্ত এবং অচঞ্চল থাকিবেন। তাঁহার কি রাত্রে নিদ্রা আছে, যে তিনি পাপীর ক্রন্দন শুনিবেন না? যখন দুইটার সময় ঘোর রজনী, চারিদিকে নিস্তব্ধ, কোথাও জনমানব নাই, তখন এক জন পাপবিকারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, "প্রাণেশ্বর রক্ষা কর, প্রাণেশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাহার খেদোক্তি স্বর্গে উঠিল। পাপীর ক্রন্দন ধ্বনি পিতার কর্ণে পৌছিল। এইরূপ একটী নহে, কিন্তু অসংখ্য অগণ্য পাপীর ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার কর্ণে উঠিতেছে। কে আত্মহত্যা করিল, কে কোন্ পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইল, পিতার ঘরে দিবা রাত্রি এ সমুদয় সংবাদ আসিতেছে। তিনি কি সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত? না কেবল ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন? তিনি স্বয়ং কাছে থাকিয়া যদি স্বহস্তে পাপীর মুখে ঔষধ তুলিয়া না দেন, তবে পাপী মরিল, পাপ-ব্যাধি লইয়া পরলোকে চলিল। এই যে বঙ্গদেশে তোমরা কতকগুলি ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে প্রতিদিন কাঁদিতেছ, প্রতিদিন তাঁহার স্তব স্তুতি এবং তাঁহার প্রার্থনা করিতেছ, তাহা কি এই জন্য নহে যে ঈশ্বর সর্ব্বদাই নিকটস্থ সহায়

হইয়া তোমাদিগকে অগ্রসর করিবেন? তোমরা কি বুঝিতে পার নাই যে স্বর্গের চিকিৎসক প্রতিদিন তোমাদেব কাছে থাকিয়া ঔষধ না দিলে তোমাদের পরিত্রাণ নাই? কি জন্য আমরা উদ্যানে, পর্ব্বতে, মন্দিরে, পরিবারমধ্যে সকল স্থানে তাঁহাকে ডাকি? এই জন্য যে, সর্ব্বত্র এবং সমস্ত দিন দয়াময়ের কাছে পড়িয়া না থাকিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। ইহারই জন্য জগতের কোটি কোটি লোক তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। আমাদের ঈশ্বরের হাতে তবে কত কার্য্য! যত দিতেছেন, ততই ভিখারীরা বলিতেছে আরও দাও। এই উৎসবের দিন আজ তিনি কি কার্য্য করিতেছেন ভাবিয়া দেখ দেখি! আজ প্রাতঃকালে কি তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়া সকলকে জাগাইয়া দেন নাই? তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়া বল নাই, এ ব্যক্তি কে যিনি আমাদিগকে প্রত্যূষে তুলিয়া এক স্থানে লইয়া যাইতেছেন? ঈশ্বর তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন, তাঁহার কথা কি তোমরা শুন নাই? "সন্তানগণ, আমার নিকটে এস" এ কথা কাহার কথা তাহা কি তোমরা জান না? বিষয়ীরা যেমন যত্নপূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করে, আমরাও তেমনি যত্নপূর্ব্বক পাপ সঞ্চয় করিলাম। আমাদের অনিত্য সুখের পাত্র, পাপের পাত্র এখনও পূর্ণ হয় নাই, আমরা আরও অপবিত্র আমোদ চাই। ঈশ্বরের কথা অবহেলা করিলাম, তাঁহাকে বলিলাম, আর একটু পাপের সুখ ভোগ করিতে দাও, এমন সুখের সময় আমাদিগকে ব্যস্ত

কারও না। তিনি হৃদয়দ্বারে দাঁড়াইয়া, আমাদের প্রেম ভিক্ষা করিলেন, আমরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলাম ; কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন ? এক দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিলাম, আর এক দ্বার দিয়া আসিয়া তিনি ভিখারী হইয়া দেখা দিলেন। এক দ্বার হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিই, দেখি আর এক দ্বারে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তিনি আমাদের প্রেম ভিক্ষা করেন, এই জন্যই তিনি সকল দিক্ হইতেই আসিয়া দেখা দিতেছেন। কিন্তু জঘন্য নিষ্ঠুর-হৃদয় আমরা, আমরা কি না তাঁহাকে বলিলাম, "দূর হও প্রাণেশ্বর!" মহাপাতকী আমরা পিতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলাম। ঈশ্বর বলিলেন, এত প্রাণপণ যত্ন করিয়া আমি যাহাদের মঙ্গল সাধন করিলাম, তাহারা কি না কঠোর প্রাণ হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল ? কিন্তু নির্ব্বোধ সন্তান কটু কথা বলিয়াছে বলিয়া কি আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি ? পাপীকে যদি আমি উদ্ধার না করি, তবে তাহার গতি কি হইবে ? না, পাপীকে আমি ছাড়িতে পারি না ; এ সকল দুঃখী পাপীরা যদি স্বর্গে না যায় তবে স্বর্গরাজ্যে যাবে কে ? এমন প্রেমময় পিতাকে আমরা বারম্বার বাহির করিয়া দিলাম ; কিন্তু তিনি ক্রমাগত এক দ্বার হইতে বাহির হইয়া আবার অন্য দ্বার দিয়া আসিলেন, সে দ্বার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আবার তৃতীয় দ্বারে আসিলেন, তৃতীয় দ্বার হইতে দূর করিয়া দিলাম, আবার চতুর্থ দ্বার দিয়া আসিলেন।

যে কোন মতে হউক পাপীকে ধরিতেই হইবে এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। স্বামীকে ধরিতে পারিলেন না, স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো মেয়ে! আমি অনেক চেষ্টা করিলাম, তোমার স্বামীকে পাইলাম না, আমার হইয়া তুমি তাঁহাকে দুটী কথা বল।" স্ত্রীকে ধরিতে গেলেন, স্ত্রী ধরা দিল না। তাহার স্বামীকে বলিলেন, "পুত্র! আমার হইয়া তোমার স্ত্রীকে দুটী কথা বল।" ফুলের মত কোমল স্ত্রীর হৃদয়; কিন্তু তাহাও ঈশ্বরের কথায় গলিল না, পাপে উন্মত্ত থাকিয়া পাথরের মত রহিল। পিতা মাতাকে ধরিতে গেলেন, তাহাদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহারা ঈশ্বরের হইল না, অবশেষে পরাস্ত হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র সন্তানদের কাছে গিয়া বলিলেন, "ওগো ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা! তোমরা আমার হইয়া তোমাদের মা বাপকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দাও, যে এখন তাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যৌবন ফুরাইয়াছে, মৃত্যু নিকটে আসিতেছে, এখন পবিত্র না হইলে সেই পাপ মন লইয়া পরলোকে যাইতে হইবে। স্বামী স্ত্রী পিতা মাতা কেহই ঈশ্বরের কথা শুনিল না। কিন্তু তবুও ঈশ্বর ছাড়িলেন না, তিনি নিজে আসিয়া তাহাদের মধ্যে বসিলেন, স্বয়ং তাহাদের পরিবার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি দুরন্ত মনুষ্যেরা প্রতিজ্ঞা করিল আমরা ঈশ্বরকে দেখিব না। ঈশ্বরও প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুঃখী সন্তানদিগকে আমি দেখা দিবই দিব। আজ ১১ই মাঘের দিন পিতা কি জন্য

আমাদের নিকট আসিয়াছেন? কেন আজ এখানে নগরের পাপীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন? আমাদের সংসারে যদি কোন কায হয়, পাড়ায় পাড়ায় গিয়া বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করি; কিন্তু শত্রুকে কি আমরা নিমন্ত্রণ করি? দয়াময় ঈশ্বর আজ কি করিলেন? হায় দয়াময়! তোমার এমনই আশ্চর্য্য দয়ার স্বভাব, তুমি কিনা আজ তোমার নিতান্ত জঘন্য মহা শত্রুদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলে। তোমার দয়া দেখিয়া শত্রুরা অবাক্ হইয়া বলিল, কে তুমি? তুমি আমাদের মত পাপীকে এত ভালবাস, ইহাত জানিতাম না। আমরা যে তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, পাপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া, ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ কেন আবার তুমি নিজে আসিয়া এই মহা শত্রুদিগকে ডাকিতেছ? আজ ঈশ্বরের ব্যবহার দেখিয়া পাপী জগৎ অবাক্ হইল। পাপীরা আবার বলিল, ঈশ্বর! আমরা যে তোমার মহাশত্রু, আমাদিগকে তুমি কেন ডাকিতেছ? আজ আনন্দের দিন, তোমার উৎসবের দিন, সাধুদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাও, আমরা যে তোমার কুপুত্র, ঘোর পাতকী, আমরা কি উৎসবের উপযুক্ত? পাপীদের এ সকল কথা শুনিয়া, দয়াল পিতা তাহাদিগকে আরও মধুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, আরও গাঢ়তররূপে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। পিতার ব্যবহার দেখিয়া দুঃখী পাপীরা কাঁদিতে লাগিল। পাপীরা মনে করিয়াছিল, আমাদের কাছে বুঝি কেহ ভুলে

নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া গিয়া থাকিবে, কিন্তু আর তাহারা সন্দেহ করিতে পারিল না, তাহারা দেখিল যাঁর কার্য্য তিনি আপনি তাহাদের নিকট আসিয়াছেন, তাঁহারত নীচতা বোধ নাই। পৃথিবীতে যাহারা বড় লোক তাহারা লোক পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করে; কিন্তু আমাদের স্বর্গের পিতা যিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর তিনি স্বয়ং প্রত্যেক পাপীর ঘরে আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাপী বলিল, করুণাসিন্ধু! আর বলিতে পারি না, আমার সকল কথা ফুরাইল, আর তোমার অবাধ্য হইব না, চল যেখানে তোমার ইচ্ছা লইয়া যাও। যাহারা বলিল, আমরা ছেঁড়া কাপড় লইয়া কেমন করে তোমার কার্য্যে যাইব, কেমন করিয়া এই দগ্ধ মুখ সেখানে দেখাইব; দয়াময় বলিলেন, আমি যে তোমাদিগকে ছাড়িব না, তোমাদিগকে না লইয়া আমি কেমন করে ফিরিয়া যাইব? আজ যে পিতা অনেক ধন এই ব্রহ্মমন্দিরে বিতরণ করিবেন, কেমন করিয়া তিনি পাপীকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন? আজ মহাপাতকীরা স্বর্গের অন্ন খাইবে, এই কথা শুনিয়া দেখ নগরের চারিদিক্ হইতে কাহারা দৌড়িতেছে, কে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছেন? পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে গিয়া পাপীগুলিকে ধরিয়া আনিলেন। কি জন্য আনিলেন তাহা কি তোমরা জান? নিজের চেষ্টায় তোমরা এখানে এস নাই। তোমরা আরও পাপ করিবে এই তোমাদের পরামর্শ ছিল; কিন্তু এখন পিতার জয় হইল কি না

বল দেখি ? না, না, না, তোমাদের দুর্ম্মতি জয় লাভ করিতে পারিল না। ঈশ্বরের শেষ রক্ষা হইল। তোমরা বলিয়াছিলে এই অপ্রেম, অনাবৃষ্টির সময় পাষাণ হইতে জল পড়িবে না ; কিন্তু বল দেখি ভক্তবৎসল আজ আসিয়াছেন কি না ? প্রেমের জয় হইল কি না ? জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, বলিয়া আজ শত শত পাপী কি জন্য কাঁদিতেছে ? কি জন্য আজ এমন উন্মত্ত হইয়া বারম্বার ব্রহ্মকৃপার জয়ধ্বনি করিতেছে ? ঐ শুন প্রেমময় বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের কাছে আসিলাম কি জন্য জান ? তোমাদিগকে লইয়া একটা দাস দাসীর পরিবার করিব, অনেক দিন তোমরা নিজে প্রভু হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছ, এখন তোমাদের প্রত্যেককে আমার এক এক একটী কার্য্যভার দিব, আমার সেবা করিয়া তোমরা সুখী হইবে।" আর আমরা অহঙ্কারী, অবিনয়ী থাকিব না। দীননাথ, স্বর্গের দয়াল প্রভু আমাদিগকে নানা স্থান হইতে অনেক দয়া করিয়া ডাকিয়া আনিলেন ; এত কাল তাঁহাকে প্রভু বলি নাই, বিনয়ী হইয়া তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করি নাই, দীনবন্ধু আমাদিগকে ক্ষমা করুন। ভাই ভগ্নী! বিনীত ভাবে বলিতেছি, যদি আমার অহঙ্কারে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করিবে না ? পৃথিবীতে এক জন তোমাদের চাকর জন্মিয়াছিল যদি তাকে তোমরা না রাখ তবে যে তার নরক। তোমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারিলেই তাহার স্বর্গ। এই

নেও আমার মস্তক, ইহাতে তোমাদের পদ ধূলি দাও। ঐ ধূলি আমার শিরোভূষণ, ঐ ধূলি আমার চক্ষুর অঞ্জন। যাহাকে দয়া করিয়া তোমরা বেদীতে স্থান দিয়াছ সে যদি পাষণ্ড অহঙ্কারী হইয়া তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে তাহাকে দূর করিয়া দাও; কিন্তু সে যদি আচার্য্য হইয়া বিনীত ভাবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতার কথা বলিয়া থাকে তোমাদের চরণ ধরিয়া ব'লি, তাহার কথা অগ্রাহ্য করিও না। কেন না, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া সে তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছে তাহাতে যে তোমাদের পরিত্রাণ। এবং ঈশ্বরের কথা শুনাইয়া সে যদি তোমাদের সেবা করিতে না পারে তবে যে সে মরিবে। তোমাদের চাকর করিয়া ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইলেন, তোমরা যদি দয়া করিয়া তাহাকে দাসত্ব করিতে না দাও, তবে যে তাহার গতি নাই। প্রাণের ভাই ভগ্নীগণ! এই প্রকারে যদি তোমরা আমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি সদয় হইয়া পরস্পরের দাসত্ব গ্রহণ না কর, তবে যে আর কাহারও নিস্তার নাই। "প্রভুত্ব!" তুমি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূর হও, তুমিই অহঙ্কারের অগ্নি জ্বালিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ছারখার করিয়াছ। প্রভুত্বে বিনাশ, দাসত্বেই পরিত্রাণ। "বিনয়!" তুমি স্বর্গ হইতে আসিয়া পৃথিবীকে স্বর্গের মত কর। "বিনয়!" তুমি শীঘ্র এস, ব্রাহ্ম-সমাজে তোমার বড় প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি আসিয়া আমাদের মধ্যে স্বর্গের কুশল শান্তি বিস্তার কর, তুমি

আমাদের হৃদয়ের ভূষণ হও। পৃথিবীতে এমন দুরন্ত কে আছে যে তোমার কথা শুনিয়া পরের দাসত্ব করিতে না চাহে? ঈশ্বর বলিতেছেন, বিনয়ী না হইলে এবার কাহাকেও তাঁহার ঘরে যাইতে দিবেন না। যাই একটী অহঙ্কারী তাঁহার দ্বারে যাইবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ হইবে। যখনই অহঙ্কার তখনই পতন। তবে কেন বন্ধুগণ! আর এই দুরন্ত অহঙ্কারকে অন্তরে পোষণ কর। হে বিনয়ীদিগের রাজা, দীননাথ, প্রেমময় ঈশ্বর। তোমার পূজা ব্রাহ্মসমাজে হউক। সাধু, রাজাদের প্রভু বলিয়া ঈশ্বরেব তত মহিমা নহে, যত দীন দুঃখী বিনয়ীদিগের বন্ধু বলিয়া তাঁহার সম্মান। ভাইগণ, ভগ্নীগণ! অতএব আর বিলম্ব করিও না, বিনয়ীদিগের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। পরস্পবের দাস দাসী হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপরিবারের শোভা বর্দ্ধন কর। বিনয়ীদের রাজা আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অধিকাব করুন!

ধ্যান।

ধ্যানেচ্ছু সাধকগণ! একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে আত্মা সমাধান কর। "আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি—।" (এই সঙ্গীত হইল) পূর্ব্বকালে ঋষিরা ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন। ধ্যান না করিলে ঈশ্বরকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানি, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাকে

নিকটে দেখি, ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরকে হৃদয়ে সম্ভোগ করিবার জন্য প্রাচীনেরা নির্জ্জনে যাইয়া তাঁহাকে আত্মা সমাধান করিতেন। দেখ, প্রেমময় আমাদের নিকটে, অথচ আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি না। যতক্ষণ না তিনি হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দ্বারা অধিকৃত হন তত-ক্ষণ কিরূপে তাঁহার সহবাসের সুখ সম্ভোগ করিব? ধ্যান দ্বারা দূর নিকট হয়, সেই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের দেবতা আমা-দের প্রাণস্থ হন। প্রেমময়ের ধ্যান শুষ্ক নহে। প্রেম ভক্তির সহিত তাঁহাকে ধারণ কর, ধ্যান সরস, মধুর এবং মুক্তিপ্রদ হইবে। যাঁহার স্নেহেতে আমরা বাঁচিতেছি, তিনি আমাদের দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, এবং অন্তরে প্রাণের মধ্যে জীবিতেশ্বর হইয়া বর্ত্তমান। এই আকাশ শূন্য নহে। ইহার মধ্যে আমাদের সেই প্রাণপূর্ণ ঈশ্বর বাস করিতেছেন, প্রেম-চক্ষু খুলিয়া দেখ, তিনি নিকটে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি কেহ এক নিমেষ বাঁচিতে পারে? যত লোক, যত বস্তু দেখিতেছ সকলই তাঁহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সমু-দায় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত। যে দিকে চাও সেই দিকেই ব্রহ্মের ব্যাপ্তি। জ্যোতির্ম্ময় তিনি; কিন্তু তিনি বাহিরের জ্যোতি নহেন। হৃদয়ের ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই দয়াময় রহিয়াছেন। প্রাণের মধ্যে অতি নিগূঢ় ভাবে তিনি স্থিতি করিতেছেন, সেই গূঢ়তম স্থানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, সেই গোপন স্থানে তাঁহার ধ্যান কর, সেখানে

বিবাদ নাই, কোলাহল নাই, বাহিরের বিড়ম্বনা নাই। বাহিরে তিনি, চারিদিকে তিনি, অন্তরেও তিনি। শরীর-মন্দির, বিশ্বমন্দির, হৃদয়মন্দির সকলই তাঁহার গম্ভীর সত্তাতে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং সকল শক্তির জীবিকা এবং মূলাধার বলিয়া উপলব্ধি কর। তিনি হৃদয়ের বস্ত্র, প্রাণের আরাম, নয়নের ভূষণ এবং চক্ষুর অঞ্জন। যতই তাঁহাকে দেখিবে ততই আত্মা প্রেমের সাগরে, এবং পুণ্য শান্তির সমুদ্রে ডুবিবে। ধন্য তিনি যিনি তাঁহার ক্রোড়ে আত্মাকে সংস্থাপিত রাখিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে আমরা প্রাণী, তাঁহার বলে আমরা বলী, তাঁহার গুণে আমরা গুণী। তাঁহার ভিন্ন আমাদের কি আছে? কেবল পাপ অন্ধকার, দুঃখ, অশান্তি। এস বন্ধুগণ! সংসার ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাই। এখানকার মায়া মমতা এখানে পড়িয়া থাক্। যাহা এ সংসার এবং নয়নের অতীত, যেখানে স্বর্গের পিতা একাকী বসিয়া আছেন, চল সেখানে যাই; সেখানে প্রাণেশ্বর আমাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করি-তেছেন। বাহিরের প্রলোভন, কোলাহল সেখানে যাইতে পারে না। পৃথিবীর সকল কামনা বাসনা নিঃক্ষেপ করিয়া, বহির্বিষয়ের সকল মমতা পরিত্যাগ করিয়া এস একাকী তাঁহার নিকট বসি। কৃপাসিন্ধু একটী বার আমাদিগকে দেখা দিন্। এস তাঁহাকে প্রাণমন্দিরে দেখি। প্রাণস্বরূপ, চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমজ্যোৎস্না বিকীর্ণ

করুন! তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রত্যেকের দেহ মন পবিত্র করুন!

দীক্ষা।

তোমাদিগকে দয়াময় ঈশ্বর আহ্বান্ করিয়া এই নূতন রাজ্যে উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি সেই হস্ত দেখিতেছ যাহা তোমাদিগকে ধরিয়াছে? তোমরা কি সেই চক্ষু দেখিতেছ, যাহার প্রেমজ্যোতি তোমাদের উপর পড়িয়াছে? তাঁহাকে ভালরূপে ধারণ কর, তাঁহার সাহায্য. বিনা বিঘ্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে এমন সাধু কেহ নাই। এই রিপুময় সংসারে ঈশ্বরই আমাদের এক মাত্র সহায়। তাঁহার প্রেমচক্ষু স্বচক্ষে দেখিলে কিছুরই ভাবনা থাকিবে না। আজ যাহা তোমরা এখানে স্বচক্ষে দেখিলে, এবং স্বকর্ণে শুনিলে, তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, মৃত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, এ সকল তোমরা অন্য দেশে দেখিবে না। আজ যাহা দেখিলে ইহার ছবি তোমরা হৃদয়ে চিত্র করিয়া লইয়া যাও। যখন ঘোর শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে তখন অদ্যকার কথা স্মরণ করিও, এবং কাতর প্রাণে দয়াময়ের শরণাপন্ন হইও, দয়াময়ের শরণাপন্ন হইও। দয়াময়ের এত দয়া যে তিনি

মহাপাপীকেও স্বয়ং হাতে ধরিয়া রক্ষা করেন। তাঁহার কৃপার যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ তাহাতে কি আর সন্দেহ তর্ক করিতে পার? যখন পরীক্ষার অগ্নি তোমাদের চারি দিকে জ্বলিবে, তখন তাঁহার এই কৃপাই এক মাত্র সম্বল। তোমাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তিনি ভক্তি বিধান করিলেন, তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া তোমরা জীবন সার্থক কর। সংসারে ঈশ্বর এবং রিপুদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই সংগ্রাম চলিতেছে, সেখানে সেনাপতির আজ্ঞা বিনা তোমরা কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। দক্ষিণ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া সমুদয় রিপুকুল বিনাশ করিবে। বাহিরে আমাদের কত শত্রু, আবার ভিতরে মনের মধ্যে শত্রুরা ঘর বাঁধিয়া রহিয়াছে। সেই ভিতরের দুরন্ত শত্রুদিগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঁচিতে পার সেই জন্য বিশ্বাসপূর্ব্বক দয়াময় ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহাকে ভালরূপে হৃদয়ে স্থান দাও, তোমাদিগকে কোন শত্রু আক্রমণ করিতে পারিবে না। তাঁহার নামরূপ বর্ম্ম পরিধান কর। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তোমরা রণক্ষেত্রে অবতরণ কর, তোমাদের সকল শত্রু পরাস্ত হইবে। ব্রহ্ম নামের জয় ধ্বনিতে গগণ মেদিনী কম্পিত হয়। এক দিকে যোদ্ধা হইয়া যেমন শত্রু সকল বিনাশ করিবে, তেমনি অন্যদিকে বিনীত দাস হইয়া ঈশ্বরের এবং তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিবে। কে তোমাদের প্রভু? আজ

ভালরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লও। সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, আর স্বার্থপর হইয়া জীবন ধারণ করিও না। অহঙ্কারী মস্তককে অবনত কর, এই তোমাদের চারি দিকে ভ্রাতা ভগিনীরা বসিয়া আছেন। কোন ভাই কিম্বা কোন ভগ্নী যদি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তজ্জন্য তোমরা দায়ী। এই শরীর কিসের জন্য? দয়াময়ের পদ সেবা করিয়া ইহাকে পবিত্র কর। দাস হইয়া চিরকাল জগতের সেবা কর। অবশেষে স্বর্গীয় প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইবে। নাম ধরিয়া তিনি তোমাদিগকে ডাকিলেন আর তাঁহার অবাধ্য হইও না। তোমাদিগকে যে কার্য্য করিতে ডাকিলেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন কর, যুদ্ধের শেষ হইবে। যে দিন দাসত্বের পুরস্কার লাভ করিবে সে দিন কেমন সুখের দিন। ব্রাহ্ম হইয়াছ কেন তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? সুখধামে লইয়া যাইবেন এই জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন। ঐ দেখ পথ শেষ হইয়া আসিতেছে, নিকটে কেমন সুন্দর একটী নিকেতন দেখা যাইতেছে, সেখানে প্রেম ভক্তিপুষ্প সকল ফুটিয়াছে, সমস্ত গৃহ গন্ধে আমোদিত। ভ্রাতৃগণ! এ ঘর ঈশ্বর তোমাদের জন্য নির্ম্মাণ করিতেছেন; এ ঘরে গিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিলেই পরিত্রাণ। ইহারই নাম শান্তিনিকেতন, এখানে আসিলে মহাপাপী পবিত্র হয়, নিঃসম্বল সম্বল লাভ করে। ঈশ্বর যাহাকে সুখী করেন সেই এই সংসারে সুখী।

দয়াময় যখন সুখ দিবেন, তখন ভক্তিভাবে সেই সুখ গ্রহণ করিবে এই তোমাদের নিকট বিনীত নিবেদন।

অদ্য সমস্ত দিন আমরা দয়াময়ের করুণা সম্ভোগ করিলাম। তাঁহার দয়া আজ প্রাতঃকাল হইতে আমাদের পরিত্রাণের জন্য নূতন নূতন আকর্ষী শক্তি প্রকাশ করিল। তাঁহার প্রেম আজ নবীন ভাবে আমাদের হৃদয় প্রাণ মোহিত করিল। দেখিলেত বন্ধুগণ! ব্রাহ্মসমাজের জীবন কত আছে। ব্রহ্মোৎসব বৎসরের পর বৎসর কেমন আমাদের আশা বৃদ্ধি করিতেছে। এই কয়েক দিন কি হইল তোমরাত স্বচক্ষে দেখিলে? মধুময় দয়াল নামের কত মহিমা! যে সকল ব্যাপার দেখিলাম এ সমুদয় কি মিথ্যা? এ সকল কি কল্পনা জ্ঞান করিব? ঈশ্বর আছেন, এই ঘরে বসিয়াই তিনি অনেক ব্যাপার দেখাইলেন। তাঁহার বর্ত্তমানতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আর কি প্রয়োজন? ডাকিবার জন্য তিনি আসিয়া আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যে বাস করিতেছেন, সঙ্গীত আরম্ভ করিতে না করিতে তাঁহার স্পর্শে হৃদয়ের প্রেম উথলিয়া পড়ে। তোমরা কি দেখিতেছ না, আমাদের প্রত্যেকের উপরে কেমন উদার ভাবে তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রসারিত হইয়াছে? সকলের মুখে সেই প্রেমসিন্ধু বসিয়া আছেন। এ সকল কথা যদি ভ্রম হয় তবে সমস্ত সাধন লইয়া নদী জলে নিঃক্ষেপ কর। এ সকল দেখিয়া এখনও যদি ভবিষ্যতে পাপ করিবার বাসনা থাকে তবে আর মনুষ্যের

পরিত্রাণ নাই। প্রেমসিন্ধু, যদি ব্রাহ্মেরা তোমাকে দেখিয়াও তোমার প্রেমে মুগ্ধ না হইল তুমি তবে প্রেমসিন্ধু নহ। তোমার প্রেমে মরুভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হইল, পাষাণ গলিল, পাপী পরিত্রাণ পাইল; কিন্তু ব্রাহ্মেরা এত দেখিয়া শুনিয়াও কি প্রবঞ্চক থাকিবে? ব্রাহ্মগণ, জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, প্রেমময় কি করিতেছেন তোমরা কি দেখিতেছ না? কোথায় তোমাদের চক্ষু? কোথায় তোমাদের কর্ণ? কোথায় তোমাদের হৃদয়? ঈশ্বরের কার্য্য দেখিয়া কি তোমরা অবাক্ হও নাই? এত আনন্দের ব্যাপার কি কেহ মুখে ব্যক্ত করিতে পারে? ইহা কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়। আজ কত মহাপাপী স্বর্গের জলে প্লাবিত হইল। অন্ধ পাপীরা স্বর্গ দেখিয়া বিমোহিত হইল। ভাই, ভগ্নী, এ সকল দেখিয়া আর কি পিতার ঘর ছাড়িতে ইচ্ছা হয়? ইচ্ছা কি হয় না, যদি মরিতে হয়, এই ঘরেই মরিব? এই ঘরে পিতার কত প্রেম বর্ষণ হইল, বন্ধুগণ, এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না। পিতার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেই সংসারে যাইতেই হইবে। এই শুভক্ষণে ক্রমাগত তাঁহাকে প্রণাম কর, তাঁহা হইতে পুণ্যবল ভিক্ষা করিয়া লও, আর যেন সেই দুর্জ্জয় রিপু সকল তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। দয়াময়ের নামে বঙ্গদেশে এবং ভারতের চারিদিকে ভক্তির ঢেউ উঠিতে লাগিল। এই না ব্রাহ্মসমাজের শত্রুরা বলিয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে না? চারিদিকে এখন কাহার নামের

জয় ধ্বনি উঠিতেছে? দেখ আজ কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় সিন্ধু, কোথায় পঞ্জাব, নানা স্থান হইতে ভারতের সন্তানেরা আসিয়া ব্রাহ্মপরিবার ভুক্ত হইলেন। আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ে অবিশ্বাস করিও না। এমন সুসময় গেলে আর কি আসিবে? প্রেমময় ঈশ্বর কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। আজ এ ঘরে যাহা শুনিলে পৃথিবীর কোন্ স্থানে কে সমস্ত দিন এমন কথা শুনিতে পায়? ঘরে গিয়া কি দেখাইতে পারিবে না কত রত্ন আজ ঈশ্বর তোমাদের হস্তে দিলেন? এতগুলি প্রাণের ভাই ভগ্নী আজ ভক্তি প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হইয়া পরস্পরকে কেমন সুখী করিলেন। স্বর্গরাজ্যের শোভা কি আজ দেখ নাই? যদি ইহা স্বপ্ন হয় ইহাকেও বিদায় দিতে পারি না। বন্ধুগণ! প্রাণের ভাই ভগ্নীগণ! আজ তোমাদিগকেও বিদায় দিতে পারি না। আজ বিদায়ের কথা শুনিব না। প্রাণের ভিতর যদি আজ পরস্পরকে স্থান দিয়া থাক আর বিচ্ছেদ হইবে না বলিয়া যাও। বল, আজ যাঁহার কাছে প্রেম সুধা পান করিলাম, চিরদিন সকলে মিলিয়া তাঁহারই কাছে এই প্রেম-সুধা খাইব। বল, যেমন দীননাথের সঙ্গে চির প্রেমযোগে বদ্ধ হইলাম, তেমনই তাঁহার দুঃখী সন্তানদিগকে আর ছাড়িব না। আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া যাও, এক বৎসর প্রেম ভক্তি সাধন করিব। আজ মন্দিরের মধ্যে যাঁহাদিগকে দেখিলাম, হয়ত অনেকের প্রেমমুখ অনেক দিন দেখিতে পাইব না। যিনি যেখানে থাকিবেন, যেন

ঈশ্বরেরই হইয়া থাকেন। দূরস্থ ভাই ভগিনী যাঁহারা আসিতে পারেন নাই, পিতা তাঁহাদিগকে কুশলে রাখুন। স্বর্গ হইতে যে প্রেমনদী এখানে আসিল, দেশে দেশে ইহা প্রবাহিত হউক, দেশস্থ বিদেশস্থ সকলের অন্তরে প্রেম পুষ্প প্রস্ফুটিত হউক। আর কেহই পিতার অপমান করিও না। আর পরস্পরের শত্রু হইও না। পিতার রাজ্য হইতে অহঙ্কার অপ্রেম দূর হউক! সকলে প্রেমময়ের প্রেমজ্যোৎস্নায় বসিয়া তাঁহার প্রেমানন্দ সম্ভোগ কর। দিবা রাত্রি দয়াময়কে ডাক, এই নামে আমাদের স্বর্গ। অদ্যকার উৎসব, প্রাণের উৎসব হউক! অদ্যকার ভ্রাতা ভগ্নীরা আমাদের প্রাণের ভ্রাতা ভগ্নী হউন! এই প্রেম জ্যোতিঃ নিত্য জ্যোতিঃ হউক! এই প্রেম জ্যোৎস্না আমাদের প্রতি জীবনে অনন্তকাল ব্যাপ্ত হউক!

পঞ্চ চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

ঈশ্বর ভিখারী।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ মাঘ, ১৭৯৬ শক।

নির্ব্বোধ মনুষ্য জিজ্ঞাসা করে আকাশে কেন ইন্দ্রধনু উঠিল না। আকাশ পরিষ্কার, সেই আকাশে তবে ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইয়া কেন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল না? নির্ব্বোধ মনুষ্য বিজ্ঞান পড়ে নাই তাই এই কথা বলিল। স্বর্গ হইতে

বৃষ্টি আসুক তবেত সেই মনোহর ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইবে। সূর্য্য প্রকাশিত, আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু জলের প্রয়োজন। ভক্ত এই বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন। হৃদয় আকাশে প্রেম রবি আছেন; কিন্তু যতক্ষণ না ভক্তের চক্ষে ভক্তিধারা পড়ে ততক্ষণ সেই মনোহব বস্তু ইন্দ্রধনু দেখা যায় না। সূর্য্যোদয় হইলে কি হইবে, যদি ভক্তির চক্ষু হইতে সেই বারিধারা না পড়ে? একবার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল ফেল, দেখিবে স্বর্গের সেই সুন্দর দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বোধ মনুষ্য জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীতে আকাশের বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব হয় না কেন? বিজ্ঞান জানে না তাই মূর্খ এই কথা বলে। জলাশয় না থাকিলে কি চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে? পৃথিবী যদি পাথরের মত থাকে, পরিষ্কাব হইল তাহাতে কি? স্বর্গের আলোক, স্বর্গের বস্তুত তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে না। আকাশের বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতে হইলে জলাশয় চাই, নদী চাই, সমুদ্র চাই। যদি একটী ক্ষুদ্র জল পাত্রের ভিতরেও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিয়াছি আমাদের প্রাণেশ্বরকে আমরা কিরূপে দেখিব। শুষ্ক কঠোর ভূমিতে কিছুই দেখিতে পাই না। কত উপদেশ শুনিলাম, কত সাধু বাক্য পাঠ করিলাম কিছুই হইল না; একটী জলাশয় খনন করিলাম, তাহার মধ্যে স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিলাম। কোন্ গূঢ় নিয়মে স্বর্গের রাজা মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন? চাষাও বলে একটী ক্ষুদ্র জলপাত্রেও স্বর্গের

সামগ্রী দেখিতে পাই। প্রেমিক যদি হই, চক্ষুকে যদি ভক্তিতে আর্দ্র করিতে পারি, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই প্রাণেশ্বরকে দেখিতে পারি। ভাবনা কেবল তাহাদের যাহারা শুষ্ক। যাহার কিছু নাই, সে কাঁদুক, অমনি সে দেখিবে, তাহার চক্ষের জলে স্বর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভক্তি সেই শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িয়াছেন বলিয়াই মজিয়াছেন। সামান্য ভক্ত যিনি তাঁহার কত আহ্লাদ; তিনি বলেন, যে দিন আমার ঘরে অন্ন বস্ত্র থাকিবে না, আমি একবার কাঁদিব, আমার সকল অভাব দূর হইবে। বিপদে মানুষের সকলই যায়; কিন্তু কাঁদিবার শক্তিত যায় না। সেই বিপদেই তাহাকে কাঁদায়। দেখ, তবে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জগতে রোগ বিপদ আপনার প্রতীকার আপনি করিয়া লয়। অতএব ক্রন্দন ভক্তের পক্ষে অমূল্য ধন, ইহা মানিও। যখনই শুভক্ষণে ভক্তি জল পড়িবে তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে অত্যন্ত দূরস্থ স্বর্গীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িবে। যে দুঃখ কাঁদায় সেই দুঃখই প্রাণেশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেয়। যে দুঃখ শত্রু হইল, সেই দুঃখই মিত্র হইল। যে চক্ষু কাঁদিয়াছিল, সেই চক্ষুই হাঁসিল। ভক্তিতে চক্ষুকে আদ্র করিয়া দেখ সম্মুখে কি ব্যাপার হইতেছে। দেখ সেই অপরূপ রূপ, সেই মুখের সৌন্দর্য্য এবং মহিমা যাহা সহস্র কবি এবং সহস্র চিত্রকর বর্ণনা করুক, তথাপি অতুল থাকিবে। কাহার মহিমা আজ উৎসবের জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত? আজ কি দেখিতেছি? যিনি সকলের রাজা,

সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তিনি আজ পাপীদের সঙ্গে উৎ-সব করিতে আসিলেন। ঐশ্বর্য্য কথাটী ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাঁহারই। ভূমণ্ডল তাঁহার পদতলে, স্বর্গ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে। এত বড় রাজা, যাঁহার প্রতাপে গিরি পর্ব্বত কম্পিত, আমাদিগের দ্বারা এই মলিন পৃথিবীতে তিনি অপমানিত। পৃথিবীর রাজা কিম্বা অত্যন্ত উচ্চ পদাভিষিক্ত সম্রাট্ যদি বিপদ্‌গ্রস্ত এবং ভিক্ষুক হইয়া অন্ন দাও, বস্ত্র দাও এই বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চায়, এবং কোথায়ও ভিক্ষা না পাইয়া ক্রন্দন করে, আমাদের মন পাষা-ণের মত কঠিন হইলেও দ্রব হইয়া যায়। যাঁহার ভাণ্ডার হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন বস্ত্র পাইয়াছে, তাঁহার আজ এই দুর্দ্দশা ইহা দেখিলে কাহার অন্তরে না দুঃখের উদয় হয়? কিন্তু সমস্ত রাজপথে দেখ, পর্ণ কুটিরে দেখ, এক জন দাঁড়া-ইয়া আছেন, যিনি সমুদায় ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তোমার আমার ঘরে ভিক্ষা চাহিতেছেন। যদি চক্ষু থাকে তবে প্রতিদিন তোমরা দেখিয়াছ এক জন (যিনি স্বর্গের রাজা) অত্যন্ত জঘন্য দুঃখীর ঘরে গিয়াও তাহার আত্মা হৃদয় ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন স্বর্গে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে সত্য; কিন্তু আমার সন্তানগণের যতদিন পাপ দুঃখ থাকিবে ততদিন আমার এই ভিক্ষা ব্রত থাকিবে। কোথায় আমরা ভিখারী হইব, না স্বর্গের অধিপতি স্বয়ং আমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেন। তিনি ভিখারী হইয়া প্রত্যেক রাজপথে ভিক্ষা

চাহিয়া সমস্ত লোকের হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লইতেছেন। তাঁহার দয়ার কি শেষ হয়? যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে আমাদের হৃদয় আত্মা দিব ততদিন তিনি ভিক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। কঠিন প্রাণ হইয়া এক দিন তাঁহাকে ভিক্ষা দিলাম না, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরাশ হইবার নহেন; দ্বিতীয় দিন আবার সেই সুন্দর মুখ লইয়া আসিলেন, সেই দিনও ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ হইল না, তাঁহাকে ভিক্ষা দিলাম না; আবার তৃতীয় দিন আসিলেন, সেই দিনেও তাঁহাকে দূর করিয়া দিলাম; কিন্তু তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেও কি তিনি দূর হইতে পারেন? আবার চতুর্থ দিনে আসিয়া সেই-রূপ মনোহর ভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। যতই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলাম ততই দেখি তিনি তাহার অশেষ দয়া বলে কঠিন হৃদয় পরাস্ত করিতে লাগিলেন। মানুষ কি ভিক্ষা করিতে জানে? দেবদেব মহাদেবই যথার্থ ভিখারী। দয়াল পিতার অভিধান ভিক্ষায় পরিপূর্ণ। তিনি এমন করিয়া ভিক্ষা করেন যে মানুষ তাঁহাকে ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারে না। প্রাণ হৃদয় যথার্থরূপে কেমন করিয়া কাড়িয়া লইতে হয় তিনিই কেবল জানেন। পৃথিবীর ভিখারীরা কি ভিক্ষা করিতে জানে? পথের ভিখারী ভিক্ষা চাহিল, তাহাকে বলিলাম তণ্ডুল দিব না, বস্ত্র দিব না, তবু সে কাঁদিতে লাগিল, অবশেষে যদি ধনী হই দ্বারবান্ দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিলাম, তাহার সকল সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ফুরাইয়া গেল, সে

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু স্বর্গের রাজাকে আমরা কতবার এইরূপে বিদায় করিয়া দিয়াছি, কতবার নির্দয় হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছি, তোমাকে কিছুই দিব না। আমার বিলাসপ্রিয় হৃদয় কদাচ তোমাকে দিতে পারি না। এখনও আমার অনেক সুখের বাকী আছে; কিন্তু আমাদের মুখে এ সকল নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া তিনি কি করিলেন? তিনি যেমন অবিচলিত ভাবে আমাদের হৃদয় আত্মা ভিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিলেন, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন না, কথা শুনিয়াও যেন শুনেন না। ইহা দেখিয়া আমার মনের সমুদয় শক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম এ লোককে দূর করিয়া দাও, না হইলে যে আমার কাযের ক্ষতি হয়, এ যে আমাকে জ্বালাতন করিল, এ যে আমার সকল ধন কাড়িয়া লইতে চায়। মনেব সমস্ত বলের সহিত উচ্চৈঃস্ববে বলিলাম যাও জগদীশ, চলিয়া যাও, অন্য ঘবে যাও। কিন্তু কিছুতেই তিনি চলিয়া গেলেন না। ওরে পাষণ্ড মন! কৈ আর তোর কি বল আছে আন্ না, কাহাব সঙ্গে তুই লাগিয়াছিস্। তেমন ভিখারীত ইনি নন, ইঁনি যে স্বর্গেব ভিখারী। তোর মন কাড়িয়া লইবেন, এই তাঁহার পণ। বাস্তবিক ঢের ভিখারী দেখিয়াছি; কিন্তু এমন ভিখারী দেখি নাই। পৃথিবীর ভিখারী খেতে পায় না তাই তোর কাছে ভিক্ষা চায়; কিন্তু স্বর্গের ভিখারী কি খেতে পান না যে তোর কাছে ভিক্ষা করিতেছেন? ওরে পাষণ্ড মন! তোর এমন কি আছে যাহার

আকর্ষণে স্বর্গের রাজা মুগ্ধ হইবেন? তোর এত পাপ, তোর এমন কি মোহিনী শক্তি আছে, যে স্বর্গের রাজা তোর দ্বারে ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিবেন? তোর আপনার বন্ধুরা তোকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গের রাজা দীনবন্ধু প্রাণনাথ কেন তোর কাছে আসিয়াছেন? তোর কি এই দুর্গন্ধময় শরীর মন লইতে? নতুবা তোর এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যে তাহাতে স্বর্গের ঈশ্বর ভুলিয়া গিয়া তোর দ্বারে ভিখারী হইবেন? ঈশ্বর! তোমার কি মহত্ত্ব এবং গৌরব নাই? তুমি যদি এই পাষণ্ডদিগের নিকট ভিখারী হইয়া না আসিতে, তবে যে তোমার মান্য রক্ষা হইত। পৃথিবীতে তোমার এত অপমান আর দেখিতে হইত না। কিন্তু আমাদের দয়াময় পিতা কি বলেন? তিনি বলেন, আমার আবার গৌরব মর্য্যাদা কি? আমি যে সন্তানদিগের প্রাণ মন ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভিখারী হইয়া সন্তানদিগের প্রাণ গ্রহণ করিবার জন্যই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি। কোথায় আমরা তাঁহার দয়ার ভিখারী হইয়া বলিব, এই তোমার চরণতলে আমরা চিরদিনের জন্য ভিখারী হইয়া রহিলাম, না সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আমাদের দ্বারে আসিয়া ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতবার আমরা রূঢ় বচনে বলিলাম তোমাকে ভিক্ষা দিব না, তুমি দূর হও, কিন্তু এই ভিখারী যাইবার ভিখারী নহেন। ব্রাহ্ম! আমাদের পিতা তোমার কাছে হৃদয় চাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত

অপমান এবং এই দুর্গতি হইল। স্বর্গের রাজা নীচ হইলেন পৃথিবী উচ্চ হইবে বলিয়া। তুমি তাঁহার সুন্দর কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলে কেন? আবার গত বৎসর পরস্পরকে যত মারিলে, সেই শাণিত অস্ত্র সকলও, ঐ দেখ প্রাণেশ্বরের বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে। ওরে নিষ্ঠুর ব্রাহ্ম! তুই কেন ভাই ভগ্নীকে মারিতে গিয়াছিলি, ঐ দেখ, তোর সমুদয় অস্ত্র গিয়া পড়িয়াছে আমাদের কোমল ঈশ্বরের হৃদয়ে। মানুষ! তুমি কাহাকেও মার না যে আঘাত ঈশ্বরের বক্ষে না লাগে। তুমি একটী কটু কথা ভাইকে বল না, যে বাক্যবাণে পিতার প্রাণ বিদ্ধ না হয়। তিনি আপনার মুখে বলেন, যে আমার দুঃখী সন্তানকে নিদারুণ হৃদয়ভেদী কথা বলে সে আমার হৃদয়ে আঘাত করে। ওরে ব্রাহ্ম ভাই! গত বৎসর কি করিয়াছ? ভাই ভগ্নীকে এমন একটীও দুর্ব্বাক্য বল নাই যাহা পিতা শুনেন নাই। যত অস্ত্র পরস্পরের বক্ষে নিঃক্ষেপ করিয়াছ, ঐ দেখ আমাদের জগদীশ্বর সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া আপনার বক্ষে নিয়াছেন। হায় পিতা! তোমার এত দুর্গতি হইল। তোমার যদি অপরাধ থাকে তাহা এই যে তুমি মন্দকে ভাল করিতে গিয়াছিলে। কি পাষণ্ড আমরা, আমরা তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া তোমার বক্ষে এত অস্ত্রাঘাত করিলাম। আমাদের কি গতি হইবে? নির-পরাধী ঈশ্বর, তাঁহার এই দুর্গতি হইল। যদি ভাল থাকিতাম, পিতাকে যদি প্রাণ দিতাম, পরস্পরের বক্ষে যদি অস্ত্রাঘাত

না করিতাম, আজ পিতার এমন অশ্রুপূর্ণ বক্ষ দেখিতে হইত না। হায়! আমাদের হস্তে আমার পিতার এমন দুর্দ্দশা হইল! আমাদের কি উপায় আছে? পাষণ্ড হইয়া আমাদের দুর্গতির শেষ হইল। তবে কি আমরা বাঁচিব না? দয়াল প্রভুর মত যদি ভিখারী হইতে পারি তবেই আমরা বাঁচিব। ওরে আমার ব্রাহ্ম ভাই সকল! তোমরা জগদ্বাসীদের নিকট ভিখারী হও। তোমাদিগকে ভালবাসি তাই বলি, যদি ভিখারী হও এই জীবনে তোমরা বাচিবে। গলবস্ত্রে, করযোড়ে গিয়া বল, ওরে দুঃখী জগদ্বাসী! তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। যখন এইরূপে আমরা একটি জগদ্বাসির প্রাণও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিব তখন আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই সঙ্কেত জানিলে। পিতা যদি ভিারী হইলেন, সন্তান কেন ভিখারী না হইবে? যাঁহার কোন অভাব নাই, যিনি ধনী, তিনি যদি ভিখারী হইলেন, যাহারা নির্ধন তাহারা কি ভিখারী হইবে না? বন্ধুগণ! তোমাদের সেবা করিতে গিয়া রোগী হইয়াছি, অবসন্ন হইয়াছি, তোমরা মান আর না মান তোমাদের সেবায় প্রাণ দিয়াছি, দুঃখী সেবককে নির্যাতন করিতে হয় করিও, কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ কর, যত দিন আমার প্রাণ থাকিবে সহস্র নির্যাতনেও যেন তোমাদের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ না যায়। যদি শত্রু হও তথাপি তুমি ভাই, তুমি আশীর্ব্বাদ কর। যে আমাকে নির্যাতন করে তাহাকেও যেন চিরকাল আমি ভাল-

বাসিতে পারি। ভগ্নি! তোমার পদতলে পড়িয়া এই আশী-র্ব্বাদ চাহিতেছি। ঈশ্বর আমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেন, আমরা পরস্পরের নিকট ভিখারী হইব না কেন? যখন তাঁর এত অপমান হইল, তখন আমরা কি অপমানকে ভয় করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব? এই বৎসর দুঃখে গেল ক্ষতি নাই, ও ব্রাহ্ম ভাই ভগ্নি! আর ভবিষ্যতে নির্যাতন করিও না। অনেক বৎসর হইতে তোমাদের সেবা করিতে নিযুক্ত হইয়াছি, আর আমার মুখ দেখ্‌বে না বলে প্রতিজ্ঞা কর না। এই অধীন সেবককে ছেড় না। আমার দেবার এখনও অনেক আছে। যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব ;তখন যাহা ইচ্ছা করিও ; কিন্তু যত দিন তোমাদের কাছে আছি, তত দিন এই ভিখারীকে বিদায় করিয়া দিও না। ভালবাসা শিখিয়াছি, তোমাদিগকে ভালবাসা দিব বৈ কি। আমি যে ভাল উপাসনা করিতে পারি না যদি তোমাদিগকে ছেড়ে যাই। তোমাদিগকে ছাড়িলে যে আমি দুঃখেতে পাপেতে মরিব! আমার প্রতি দয়া করে কাছে থেক। তোমরা আমার প্রিয়-দর্শন ভাই ভগ্নী। যার এত গুলি প্রাণের ভাই ভগ্নী তার কি দুঃখ আছে? আমি এই দেখিতে চাই, যে আমার ভাই ভগ্নী একটীও কমিল না। আমার একটী ভাই কমিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। কেহই চলিয়া যাইও না, আমাকে কটু বাক্য বলিতে হয় কাছে আসিয়া বল। কখনও যেন আমাকে বলিতে না হয়, ঐ যা! আমার সেই ভাই, সেই

ভগ্নীটীকে কে নিল রে? যে দিন একটী ভাইয়ের মুখ শুষ্ক দেখি, আমার কত যন্ত্রণা হয়, আমার সে দুঃখ কেহ বুঝিতে পারে না। আমি যদি তোমাদের না পাই, তবে আমি কাহাদের সেবা করিব? আমার ভাই ভগ্নী আমার প্রাণ। আমার ধন, মান, তোমরা; সত্য বল্‌ছি। আমার বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না। যত দিন পৃথিবীতে বাঁচিব আমার কাছে থেক। তোমাদেরই জন্য আমি পৃথিবীতে আছি। তোমাদের প্রফুল্ল মুখ দেখিলে আমার সুখ হয়। যখন যাওয়ার সময় আসিবে তখন চলে যাব। যত দিন পৃথিবীতে আছি তোমাদের কাছে থাকিব। তোমাদিগকে পিতার প্রেমের কথা বলিব। আরও বলিব, এই প্রেম গ্রহণ কর, এই অমৃত পান কর। এই জীবনে পিতার সঙ্গে থেকে, দুটী পাঁচটী কথা শিখেছি; তাঁহারই কাছে আমি কাঁদিয়া বলি, আমার দুঃখী ভাইয়ের কি হইবে? ও পিতা! এস, তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ঘরে যাই। এই রূপে পিতাকে লইয়া ভাইয়ের ঘরে গিয়া সুখী হই। আমি দুঃখী নই, আমার সুখ হয়েছে। এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমার প্রাণ হাসে। ঘোর বিপদের মধ্যেও আমি সুখী থাকি। তোমরাও ভাই সুখী থেক, তোমাদিগকে সুখী দেখে যেন আমি সুখী হই। তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসুক! প্রেমরাজ্য আসিবার সময় হইয়াছে। প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল! তোমরা আজ আমাকে কাঁদাইলে, এই কান্নাতেই আমি সুখী হইলাম।

এই শুভ ক্ষণে তোমাদের হাত ধরে এই কথা বলে যাই, প্রেমরাজ্য আস্‌ছে, আর বাধা দিও না।

প্রাণেশ্বর! আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও। এখন যাহা বলাবে, আমরা সকলে তাই বলিব। এই বেলা আমাদের হৃদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন আমরা তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও; কিছু যেন আর আমাদের না থাকে। আজ যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! জননি! আজ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে এমন মনে হইতেছে না। বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ এক বৎবরের শোক চলিয়া গেল। একি স্বর্গের যাদু! তোমার নামে সকল শত্রু পলায়ন করিল। সুযোগ হইয়াছে প্রাণনাথ! পরিষ্কৃত আকাশে সন্তানদিগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সন্তানদিগকে চির প্রমত্ত করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের পুরাতন চক্ষু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়াছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হইল! এই নিগূঢ় কৌশল কে জানে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, এই ভক্তঘরে বসিয়া, ভক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমারা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। এক দিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছু দিন পরে আমাদের ভক্তি প্রেমফুল শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু এই সব ফুল কি শুকা-

ইতে পারে ? তোমার স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্তহৃদয়ে তুমি যে ফুল বিকসিত করিয়াছ, তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছ, সে সকল শুষ্ক হইতে পারে ? তুমি যে ভক্তিজল পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্ছ, বৎস ! বল্ না, তোর এই ভক্তিজল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি মরিব না। অজর, অমর তোমার এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ ! প্রাণগতি ! তোমাকে ভাল বাসিব, আর যাঁহারা তোমার সন্তান তাঁহাদিগকেও ভাল বাসিব। ভিতবে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে প্রাণেশ্বর ! প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য্য দেখাইতে তুমিই পার। মত্ত তুমিই করিতে পার। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শোভা দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু লোক আসিবেন তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া বলিবেন, ঐ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির ধূঁয়া উঠিতেছে। আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া যাইব। এই কি তোমার সেই স্বর্গের ঘর ? সেই শান্তিনিকেতন ? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ঐ সোণার শৃঙ্খল হাতে লও, আর আমাদের মুখে ক্রমাগত প্রেমমদ ঢাল। আর যখন দেখিবে আমরা মদ পানে মত্ত হইয়াছি তখন ঐ শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিও। যদি অচেতন করিতে হয়,

এই ভক্তিরসে আমাদিগকে অচেতন কর, হে সুচতুর হইতেও সুচতুর পরমেশ্বর! তুমি দুষ্ট সন্তানদিগকে বাঁধিয়াছ। আরও প্রেমের কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস পিতা! এত দিন পর আজ তোমাকে ধন্যবাদপূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তিফুলমালা লইয়া তোমার চরণে দিই। অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর! সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রেমময়ী জননি। প্রাণ ভগ্ন হয় যখন ভাবি কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া যাই। হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহ্লাদিত অন্তঃকরণে, তোমার ভক্তসন্তানগণ, তোমার ভক্তপ্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ দেখ সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

প্রমত্ত অবস্থা।

সায়ংকাল, রবিবার, ১২ মাঘ, ১৭৯৬ শক।

মনুষ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে কত সুখ, কত উন্নতি তাহা বুঝিতে পারেন। পশুত্ব বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের সুখাস্বাদ করা কত সৌভাগ্য তাহা অনুভব করেন। কিন্তু যত দিন না তাঁহার হৃদয় প্রেমে মত্ত হয়, তত দিন তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় বিশুদ্ধতম কূপে প্রবেশ করিতে পারেন না। যত দিন সাধক ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত না হন তত দিন তিনি ধার্ম্মিক হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার উপর

বিশ্বাস রাখিতে পারি না। কত ব্রাহ্মজীবনের প্রথম বিভাগে উল্লাসের ব্যাপার দেখিতে পাই, কিন্তু মনুষ্য পশুত্ব ত্যাগ করিয়া কি আর পশু হইতে পারে না? ধর্ম্মের উচ্চাবস্থা, প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে পতন সম্ভব। এই জন্য প্রকৃত সাধক সেই স্থানে উপস্থিত হন যেখানে পতন অসম্ভব। মনুষ্য ঈশ্বরপ্রীতিতে ক্রমাগত উন্নত হইয়া যত দিন না মত্ত হইয়া যায় ততদিন পতনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেখানে প্রমত্ততা মনুষ্যকে উন্মাদ প্রায় করিয়া তুলিল, সেখানে আর তাহার নিজের কর্ত্তৃত্ব রহিল না, সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইল। তখন কেবল যে তাহার পশুজীবন গিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহার অন্তর দয়াল নামরসে মত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্ম নামের প্রমত্ততা না জন্মিলে ভক্তশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না। নামের ভিতর যে গভীর মধুর রস আছে তাহা পান করিয়া উন্মত্ত না হইলে কেহই সম্পূর্ণরূপে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। প্রমত্ত ভক্ত যিনি তিনি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের হস্তে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার প্রতাপ, আপনার কর্ত্তৃত্বের গৌরব, এবং তাঁহার সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা যেমন মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া আপনার উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারে না, সেই রূপ যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত স্বর্গের মাদক দ্রব্য সেবন করেন তাঁহারা এমনই ঈশ্বরপ্রেমরসোন্মত্ত এবং মুগ্ধ হইয়াছেন যে ইচ্ছা

করিলেও তাঁহারা পাপ করিতে পারেন না। ব্রহ্মভক্তের পতন নাই, যতই তিনি ব্রহ্মরস পান করেন ততই তাঁহার পানেচ্ছা বৃদ্ধি হয়; অগ্নিতে ক্রমাগত ঘৃত ঢালিলে যেমন উহার শিখা আরও প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ ভক্ত যতই নামরস পান করেন ততই তাঁহার স্পৃহা বলবতী হয়। পৃথিবীর জঘন্য চরিত্র পানাসক্ত ভ্রাতাদিগের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ভক্তের আত্মা ঈশ্বরের প্রেমসুরাপান ব্যতীত কখনই স্থির থাকিতে পারে না। আত্মার গভীরতম স্পৃহা চরিতার্থ হইবে ব্রহ্মসুরা পানে। সুরার হাতে যে জীবন সমর্পণ করে সে ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর পাপ নরক সাগরে ডুবিল। কিন্তু ভক্ত যে সুরা পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমাগত তাঁহার উর্দ্ধগতি হইতে লাগিল। তাহাতে ভক্তের প্রকৃতি দিন দিন উচ্চতর হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করে সে পাপকে ছাড়িতে চাহিলেও পাপ তাহাকে ছাড়ে না। তেমনই ভক্তিরস আজ যাহা পান করিয়াছি তাহাতো কাল ভুলিতে পারিব না; যতই সেই রস পান করিব ততই আরও রসসাগরে ডুবিব। ভক্তের প্রেম, ভক্তের ভক্তি ভক্তের আনন্দ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইবে। আরও একটী উপমা দেখ। সুরাপায়ীরা যে সময়ে সুরা পান করে, সেই সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের লালসা উত্তেজিত হয়। এই সময়ে সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবে, কে যেন অভ্রান্ত বাক্যে ইহা বলিয়া দিল। দেখ ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। সেই রূপ ভক্তের

প্রাণও উপাসনার সময় উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়ে। যাঁহারা প্রতি দিন প্রাতঃকালে ঈশ্বরের ভক্তিরস পান করেন, প্রাতঃকাল আসিবা মাত্র সেই রস পান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুলিত হয়। সেই সময়ে ব্রহ্মরস পান না করিলে তাঁহাদের সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্ম যদি ভক্ত হন তাঁহাকে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সহস্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও ভক্ত তাঁহাব প্রাণেশ্বরের উপাসনার সময় ভুলিতে পারেন না। সেই নিয়মিত সময়ে উপাসনা না করিলে ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন না করিলে তাঁহার প্রাণে আরাম নাই। সেই উপাসনাস্পৃহাই তাঁহার দীক্ষা গুরু, নেতা, এবং ধর্ম্মপথের প্রদর্শক। সেই স্পৃহা, সেই মত্ততাই তাঁহার নেতা, সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। যদিও প্রথমাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র পরিমাণে সেই রস পান করেন; কিন্তু অনন্ত কাল, এবং অনন্ত উন্নতি তাঁহার সম্মুখে। বস্তুতঃ বলবতী স্পৃহা যত দিন মনুষ্যের সহায় না হয় তত দিন তাহার নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই স্পৃহাই ঠিক সময়ে উপাসনা করায়, ঠিক সময়ে ভক্তি, প্রেম, আনন্দসাগরে নিমগ্ন করে। বল দেখি তোমরা এত দূর চলিয়া গিয়াছ কি না, যে তোমাদিগকে আর ইচ্ছা করিয়া, কর্ত্তৃত্ব করিয়া উপাসনা করিতে হয় না? ইহা যদি না হইয়া থাকে এই নববর্ষে প্রমত্ততার সাধন আরম্ভ কর। স্পৃহাতে পরিত্রাণ, স্পৃহাতে আনন্দ, ভক্তেরা স্পৃহা দ্বারা উপাসনাতে নিয়োজিত হন।

ইহাতেই ভক্তেরা প্রমত্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। যখন এই স্পৃহা বলবতী হইবে তখন আপনার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিলেও বাঁচিব। যাহার এই স্বর্গীয় স্পৃহা জন্মিয়াছে, সে কি বলিতে পারে আমি এক দিন ঈশ্বর প্রেমরসপানে নিবৃত্ত থাকিতে পারি? সমস্ত দিন পথ ভ্রমণ করিয়া পথিক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দাগ দিয়া লয়, অদ্য এত ক্রোশ চলা হইল, আবার পর দিন প্রাতঃকালে সেই স্থান হইতে নূতন পথে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেইরূপ ক্রমশঃ আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। উপাসনা এক সময় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। পরে পরিবার সাধন আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইল। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সাধন তাহা যাহা দ্বারা কি বিরলে কি পরিবার মধ্যে যেখানে থাকি সেখানেই ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইতে পারি। যে অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিব, সেই অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া বাহিরেও ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তাঁহাকেই দেখিব। যখন আমাদিগকে এরূপ প্রমত্ত দেখিবে, তখন পৃথিবী বলিবে এ সমুদয় লোককে আর তর্ক কিংবা কোন প্রলোভন দ্বারা কেহই ফিরাইতে পারিবে না। ইহারা আপনাদের আপনারা নহে, ইহারা পরের আপনারা। এই প্রকারে পৃথিবীও প্রমত্ত সাধকদিগকে চিনিয়া লইবে। পৃথিবী বলিবে শত্রুদিগের সাধ্য নাই ইহাদিগকে পরাস্ত করে। মার, কাট, ইহাদের চাঞ্চল্য নাই! ইহারা ঈশ্বরের প্রেমে এমনই উন্মত্ত যে আপনাদের

স্বর্গ আপনারা করিয়া তাহার ভিতরে বসিয়া আছে। বৃথা আক্রমণ আর ভক্তকে ক্লেশ দিতে পারে না। তোমাদের মন যদি স্তুতি নিন্দাতে বিচলিত হয় তোমরা প্রেমমদ পান কর নাই। যে ব্রহ্মপ্রেমে পাগল তাহাকে কি পৃথিবীর বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে? তাহার প্রাণ আস্বাদ করে ব্রহ্মকে, তাহার চক্ষু বাহিরে; কিন্তু তাহা বাহিরের বস্তু দেখিতেছে না, সেই চক্ষু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছে, তাহার কর্ণ বাহিরে; কিন্তু তাহা বাহিরের কোন শব্দ শুনিতেছে না, তবে শুনিতেছে কি? ঈশ্বরের কথা। তাহার হস্ত বাহিরে, কিন্তু তাহা বাহিরের কোন কার্য্য করিতেছে না। তবে কি করিতেছে? ঈশ্বরের পদ সেবা। পৃথিবী সম্পর্কে সে স্পন্দহীন, মৃতবৎ। শত্রু! মিত্র! এ ব্যক্তির উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা নাই, পরাস্ত হইয়াছ বলিয়া চলিয়া যাও। বাতুলের সঙ্গে যুক্তি করা বিফল, তবে কেন আর বিশ্বাসী ভক্তকে নির্যাতন কর। যে দিন প্রমত্ততার অবস্থা হইবে সে দিন এ সকল ব্যাপার দেখিবে; কিন্তু দুঃখের কথা, এখনও ব্রাহ্মসমাজে সেই অবস্থা হয় নাই। যে দিন হইবে সেই দিন তোমাদের আচরণে, তোমাদের ব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিবে। এই নববর্ষে প্রমত্ততা সাধন কর। উপাসনা করিয়া সুখী হইলে, আরও উপাসনা কর; গানে মত্ত হইলে, আরও গান কর; ঈশ্বরচিন্তায় মন সজীব হইল, আরও চিন্তা কর। বাহিরের উৎসব শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের উৎসবের

আলোক কে শেষ করে? বাহিরের বন্ধু আর সঙ্গীত করিবেন না; কিন্তু তাহা বলিয়া কি ভিতরের পক্ষীগণ আর গান করিবে না? অন্তরে যে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে অনন্ত কালে তাহা ফুরাইবে না। সত্য বটে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় আমরা ব্রহ্মরস পানে প্রমত্ত হইয়াছি; কিন্তু আরও কি উত্তরোত্তর অধিকতর পান করিবার জন্য লালায়িত হইব না? বাহিরে বন্ধুগণ বিদায় লন; কিন্তু ভিতরে হৃদয়রাজ্যের উৎসব ছাড়িয়া কি তাঁহারা দূরে যাইতে পারেন? বিচ্ছেদ হয় হউক, বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টতর হইবে। যে ব্রহ্মরস পান করিয়াছ, তাহা কি আর ভুলিতে পার? ছাড় তবে সংসারের মদ পান। নানা প্রকার মান মর্য্যাদা, কাম, অহঙ্কার, স্বার্থ-পরতা ইত্যাদি মদ গরল বলিয়া ছাড়। এ সমুদয় মদ পশুরা পান করে। ব্রহ্মসন্তান! সে মদ তোমার জন্য যাহা হইতে আর উচ্চতর মধুরতর কিছুই নাই। এই ব্রহ্মমন্দিরের উৎসবে সেই অমৃত উঠিয়াছে যাহা আমরা অনন্ত কাল পান করিব। ইহা পান করিয়া আমরা মাতিব এবং জগৎকে মাতাইব। দয়াল পিতা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ভক্তির প্রমত্ত অবস্থা আমাদের শরীর মনের ভূষণ হয়।

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব।

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক।

প্রার্থনা।

হে নর-নারীদিগের পরম দেবতা! এই উৎসব সময়ে তোমার নিকট জগদ্বাসিনী সমস্ত ভগ্নীদের যাহাতে কল্যাণ, পরিত্রাণ হয় এই জন্য যাচ্‌ঞা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষ-দিগকে অল্পে অল্পে উন্নত করিতেছ সেই রূপ কোমল প্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে বসিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হন এই বিধান কর। যে সকল ভগ্নীরা এখনও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও যাঁহারা পাপ কুসংস্কার বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে? না পান তাঁহারা সাহায্য স্বামীর নিকট, না পান তাঁহারা সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতা! তোমার সে সকল দুঃখিনী কন্যাদের কি করিলে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগেই বদ্ধ থাকিবে? তুমিত পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়া দিবে, পিতা। এমন নিষ্ঠুরত তুমি নহ। কন্যা-দিগের দুঃখ দূর করবে তাইত এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করেন তাঁহারা যেন পৃথিবীর জঘন্য অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের দেবভাব এবং দেবীভাব পাইয়া পৃথিবীতে পারিবারিক

পবিত্র শান্তির উদাহরণ প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া নাথ! কবে একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের যত জাতির ভগ্নী আছেন সকলের উপর তোমার আশীর্ব্বাদবারি বর্ষিত হউক! সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হউন! যেমন আজ এই ভগ্নীরা তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এইরূপ তোমার সমুদয় কন্যারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা করুন! তোমার প্রেমরাজ্য সমস্ত নারী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং।

উপদেশ।

জগদীশ্বরের বিশেষ দয়া না হইলে অদ্যকার এই ব্রাহ্মিকা সমাজ হইত না। দয়াল প্রভুর বিশেষ করুণা বর্ষিত না হইলে, আজ ভগ্নীদিগের সঙ্গে উৎসবে মিলিত হইতে পারিতাম না। ভ্রাতাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া কত বার সুখী হইয়াছি; কিন্তু কুসংস্কার, পাপরজ্জু হইতে মুক্ত করিয়া, কত গুলি ভগ্নীকে যে দয়াল পিতা এই উৎসব করিতে ডাকিলেন, ইহা বিশেষ দৈবপ্রসাদ। ইহা কখনও হয় নাই, ইহা নূতন। যাহারা পরিত্যক্ত, গৃহে অবরুদ্ধ, যাহাদের জন্য অতি অল্প লোকের চক্ষু হইতে দয়াজল পড়িয়াছে, সে সকল অসহায়া নারীদিগকে এখানে কে আনিলেন? দয়াময় বাঁচিয়া আছেন। ভগ্নীগণ! বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের দেশাচার নিষ্ঠুর হইল বলিয়া আমাদের জগদীশ্বর যে তোমাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হই-

বেন ইহা হইতে পারে না। তিনি দেখিলেন তাঁহার অল্প বয়স্কা কন্যাদিগের না হইল ধর্ম্মে উন্নতি, না হইল ভক্তির উদয়। একটু একটু বিজ্ঞানের আলোক দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল বটে; কিন্তু সেই আলোক আরও ভয়ানক রূপে তাহাদের পতনের অবস্থা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিদ্যা শিখিয়া লোকে সুখী হয়; কিন্তু বঙ্গদেশের নারীরা বিদ্যার আলোক পাইয়া আরও দুঃখিনী হইলেন। উচ্চ আদর্শ পাইয়াও তাহা তাঁহারা ধরিতে পারিতেছেন না, এই তাঁহাদের দুঃখ, এবং এইরূপে তাঁহাদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আরও নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়াছেন। যদি আশা পূর্ণ না হইবে, কেন মনে উচ্চ আশা হইল? তাঁহারা বলিতেছেন, হইত ভাল, যদি কুসংস্কারের পদতলে পড়িয়া থাকিতাম, কেন না, তাহা হইলে আর এ সকল উচ্চ আশা মনে প্রকাশিত হইত না এবং দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থার পরিচয় পাইতাম না। হায়! এ কি আমাদের দুর্দ্দশা হইল জানিলাম ঈশ্বর অনেক নহেন, তিনি এক। কেন শুনিতে পাইলাম ব্রাহ্মসমাজ আসিয়াছে জগতের নারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য? কেন চক্ষে দেখিলাম ভক্তদিগের আনন্দ? কেন স্বর্গে যাইতে আশা হইল? বল নাই, অবলা নারী, কেমন করিয়া অগ্রসর হইব? রোগ বুঝিলাম, ঔষধ দেয় কে? অন্ধকার দেখিলাম, অন্ধকার কাটিয়া যাইব কি রূপে? যখন পাপ কুসংস্কার, অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম তখনত কেহই অনুতাপের

আগুন হৃদয়ে জ্বালিয়া দেয় নাই। তবে বুঝি বিদ্যা শিখিলে আর সুখ হয় না। বুঝি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তাঁহার দেখা না পাইলে আর দুঃখ যায় না, এই বলিয়া বঙ্গদেশের নারীরা কাঁদিতেছিলেন। স্বর্গের দেবতা কন্যাদিগের এ সকল দুঃখের কথা শুনিলেন। তিনি দেখিলেন, বিদ্যাতে ইহাদের সুখ হইল না। ইহাদের স্বামীরা, ভ্রাতারা ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার চরণ ধরিয়া সুখী হইতেছে; ইহারা জানিল ঈশ্বর নিকটে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। স্বর্গের কোন্ পথ দিয়া যাইয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হয় ইহারা জানিল না। এই জন্য ভগ্নীগণ! দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের হাত ধরিয়া তোমাদিগকে এই উৎসবে আনিলেন। যাহাদের জন্য কেহই চিন্তা করিল না, তাহা-দিগকে অসহায় দেখিয়া ঈশ্বর এখানে আনিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে তোমরা সর্ব্ব প্রথমে ভক্তির সহিত পিতা ও রক্ষক বলিয়া ডাকিবে। তাঁহাকে ডাকিলেই তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। তোমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতে পার ইহা সাধারণ দয়া নহে, নারীদিগের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ দয়া। তাঁহার বিশেষ প্রসাদে তোমারা তাঁহাকে ডাকিতে শিখিয়াছ। কিন্তু এই কথা কি তোমরা স্মরণ করিবে না যে ঈশ্বরকে জানিয়া না দেখিলে দুঃখ দূর হয় না? নিশ্চয়ই তোমরা পাপে মরিবে, দুঃখে জ্বলিবে, যদি তোমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাও! তোমরা কার কন্যা? মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা

মাতৃহীন। যার মা নাই সে বরং এক প্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে; যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিম্বা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্ব্বাদহস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইহাঁকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না? তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা আমাদের বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নি! ব্রহ্মকন্যা! যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে তোমার প্রতি যথার্থ তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়। একবার তোমার মস্তক উঠাইয়া লও, দেখ এত দিনের কুসংস্কারের পর, কে তোমাকে দেখা দিবার জন্য আসিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন, কন্যা! পৃথিবী এত কাল তোমার উচ্চ সুখের পথ বন্ধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তুমি আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, আমি সেই কথার প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি। আর পৃথিবী তোমাকে পদাঘাত করিতে পারিবে না। এই সমাচার ভক্তের পক্ষে অতি সুখের সমাচার।

কিন্তু যে ভগ্নী পিতাকে দেখিতে পান না তাঁহার পক্ষে ইহা হৃদয়ভেদী। ভগ্নীগণ একবার ঐ মুখ দেখিয়া যদি তোমাদের মৃত্যু হয়, ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমাদের জননী কেমন, তাঁহাকে চিনিয়া তাঁর অঞ্চল ধরিয়া অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিবে। কত কাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে, মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না; যদি অকালে মৃত্যু হয় তবেত আর পৃথিবীত মার সঙ্গে দেখা হইল না। কিন্তু যদি মার সঙ্গে দেখা না হয়, তবে এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য? আর সকলই হইল, ধন চাহিয়াছিলাম, ধন পাইলাম, সন্তান কামনা করিয়াছিলাম, সন্তান হইল; কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না, মাকে না দেখিলে যে দুঃখ যায় না। পৃথিবীতেতো আমার কোন অভাব রহিল না; কিন্তু সংসারের সুখ যে আমাকে সুখী করিতে পারিল না। হায়! আমার দুঃখ দেখে এক দিন জগতের লোক কাঁদিয়া বলিবে, ঐ বঙ্গীয় কন্যা মাকে না দেখিয়া পরলোকে চলিয়া যায়। এত উপদেশ এবং এত সাধুসঙ্গ পাইয়াও মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। এই জন্য কি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম? অন্য লোকে দুঃখ করে তাহার কারণ আছে, তাহারাত দয়াল নাম শুনে নাই। আমাদের কাছে এত সমাচার আসিল, "তোর মা তোকে এখনই কোলে করিয়া বাসিয়া আছেন" আমরা স্বকর্ণে এই কথা শুনিলাম; তথাপি কি আমাদের এই দগ্ধ চক্ষু খুলিবে না? যদি

ঈশ্বর আমাদিগকে এই কথা না শুনাইতেন, তবে দুঃখ হইত না। কে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়া দিয়া গেল যে আমরা মার কোলে বসিয়া আছি? কে বলিয়া দিল, তাঁহার সুন্দর হস্ত দেখিলে না, যে হস্ত তৃষ্ণার সময় জল তুলিয়া দেয়, এবং শোক দুঃখে অশ্রু মোচন করে? হায়! সেই জননীর হাতত এক দিনও দেখিতে পাইলাম না। হায়! পোড়া এই চক্ষুত তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। লোকে বলে তিনি পাপীর ঘরে নামেন, তাই আমাকে অবলা দেখিয়া আমার শয্যাতে মা হইয়া বসিয়া থাকেন। ওরে নির্ব্বোধ মন। তুই কি জানিস্ না মাকে না দেখার মত যন্ত্রণা আর নাই? মা কাছে আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না; এই অন্ধকার কেহ সহ্য করিতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। থাক্ আমার সংসারের ধন, মান, এবং বিদ্যা, আমি মাকে দেখিতে যাই। লোকে আমাকে ব্রাহ্মিকা বলিয়া প্রশংসা করে; কিন্তু আমি কি দেখিয়াছি? কি পাইয়াছি? মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। ভগ্নীগণ! বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর। তোমাদের ভাই হইয়া, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের পিতার মুখ অত্যন্ত সুন্দর। একবার যে সেই মুখ দেখে সে চিরকালের জন্য মোহিত হয়। সেই মুখ দেখিলেই প্রাণের মধ্যে

আপনা আপনি মত্ততা হয়। এমন মুখ কেহ কখনও দেখে নাই। মানুষের রূপ গুণ দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখ নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য্য, আজ উৎসবের দিন তাহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না? তোমাদেরও সুখ হইবে, আমরাও তোমাদের সুখে সুখী হইব। এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে। আমরা কার মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি? আমরা কি মূর্খ? আমরা কি প্রবঞ্চিত হইতেছি? আমরা যে পৃথিবীতে এত নির্যাতন সহ্য করিয়াছি কাহার বলে? এক এক দিন যখন আমাদের বুক দুঃখে বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কার মুখ দেখিতে যাই? যিনি দুঃখীদের ক্রন্দন চিরকাল শুনেন, তাঁহারই চরণ আমাদের একমাত্র আরাম স্থল। যদি দুঃখ করিতে চাও ইহাঁকে হৃদয়ে রাখ। আমাদের সকলের মা ইনি, বাপ ইনি। ইহাঁকে যত্ন করে ধরে রেখ, ভাল বাসার আসনে ইহাঁকে রেখ। শুষ্ক কঠোর, পর বলিয়া ইহাঁকে তাড়াইয়া দিও না। বড় আশা ছিল এই আশ্রম সম্পূর্ণরূপে দয়াল পিতার আশ্রম হইবে; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিলে না। তোমরা বারম্বার আমাকে

আসিতে অনুরোধ কর, আমি আসি না কেন? এখানে আমার মাতা পিতার বড় অপমান হয়, এই জন্য আমি আসিতে পারি না। যে বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান, সেখানে আসিয়া আমি কিরূপে আহ্লাদ করিব? পূর্ব্বে তোমাদের আশ্রমে আসিয়া আমি কত বলিয়াছি, তোমাদের সঙ্গে প্রতিদিন পিতার পূজা করিয়া কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা কি তোমাদের মনে নাই? এত যত্ন করে যে বাড়ী নির্ম্মাণ করিলাম সেই বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? আজ তোমাদিগকে বলিলাম, কি জন্য আমার বিরাগ হইয়াছে। আবার যদি তোমরা মার অপমান কর আমার বুকে আরও তীক্ষ্ণতর, আরও বিষম শেল বিঁধিবে। তোমাদের এই ঘর শ্মশান নহে ইহা অতি যত্নের, সুন্দর এবং উচ্চ ঘর। এক একটী পুত্র কন্যাকে দেখা দিবেন বলিয়া পিতা সমস্ত দিন এখানে বসিয়া থাকেন। ভগ্নীগণ! নিরাশ হইও না, তোমাদের ভাইয়েরা যেমন পিতাকে দেখে সুখী হচ্ছেন, তোমরাও তাঁহাকে দেখে সুখী হও। অনেক দিন পাপের অবিশ্বাসের বিষ পান করিয়া দুঃখ পাইলে, এখন ঐ ন্যায় ও প্রেমময় ঈশ্বর তোমাদের মুখে প্রেমমধু আনিয়া ঢালিয়া দিচ্ছেন। এই মধু পান করিয়া এবার অমর এবং অজর হও। এমন পিতাও দেখি নাই, এমন বন্ধুও দেখি নাই। ভগ্নি! তবে তোমার আশা আছে। বাঁচিবার জন্যই এমন পিতার আশ্রয় পাইয়াছ,

মরিবার জন্য নহে। অমর হয়ে, অজয় হয়ে, দয়াল পিতার দিব্যধামে গিয়া জননীর হাত ধরে এ জীবন থাকিতে থাকিতে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

প্রেমময়ী জননি! স্নেহের পিতা মাতা! কি দুঃখ তাঁহাদের যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও। যে একবার তোমার দর্শন পায় তাহারত দুঃখ থাকে না। পিতা! এই তোমার সমক্ষে কয়েকটী ভগ্নী বসিয়া আছেন ইহাঁরা তোমাকে কিরূপে দেখিবেন? আবার ইহাঁরা ছাড়া যে আমাদের আরও কত দুঃখিনী ভগ্নী আছেন তুমি তাঁহাদেরও উপকার কর। তুমিত জান, অন্তর্যামী, তোমাকে বলিব কি? তোমার অদর্শন যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না। প্রাণ থাকতে তোমার মুখ দেখিলাম না এই দুঃখ সহ্য হয় না। আর কে আছে ইহাঁদের দুঃখ দূর করে? তুমিই অগতির গতি। তোমাব ঐ চরণের সঙ্গে ইহাঁদের হৃদয় গুলিকে বাঁধ। যেমন রূপ লাবণ্য দেখাইয়া ভক্ত জনের লোভের বস্তু হইয়াছ, তেমনই যেন শুনিতে পাই, আজ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভগ্নী তোমাকে দেখিয়া সুখে মত্ত হইয়াছেন। নাথ! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে সকলই হয়।

ঈশ্বর! তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে চায়, তুমিও তোমার সন্তানকে দেখা না দিয়া আর কাহাকে দেখা দিবে? এবং তোমার রূপ লাবণ্য আর দেখিবেই বা কে? পিতা!

অনেক বার তোমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। আরও ইচ্ছা হয় তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি। হে প্রিয় পিতা! তুমিও ইচ্ছা কর দেখা দিতে, তোমার দুঃখিনী কন্যা-রাও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইচ্ছারত মিলন হইল। দুঃখিনীকে এত দিনের পর পিতা দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এই কথা তোমার প্রত্যেক কন্যা বলিতে শিখুন। বিচার কর, বিচারপতি! যদি তোমার সন্তান তোমাকে না দেখিল তবে জীবন কি জন্য? আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বঙ্গদেশের মেয়েরা তোমার দর্শনের আলোকে তোমাকে মা বলে ডেকে সুখী হউন, প্রফুল্ল হউন! সকলকে নিকটে ডেকে দেখা দাও। তোমার দর্শন পেতে যেন সকলের অভি-লাষ হয়। আজ যেমন শোভা করিয়া বসিয়া আছ, এমনই তুমি তোমার স্বর্গে চিরকাল তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া আছ। স্বর্গের লোকদের দুঃখ নাই, অদর্শনযন্ত্রণা কি তাঁহারা জানেন না। কবে আমরাও স্বর্গে বসে তাঁহাদের ন্যায় চির সুখী হইব? "হৃদে হেরিব, আর অভয় চরণ পূজিব?" আজ আর কাঁদিবার সময় নাই। হে দয়ার সাগর! এই যে উৎসব সুসম্পন্ন হইল, কৃতজ্ঞতা নেও। এই ভিক্ষা করি, এই যে কাঁদিলাম যে এই জলে যেন ফল হয়। পিতা! এত অনুগ্রহ দেখালে এই কয়েক দিন। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি রূপে? তাই ডাকিতেছি, জননি, কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর।

তোমার প্রসাদে পরস্পরের সঙ্গে পবিত্র প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহ্লাদের জল উথলিয়া উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতা! ভাই ভগ্নী সকলের জননি! এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

উদ্বোধন।

১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক।

ঈশ্বরের প্রেমের উদ্যান খুলিল। সুপ্রভাত হইল। মনের ভ্রমর অনুরাগের সহিত বাহিব হইল, প্রেম পীযূষ পানে ব্যাকুল, ব্যস্ত হইয়া বাহির হইল। যেখানে স্বর্গধাম উপলব্ধি করা যায়, যাহা দেবঋষিদিগের স্থান, সে স্থানে আমরা পৃথিবীর লোক হইয়া উপস্থিত হইলাম। এমনি করিয়া আজ এই উদ্যানের মধু পান করিব যে মত্ত হইয়া যাইব। পাপ যাও, পাপ প্রবৃত্তি যাও, অদ্যকার দিন উৎসবের দিন, শুভ-দিন, সংসার বাসনা যাও, পৃথিবীর আমোদ প্রমোদের বাসনা যাও। ধর্ম্ম, এস। ব্রহ্মের চরণপদ্ম, নিকটে এস। ভক্তি, তুমি এস, প্রেম তুমি এস। এ পথে যেন আর কেহ না আসে। এ আমাদের দয়াময়ের রাজ্যের পথ। এখানে কেবল প্রেম-সুধা পান করিবার জন্য আসিয়াছি। একটা দিন কি কেবল এই উদ্দেশে কাটান যায় না? উত্তপ্ত চক্ষু দুইটীকে শীতল

করিতে হইবে। তপ্ত প্রাণের ভিতরে অমৃত ঢালিয়া দিতে হইবে। আমি গরিব, এতগুলি ক্ষুধিত ভিখারীকে (প্রবৃত্তিদিগকে) আমি কিরূপে আরাম দিব। আমার আর অন্ন নাই, আমি দিব কি, যদি না দিই আমি নিষ্ঠুর হইব। আমি যদি ভোজন না করাই আমি মহা পাতকী হইব। সামান্য ধনের কাঙ্গাল ইহারা নহে। এই আমার শরীর, চক্ষু, কর্ণ ইহাদিগকে প্রেমরসে প্রেমান্নে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ! কোথায় তুমি। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা তোমাকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন। তবে মন চল। ঐ যে দেখিতেছ এক জন রাজা, তাঁহার কাছে চল। দেখ না তিনি হাত বাড়াইয়াছেন। ঐ দেখ সকলকে দিবার জন্য তিনি স্বর্গের সামগ্রী আনিয়াছেন। চল সকলে তাঁহার কাছে যাই। কাঙ্গালী পাপীদের জন্য এই উৎসব। অনেক পাপ অপরাধ করিয়াছ, আজ কি পুরাতন জড়তা ভাল দেখায়? আজ উদার সদাব্রত, বাছ বিচার নাই, প্রেমস্পৃহা সকলে এস। যত শুভ বাসনা সকলে চল। সকলে একত্র হইয়া ব্রহ্মপাদপদ্মের দিকে চল। খুব আকুল অন্তরে প্রবেশ কর। দুঃখ থাকিবে না, দুঃখী সুখী হইবে, দুর্ব্বল সবল হইবে। যে চরণতলে ভক্তেরা যান সেই স্থানে তোমাকে যাইতেই হইবে। তুমি এক দিকে আমি এক দিকে, আজ তোমাকে বাঁধিব, তোমাকে বলি দিব, তোমার সর্ব্বনাশ করিব, তোমার পাপাসক্তি যাহাতে বিনাশ হয় তাহা করিব। যাহাতে

তোমার চিরসুখ হয় তাহা করিব। আর যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও চলুন। ঐ শ্রীচরণপদ্ম বিকসিত হইয়াছে। যাই, এখনই যাই, প্রাণের উৎসব আবার বৎসরান্তে আসিয়াছেন। উৎসব আরম্ভ হউক! কাঙ্গাল দুঃখীকে তিনি বৎসরে বৎসরে এই ঘরে সুধা বিতরণ করেন। ধন্য তিনি কাঙ্গালশরণ! আমাদিগেব সহায় হউন। অনুমতি হয়, আমরা উৎসব আরম্ভ করি। জয় দয়াল, অন্তরেব দয়াল, হৃদয়ের দয়াল বলিয়া আমরা উৎসব আরম্ভ করি।

আরাধনা।

হে পরমেশ্বর! সত্য, সত্যের সত্য পরম সত্য তুমি। সমস্ত বৎসর যাহা করিলাম, সকলকে প্রেম দিলাম, সকলই অসার। হে ঈশ্বর। তুমি আছ, নিশ্চয়ই আছ। আমার চারিদিক্ ঘেরিয়া আছ। এই যে নিঃশ্বাস ফেলিলাম, ইহা তোমা হইতে আসিল। তবে আমার বলিবার আর কি রহিল? আমি যে জগতের লোককে বলিয়া বেড়াই, এই দেখ আমার ধর্ম্ম, আমার পুণ্য, তবে ত ইহা মিথ্যা কথা হইল! আমার কিছুই রহিল না। আমিও অপদার্থ হইয়া গেলাম। এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছিলাম সেটা কোথায় গেল? এই মাত্র শুনিলাম অদৃশ্য হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া গেল। হায়! কিছুই রহিল না, একটা চিহ্নও রহিল না। অনন্ত আকাশ পড়িয়া রহিল, আমিও চলিলাম; আমিও অসারের ভিতর

বিলীন হইয়া গেলাম। তুমি সকলের আধার হইয়া রহিলে। তুমি প্রাণস্বরূপ তুমি জীবনের জীবন।

জগদীশ্বর! এরূপ আবার কেন ব্যবহার কর? বৎসরকার দিন মনের ভিতর দুই একটা কলঙ্ক থাকিলই বা। পাপী আমি আমার প্রতি এমন করিয়া তীর ছুড়িতেছ কেন? যাইতে দেও। কোথায় যাইব? ঘর নাই, সহায় নাই, রাজা আশ্রয় দিতে পারেন না। বন্ধু রক্ষা করিতে পারেন না। পর্ব্বতের গহ্বর লুকাইয়া রাখিতে পারে না। ঐ দৃষ্টি শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়, আমার প্রত্যেক পাপকে কাটিতেছে। আমি যত্নে পাপ গোপন রাখি, কিন্তু তোমার ঐ চক্ষু তাহা দেখিয়া ফেলিল। আবার ও দিকে চলিলে? এবার আমি যাই। সকলই তুমি দেখিলে। এই বুঝি সর্ব্বসাক্ষী চক্ষু! কপটতা এখানে থাকে না। দাও হে ঈশ্বর শাস্তি দেও। দেখ তোমার দৃষ্টির অগ্নিতে আমার মনকে ছারখার করিল। হে ঈশ্বর! সকলই তবে দেখিলে, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্য্যামী তুমি।

অনন্ত তুমি, এই আমি যাঁহার উপাসনা করিতেছিলাম, আমার ঠাকুর কে কাড়িয়া লইয়া গেল! আকাশ বলিল আমার ভিতরে। আকাশে উড়িবে কে? সকল শাস্ত্র এই কথা বলিতেছে, অচিন্ত্য ঈশ্বরকে কেহ কখন পায় নাই। তবে কি আমরা পাইব না? এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া আছেন। এবার দৃষ্টির বহির্ভূত

হইলেন, চিন্তার কাছে বুঝি ধরা দিবে না। তুমি এত বড় রাজা, তুমি পর্ব্বত সাগর সকল তুচ্ছ করিয়া যাইতে পার। আমরা ছোট প্রজা, আমরা এখানেই থাকি। অচিন্ত্য অপার মহান্ তুমি।

আনন্দ অমৃত শান্তি তুমি। অচিন্ত্য ঈশ্বরকে পৃথিবী পায় না, এইত শুনিয়াছি। তবে আবার সুবাতাস বহিতে লাগিল কেন? আরামের ঢেউ উঠিতেছে কেন? ভক্তেরা নাচিতেছেন কেন? ভূতলে পড়িতেছেন আবার উঠিতেছেন কেন? স্বর্গে আনন্দের ব্যাপার এইরূপ। হে ঈশ্বর! যাঁহাকে দেখিয়া ভক্তেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, সেই দেবতা বুঝি তুমি। সেই বলিয়াছিলে, সন্তান! আমার কোলে বস, তোমাকে সুধা দিব। সেই তুমি হৃদয় ভরিয়া সুখ দিবার জন্য বসিয়া আছ। সকল নরনারী মিলিত হইয়া তোমার পবিত্র সহবাসে বসিব। চিরকাল যে কাঁদে, তাকেও তুমি হাসাইতে পার। যে চির দুঃখী ছিল, তোমার দৃষ্টিতে দেখি তাহার মুখের চারিদিকে আনন্দধারা পড়িতেছে। আর তোমার মুখেরত কথাই নাই। ভক্তেরা অনিমেষ নয়নে তোমার মুখের পানে তাকাইয়া আছেন। হে ঈশ্বর! আনন্দের সাগর হইলে কি এরূপ হইতে হয়! আমরা যদি তোমাকে বারম্বার না ছাড়িয়া যাইতাম, আমরা রাজার চেয়ে সুখী হইতাম। ঐ যে তোমার চরণ পরিত্যাগ করিয়া আমোদ করিতে পৃথিবীতে যাই, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ।

চির জ্যোৎস্না তোমার মুখে, এই মুখচন্দ্র অস্ত যায় না। হে ঈশ্বর! তোমার কথাগুলি অতি সুমিষ্ট। তুমি সুখের সাগর, তুমি ভক্তদিগকে আনন্দে ভাসাইয়া দেও। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উথলিয়া উঠে, তোমার প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবী ভাসে।

তোমার দয়ার সাগর হইতে এই পাপ দগ্ধ জগতে জল আসিয়াছে, আর পৃথিবীতে সুখের সাগর উথলিয়া পড়িয়াছে। সেই যে শুষ্কতা পৃথিবীতে ছিল, তোমার প্রেমে তাহা সরস হইয়াছে। কি সুখের সমাচার তুমি প্রেরণ করিলে! তুমি কি দুঃখীর বন্ধুর হইয়াছ? কৃপাসিন্ধু তুমি, সকলে দয়াময় নামের উৎসব আরম্ভ করিল কেন? তুমি কি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত এই করিতেছ? হে ঈশ্বর! যাহারা তোমায় তাড়াইয়া দেয়, তুমি তাহাদের ঘরে কেন? পুণ্যাত্মাদের কাছে যাও তাঁরা তোমায় সমাদর করিবেন। দয়ার নদী প্রেমনদী! মহাশক্রর বন্ধু তুমি। যে তোমার নামের অবমাননা না করিয়া জল গ্রহণ করে না তার কাছে কেন? তাই বুঝি তোমাকে বলে দয়ার সাগর? তুমি কেন উচ্চ সিংহাসনে থাক না? পাছে আমরা মরিয়া যাই, সেই কান্দিতেছিলাম তাই বুঝি আসিয়াছ? বুঝি কান্না শুনিয়া থাকিতে পারিলে না? সন্তানের দুঃখ দেখিয়া কোন মতেই থাকিতে পার না? অনন্ত দয়ার সাগর, প্রেমসিন্ধু তোমার নাম।

তুমি অদ্বিতীয় রাজা, তোমারি নামের কোটী কোটী

নিশান উড়িতেছে। তোমার স্তব স্তুতিনিনাদে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। কে আগে হৃদয়ফুল তোমার চরণে নিঃক্ষেপ করিবে এই বলিয়া সকলে দৌড়িতেছে। একবারে ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বায়ু বহিতে থাকে। সমুদায়ের উপরে তোমার রাজত্ব। পাপী তাপীদের অদ্বিতীয় সম্বল তুমি। দীন দুঃখীদিগের এক মাত্র আশা ভরসা তুমি।

হে পুণ্যের আধার! তোমাব কি সীমা নাই? এই পর্য্যন্ত তুমি চলিবে, আর চলিবে না? স্বর্গের পুণ্য পৃথিবীতে আনিলে কেন? ব্রহ্মরাজ্যে সহস্র সহস্র সূর্য্যের উদয় হইল কেন? একবারে পুণ্যের সমুদ্র প্রেরণ করিলে কেন? তুমি যে স্বয়ং পুণ্য হইয়া অবতীর্ণ হইলে। তোমার চারিদিকে কোটী কোটী সূর্য্য হে জ্যোতিঃ! তোমার জ্যোতিঃ আমাদিগকে গ্রাস করিল কেন? কোথায় ছিলাম আসিলাম কোথায়! তুমি আসিতেছ এই বার্ত্তা শুনিয়া পাপ সকল আপনার আপনার স্থানে গিয়া লুকাইয়াছে। পুণ্যজলের কি ক্ষমতা! নিমেষের মধ্যে পাপ প্রক্ষালন করে। কৈ সে সকল পাপপ্রবৃত্তি যাহারা এত নির্যাতন করিত? এখন তাহারা পলায়ন করিল কেন? হৃদয়ে পুণ্যজ্যোতিঃ প্রবেশ করিতেছে। যে তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পরশে পবিত্রতা জন্মে সেই পবিত্র পুরুষ তুমি। হে ধর্ম্ম, হে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা! তোমার ভিতরে আছি, ইহা ভাবিলেও হৃদয় পবিত্র হয়।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি, অন্ধের চক্ষু তুমি, মৃতপ্রায় ব্যক্তির জীবন তুমি, নিরাশের আশা তুমি, এই পাপভগ্ন মহাপাতকী পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা তুমি, তোমাকে নমস্কার!

ধ্যান।

এই পৃথিবীতে থাকিয়া কিছুই হয় না। এই নিম্নতম স্থানে থাকিলে সূর্য্যের উত্তাপ পাওয়া যায় না। অত্যন্ত শুদ্ধভাবে থাকিলেও এখানে ভক্তদিগের আরাম সম্ভোগ করা কঠিন। একটী সোপান আছে, এই সোপান অবলম্বন করিয়া যোগীরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঊর্দ্ধে সেই মন্দিরে চলিয়া যান যেখানে যোগেশ্বর বসিয়া আছেন। ইহার চারিদিকে ঘোরান্ধকার, নিবিড় ঘনতম অন্ধকার, ইহার ভিতরে আর কিছুই নাই। ইহার ভিতরে যোগী যোগাসনে বসেন। সেখানে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মকথা শ্রবণ, কেবল তাঁহার কার্য্য হয়। এ স্থান স্পর্শ করিলে মন পবিত্র হয়। যোগের স্থান, ধ্যানের স্থান অতি পবিত্র। এখান হইতে মনে করিলে স্বর্গের সংবাদ আনিতে পারা যায়। এখানে বসিয়া সমুদায় পরলোকবাসী যোগী ঋষিদিগের ভাব পাওয়া যায়। পরলোকসমুদ্রের ঢেউ কি ভয়ানক! ঝপাস্ ঝপাস্ করিতেছে শুনা যায়। ব্রহ্ম এই স্থানে বসিতে বলিয়া গিয়াছেন তাই বসি। তিনি আসিবেন। জয় পরমেশ্বর, জয় পরমেশ্বর, জয় ভবকাণ্ডারী, জয় অন্তঃরাত্মা, জীবিতেশ্বর এই কথা বলিয়া তাঁহার ধ্যান করি।

কৃপাময় পরমেশ্বর একবার দেখা দিন, তাঁহার শুদ্ধ সহবাসে রাখিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন।

জগতের জন্য প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! প্রেমময় রাজা! সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হে ঈশ্বর: অনেক দিক্ অন্ধকার রহিল। তুমি সেই যে সুন্দর করিয়া নর নারীর মুখ রচনা করিয়াছিলে আজ আর সেরূপ নাই। তাহারা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, তোমার শত্রু হইয়া কি হইয়া পড়িয়াছে দেখ। তুমি যাহাদিগকে সুখী করিয়া রাখিবে মনে করিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যে আজ দশ জন মরিল, আরো কত মরিতে প্রস্তুত। তোমার নিকট এই সংবাদ আসিতেছে। লোকে তোমাকে মানে না। কবে তোমার সন্তানগণ সুখী হইবে? দুঃখের আগুন যে খুব জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জগদীশ্বর শুন, তোমার সন্তানগণ কাঁদিতেছে, নৌকা ডুবিতেছে। গৃহ পাপের অগ্নিতে পুড়িল। তুমি স্নেহ করিয়া তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছিলে সেই রত্ন দিয়া তাহারা পাপ কিনিল। সুপ্রভাত বুঝি হইল! ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে। দুঃখের পৃথিবী বুঝি আবার সুখের পৃথিবী হইল! এমন পিতা দেখি নাই। কবে সকলে মিলিয়া তোমার নামের জয়ধ্বনি করিব? কবে হৃদয়ের ছবি বাহিরে দেখিয়া আনন্দিত হইব? জানি না, কত বৎসর পরে কত সহস্র বৎসর পরে

সমস্ত পৃথিবীতে তোমার সত্যের জয়, প্রেমের জয়, পুণ্যের জয় হইবে। কবে সেই শুভ দিন আসিবে? জগদীশ্বর! আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশা ও সাহস দেও। আশীর্ব্বাদ কর, পাপের মলিনতা দূর করিয়া দাও। প্রকাণ্ড পৃথিবী তোমাকে জানে না, তোমাকে চিনিতে পারে না; যদি তোমার দয়া অবতীর্ণ হইয়া বিশেষ প্রেম প্রচার করে তবে ইহার দুঃখ ঘুচে। হে প্রাণারাম! যেন প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক পরিবার মধ্যে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুর্ব্বলকে সবল, নিরাশকে আশাপূর্ণ, দুঃখীকে সুখী করে; জগদীশ্বর. তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।"

উপদেশ।

ভক্ত যিনি তিনি পদ্মপ্রিয়, তিনি পদ্মপ্রয়াসী, ফুলের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্প লাভ করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কোন্ পুষ্পের কথা বলিতেছি? পৃথিবীর ফুল নহে। ফুলের ফুল কি? ঈশ্বরেব পাদপদ্ম। সেই পাদপদ্মের লোভে লোভী হইয়া দিন দিন তাঁহার হৃদয়ের উন্নতি হইল কি না ভক্ত ইহাই দেখেন। সেই উন্নতি কিসে? সেই লোভ বাড়িতেছে কি না তাহা জানিলেই সেই উন্নতি জানা যায়। ধর্ম্ম একটী পুষ্পোদ্যান, ইহার মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ করিবেন ইহাই ভক্তের হৃদয়ের একমাত্র ইচ্ছা। এই উদ্যানের পুষ্পই তাহার বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ভ্রমরের ন্যায় উড়িয়া গিয়া সেই স্থানেই তিনি

বসেন। কবিত্বের কথা বলিতেছি, ক্ষমা করিবে। সেই ভ্রমর উড়িঁয়া ঐ চরণপদ্মের উপর বসে, আবার উড়ে, আবার বসে। চরণপদ্ম কেন বলা হইল? বাস্তবিক আমাদের ঈশ্বরের কি চরণ আছে? যিনি নিরাকার, তাঁহার আবার চরণ কোথায়? চরণপদ্মের উপমা দেওয়া হইল, তবে মনের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক তাহা কি বলিব না? মন যদি মধুপ্রিয় না হয় পদ্ম ফুটিলই বা, তাহার মধ্যে মধু রহিলই বা আমার কি? আমার ভ্রাতা ভগ্নীর কি? সম্পর্ক আছে, যেখানে পুষ্প সেখানে ভ্রমর আসিবেই। হয় বল সৌরভযুক্ত কিছুই নাই তাহা হইলেই আমরা চলিয়া যাইব; কিন্তু যদি ব্রহ্মের উদ্যান থাকে, আর যদি সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর একটী পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকসিত পদ্ম দর্শন করিবার জন্য কার প্রাণে লোভ না হইয়া থাকিতে পারে? মনোলোভা সেই পরমেশ্বরের পাদ-পদ্মের শোভা যদি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার বাগান খুলিয়া দিয়াছেন। সেই উদ্যানের পুষ্পের এমনি লাবণ্য যে তাহা দেখিলে আর অন্য দিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু যদি থাকে সেই সৌন্দর্য্য দেখুক। ব্রাহ্ম, তুমি সেই সুন্দর পুষ্প দেখিয়াছ কি না? যদি দেখিয়া থাক, তবে তুমি সেই ফুল দেখিয়া মত্ত হও নাই এই অসার কথা মানিব না। হয় বল তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উৎসবের দিন আরো বিস্তৃত হইয়া অতুল সৌন্দর্য্য এবং সুমধুর সৌরভ বিস্তর

করিতেছে। নতুবা বল তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই। তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিয়াছি। কিন্তু ভাই! তোমাকে বিশ্বাস করি না; তাহা হইলে তোমার চক্ষু এমন হইত না; তোমার চক্ষে শুষ্কতা থাকিত না। প্রসন্নতা তোমার চখে নাই। আর একটী ভাই তুমি আমোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাত রাখিয়া আমারও আরাম হইল; তুমি ঐ ফুল দেখিয়াছ কি না তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। যোগী ভাই, ঋষি ভাই, তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। পদ্মফুল না দেখিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয় না। উদ্যানবাসী তুমি, আমি বুঝিলাম; কিন্তু ঐ ভাইটীর কথা তেমন বলিতে পারিলাম না। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে যান, অনেক প্রার্থনা, উপাসনা করেন; কিন্তু এখনও তাঁহার চক্ষু তেমন প্রফুল্ল হয় নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে বেড়ান সহজ নহে। কথা কহিতে হবে না, একবার তিনি কাছে বসুন, সেই বাগানে স্থান পাইয়াছেন কি না তাঁহার চক্ষু দেখিলেই বুঝা যাইবে। যে ভ্রমর ফুলের মধুপান করিতেছে তাহাকে টান দেখি! প্রাণ থাকিতে সে সেই পুষ্প ছাড়িয়া যাইবে না। কেবল কি পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ভ্রমরকে আকর্ষণ করে? না, ভ্রমরের আরো এক আকর্ষণ আছে; সে যে পুষ্পের মধুপান করে। ঐ মধুর লোভেই তাহাকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করে। ভোর হইতে না হইতে হাজার

হাজার ভ্রমর বাহির হইল। কিসের জন্য? ঐ মধুপান করিবার জন্য। আমাদেরও আজ শুভ প্রাতঃকাল হইয়াছে। তবে বন্ধুগণ! তোমরাও তৃষিত, কাতর ভ্রমরের ন্যায় মধুলোভী হইয়া কি বাহির হইবে না? কোন্ ফুলে যাইব? ব্রহ্মের পাদপদ্মে। ব্রহ্মের চরণতলে সৌন্দর্য্য আছে, শান্তিরস আছে এবং কোমলতা আছে; তবে সেই শ্রীপাদপদ্মে প্রবেশ করিলে দর্শন হইল, রসাস্বাদ হইল, এবং স্পর্শসুখ হইল, তিনই হইল। শতদল পদ্ম কাহাকে বলে? তাহার স্পর্শে কি সুখ হয় না? ভাগবতে কি বলা হয় নাই, ব্রহ্মস্পর্শে ভক্তেরা সুখ লাভ করেন? স্পর্শমাত্র হর্ষ, স্পর্শেই পরিত্রাণ। স্পর্শেই হৃদয় নির্ম্মল হয়। সুখরস পান করিয়া যে ভ্রমর মোহিত, হাজার তাহাকে তাড়াও সে যায় না। মধুপানের লালসা প্রাণের ভয় অপেক্ষা অধিক হইল। মধু পানে তার প্রাণ মত্ত, লালায়িত। বলপূর্ব্বক তাহাকে তাড়াইয়া দাও আবার সে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেখানেই আসিবে। কেন? আর তার অন্য গতি নাই। এইরূপ অনন্যগতি ব্রহ্ম-ভক্ত। সেই ব্রহ্মপাদপদ্ম দলের ভিতরে ভক্ত গুপ্ত ভাবে থাকে, গুপ্ত ভাবে মধুপান করে। সংসারশক্র! তুমিত তাহাকে দেখিতে পাইলে না। সেই ঈশ্বরের ক্ষুদ্র জীব কোথায় গেল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভ্রমর লুকাইয়াছে। হায় ঈশ্বর! কবে আমাদের সে দিন হইবে? কবে তোমার মধ্যে আমরা লুকাইয়া থাকিব? ওরে প্রাণ! বল্ তোর কি হবে? জীবনের

বন্দোবস্ত হউক। আমাকে বল গোপনে, তুমি সেখানে যাইবে কি না? পৃথিবী-পরায়ণ মন, বিষয় বাসনায় পূর্ণ রহিয়াছে যে মন তোমার কি গতি হইবে? ঈশ্বরকে আমাদের মন চায়, ব্রাহ্মেরাও তাঁহাকে চান; কিন্তু নৈবেদ্য আগে তাঁহাকে দেন না। আগে তাঁহারা অন্য দেবতার পূজা করেন। ব্রাহ্ম! তোমার গৌরবের কথা বলিলাম, কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করি নাই। তুমি উৎসবে আসিয়াছ ইহা আনন্দের বিষয়; কিন্তু তোমার সঙ্গে পাপটী কি লুকাইয়া রাখিয়াছ? আগে ব্রহ্মপূজা। যিনি স্বর্গের সুধাপান করিবেন তিনি আগে এই কথা বলিবেন। "হে ঈশ্বর! তোমাকে আমি সর্ব্বাগ্রে ভাল বাসিব; তোমার জন্য আমার প্রাণ লালায়িত"। ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার মন এইরূপে একান্ত অনুরক্ত হইল তাঁহারই জন্য স্বর্গের দ্বার খুলিল, অন্যের জন্য খুলে না। নির্ব্বোধ মন, জ্ঞানী ভ্রমরের নিকট শিক্ষা কর, ভ্রমর দলের ভিতর লুকাইল। অন্য ভ্রমর তাহার কাছে আসিলে তাহাকে সে বলে, বাড়ীতে খবর দেও, আমার আর ফিরিবার উপায় নাই। ফুলের সৌন্দর্য্য এবং রসসাগরে এমনি মগ্ন হইয়াছি যে আমার হাত পা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আর আমার উড়িবার ক্ষমতা নাই। বাড়ী যাও সংবাদ বল। জ্ঞানী ভ্রমর, তুমি যাহা বলিলে ব্রাহ্ম তাহা বলিতে পারিল না। তুমি যেমন কোমল দলে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলে ব্রাহ্মসমাজ এখনও তেমন আরাম স্থল পাইল না। যদি পৃথিবীতে কখনও ব্রহ্মপিপাসু লোক আসে, ভ্রমর!

তোমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিব। ব্রাহ্ম! আমার কথায় তোমার কিছু হবে না। আমার কথায় জ্ঞান, চৈতন্য হবে না। এখনও তোমার কার্য্যের লোভ, টাকা কড়ির লোভ আছে। প্রভুত্ব লাভের অনেক অবশিষ্ট আছে। তুমি ভ্রমরের ন্যায় নহ। পৃথিবীর ব্রাহ্ম তুমি, পৃথিবীতে তোমার বাড়ী; একান্তই পৃথিবীতে তুমি আবার ফিরিয়া যাইবে। এত গুলি ব্রাহ্মের ভিতরে তবে একটীও যোগী ব্রাহ্ম নাই? দেবর্ষি রাজর্ষি মহর্ষি পরলোকবাসী যোগী সন্ন্যাসী বৈরাগী উদাসী, তোমরা এখন কোথায়? তোমরা যে এই উদ্যানবাসী। এক স্বর্গ আমি জানি, তার নাম বাগান, ইহাই আমার ব্রাহ্ম ভ্রাতার স্বর্গ, ইহাই আমার ব্রাহ্মিকা ভগিনীর স্বর্গ। এই স্বর্গেই সেই পরলোবাসী মহাত্মারা আছেন,—ব্রহ্মপাদপদ্মে লুকাইয়া আছেন। নিশ্চয় এখানেই আছেন। ঐ ফুলের সৌরভের ভিতরে লুকাইয়া আছেন। কোথায় তোমরা সেই তপস্বী সেই যে হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করিতে, স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া পৃথিবীর মুখ দেখিতে না পাছে যোগ ভঙ্গ হয়, পাছে সেই সুখের বিলাস জাল তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে? গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে এবং বর্ষার অজস্র বারি ধারাতে তোমাদের ধ্যানভঙ্গ হইত না; তোমরাও এই স্থানে আছ। প্রচারকগণ! তোমরাই বা কোথায় গেলে? সেই যে কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছ, অগ্নি সমুদয় শরীর দগ্ধ করিল। কিন্তু তোমাদের চক্ষু কাঁদিল না। হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলে। কোথায় রহিলে আজ

তোমরা! এই যে এখানেই তোমাদের গতি! পৃথিবীতে এতকাল খাইতে পাও নাই, পরিতে পাও নাই, কিন্তু এত কষ্টের পর ব্রহ্মপবিত্রতার মুকুট তোমাদের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। যত যোগী ভাই, যত তপস্বী ভাই, সকলেই এই স্থানে আছেন। এত বড় পাপী আমি এমন মহাত্মাদিগকে আমার ভাই বলিলাম! পাপীর ভাই বলিলামই বা! আমাদের যোগী ঋষি ভাই সেই ভক্তেরা, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা সব ঐ খানে। সন্ন্যাসী ভাইগণ! পৃথিবীতে দুঃখ তোমরা পরিধান করিতে, দুঃখ তোমরা আহার করিতে, কিন্তু দেখ, এই উদ্যানে আসিয়া তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই উদ্যানে দেখ সকলকেই পাওয়া যায়। শুদ্ধ আমাদের দেশের নহে, সকল দেশের সাধুরাই এখানে বাস করিতেছেন। এই একটী পদ্মফুল, ইহাকে যদি হৃদয়ে রাখিতে পার সকল দেশের মহাত্মাদিগকে ইহার মধ্যে পাইবে। এমন কবি নাই, চিত্রকর নাই, যে ইহার রূপ গুণ বর্ণনা করে, ইহার সৌন্দর্য্য চিত্র করে। সকলেই ইহার মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের লোক আর আসিল না। দূর হইতে তাহারা দেখে আর পলাইয়া যায়। ঢের কাজ তাহাদের হাতে! তারা পরের পরোপকার করে, অনেক সদনুষ্ঠান করে; কিন্তু পাছে মত্ত হইয়া যায় এই ভয়ে ঐ পদ্মের মধু পান করে না। দূর হউক এমন ধর্ম্ম! দূর হউক এমন পরিশ্রম! দূর হউক এমন পরোপকার যাহা ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করে। শুন

জ্ঞানবান্ ভাই! মৃত্যুশয্যাকে যদি কণ্টকময় করিতে না চাও, তবে এই পদ্ম ভিন্ন আর গতি নাই; ইহা জানিয়া ইহার মধ্যে লুকাইয়া থাক। যদি বাঁচিতে চাও, বাহিরেব আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। যে ভ্রমর মধুপান করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে সে গুন্ গুন্ করে না। সেইরূপ যে ভক্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে গুপ্তভাবে মধু পান করে, সংসারকোলাহল তাহার অনেক দূরে। ভক্ত প্রমত্ত হইয়া সেখানে বসিলেন, সংসার তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। আসিবে না ভ্রমর? তবে সৃষ্টি কেন? এত আয়োজন কেন? চন্দ্র সূর্য্য কেন? এত কাল নদ নদী চলিল কেন? ব্রাহ্মসমাজ কেন? নর নারী একত্র হইল কেন? উৎসব হইল কেন, যদি পদ্ম দেখিয়া বিমোহিত না হইবে? ঈশ্বর আছেন দয়া করিবেন। যাহারা ফাঁকি দিতে চায় তাদেব আমরা চাই না। দুই চাবি জন যাঁহারা পদ্ম ফুলের ভিতরে আসিয়া বসিবেন তাঁহাবা আসুন। এই কাযের ব্যস্ততা না শেষ হইলে বুঝিতেছি কেহই আসিবে না। কত দূরে ভাই, কত দূরে ভগিনী, পনর বৎসর বাহির হইয়াছেন, তবু দৌড়িতেছেন না কেন? পদ্ম ফুলেব যাত্রী যাহারা তাহারা কি অন্য ফুলে ভুলিল? কতকগুলি ফুল পথে আছে, তাহাদের রূপ আছে, কিন্তু মাধুর্য্য নাই; যাত্রীরা কি সেই ফুলে ভুলিল? তাহারা কি এই স্থানে আসিবে না? তাহাদের প্রাণের মধ্যে বাসনা আছে বড় লোক হয়, প্রভুত্ব হয়; নইলে তাহারা ব্রহ্মপাদপদ্ম ভুলিয়া থাকিবে কেন? বড় বড় যোগী ঋষিরা

এখানে মত্ত হইয়া রহিলেন ; কিন্তু ঐ বিসয়াসক্ত ব্রাহ্মেরা এ দিকে আসিল না। তাহাদের ইচ্ছা, পৃথিবীতে তাহারা প্রভু হয়, আর কতকগুলি লোক তাহাদের শিষ্য হয়। পরিবার-মধ্যে কর্তৃত্ব করে, পারিবারিক সুখ ভোগ করে, এই আশা তাহাদের মনে আছে, তাই তাহারা ঈশ্বরের পাদপদ্মের দিকে ফিরে না। ব্রাহ্মগণ! যদি পদ্মপত্রের অরণ্যের মধ্যে গিয়া বসিতে পার বাঁচিবে। কাহারও কুমন্ত্রণা শুন না। ঐ এক গুরু আছেন পদ্ম গুরু। ঐ চরণতলে পড়িয়া থাক, কত নূতন সৌন্দর্য্য দেখিবে। চারিদিকে কার্য্যের ব্যস্ততা, তোমরা সেই ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া এখন আহার কর, শয়ন কর ঐ পদ্মে। ঐ দেখ পিছনে সংসার ডাকিতেছে, ঐ ধ্যান ভক্তির কুলক্ষণ—টাকা কড়ির কথা আসিতেছে। সংসারের কি দগ্ধ হৃদয়! আবার বিষপূর্ণ পাত্র মুখের ভিতর ঢালিবে। যদি এই পাদপদ্মতলে আসিযাছ, তবে বস না? সেই সুচতুর ভ্রমরকে কত টানিল সে তবু আসিল না। আমি যাব কেন? কুপ্রবৃত্তি, তোমার কথায় ভুলিব না। এক একবার ব্রাহ্ম মধুপান করে, আবার সংসারে মাতিতে যায়। ওহে ব্রাহ্ম! তোমার কি গতি হইবে? যাদের প্রাণ সংসারে সুখী হইতে পারে না, শরীর যাদের ক্ষীণ, দুর্ব্বল, তাহাদের গতি কর হে ঈশ্বর! করিবেন গতি, তারই জন্য পদ্ম ফুল। এই ফুলেই সমস্ত জগতের গতি। শত সহস্র বৎসর পরে যাঁহারা যোগী ঋষি হইবেন, তাঁহারাও এখানে আসিবেন। ভক্তিঘাট হইতে এক খানি দুখানি

করিয়া নৌকা খুলিয়া সকল সাধুরা এখানে আসিবেন। ভক্তেরা নৌকা খুলিলেন, আর আনন্দবাদ্য বাজিল, সেই বাদ্যে পৃথিবীর কোলাহল ডুবিয়া গেল। ভক্তেরা চলিয়া গেলেন, দুষ্ট সংসার তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারিল না। যোগী যেখানে যাবার চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের নৌকা কবে ছাড়িবে বল? ওপারে গেলে তবে ভক্ত যোগী ঋষিদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাইবে। দয়াল আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিয়া আমাদের শান্তি হউক!

প্রার্থনা।

হে দয়ার সাগর পরম পিতা! এই যে দগ্ধ বক্ষ দেখিতেছ, ইহাতে একটী দাগ আছে, এই দাগের সঙ্গে যেন তোমার চরণপদ্মের দাগের মিলন হয়। তোমার ঐ চরণপদ্ম যদি এখানে বসে, আ! বলিয়া প্রাণ জুড়াইব। তোমার পাদ-পদ্ম নিরাকার, আমার হৃদয়ও নিরাকার, তথাপি আমার হৃদয় তোমার ঐ পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া স্বর্গে যাইবে। অমুক মানুষ স্বর্গে গেল এই বিজ্ঞাপন পৃথিবীতে যাইবে। আমি লোভী;— পৃথিবীর ধনের জন্য নয়, তোমার চরণপদ্মের জন্য। তোমার চরণপদ্মের যে গুণ শুনিলাম, তাহাতে কাহার না লোভ হয়? গরিব কাঙ্গাল অনেক প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, এখন চরণপদ্মে স্থান দাও। যদি ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া প্রতিকূল হইয়া শত্রুতা করিয়া তোমারি কথা না শুনেন তবে কার্য্য-

বিহীন মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারিবে কেন? এই নিষ্ঠুরতা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। বুকের মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, তোমার কথা কহিতে পারিব না। ভিতরে ধাক্কা দিয়া উঠিতেছে কত সুন্দর কথা; কিন্তু বলিতে পারিব না, এ অত্যন্ত ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। সব কর্ণ শ্রান্ত হইয়া গেল, তোমার কথা আর তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা বলে, জ্ঞানবানের কাছে এ সকল কথা বলিও না, ছেলেদের কাছে বল; এই কথা বলিয়া লোক গুল চলে যায়। কায করিতে দিবে না। তোমার কথা বলা কি অপরাধ? তোমার কথা না বলিয়া এমন ছাই কথা কোথায় হইতে আনিব যাহাতে সংসারাসক্ত লোকদিগের মন তুষ্ট হইবে? আর সংসারের কথা সমস্ত দিন বলিবই বা কেমন করিয়া? তুমি যখন মুখে আসিয়া অবতীর্ণ হও, তখনই ভক্ত তোমার কথা বলে। মন যদি তোমাকে ভালবাসে, মুখ তোমার কথা বলিবেই বলিবে। তুমিইত তোমার কথা বলাও। কেহ কি তোমার গুণ গান করিতে পারেন তুমি না বল দিলে? ধন মানের গুণ গান করে এমন অনেক লোক আছে; কিন্তু দুই পাঁচটা লোক যদি সমস্ত জীবন দিয়া তোমার ধনের কথা বলে তাতে ক্ষতি কি? পাঁচটা লোককেও তারা তোমার কথা বলিতে দিবে না। হে ঈশ্বর, তুমি ধমক দিয়া জগৎকে বল, এমন কথা সে যেন আর না বলে। এমন কথা চাপা দিলে কি হবে? তবে কি মনের ভিতর যাব? সজনে সাধন হয় না, এই বলিয়া কি তবে

নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব ? তবে কি একা আপনার কুটীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিব ? একটা লোক,—তাঁহাদের উপরে নয়, তাঁহাদের চরণে এই জন্য থাকিতে চায় যে তাঁহাদিগকে তোমার কথা শুনাইবে ; তাহাতে কি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না ? যার স্থান তাঁদের পদতলে, সেই স্থান সে না পাইলে যে তাহার মৃত্যু। এত লোক দেশ দেশান্তর হইতে আসিলেন,—এত দুঃখী পুরুষ, এত দুঃখিনী মেয়ে,—এবার কি ইহাঁরা ভক্তিতে প্রেমেতে আদ্র হইবেন না ? ইহাদের চক্ষু তোমাকে দেখুক, কেবলই ঐ শ্রীমুখ দেখুক, তোমার চরণপদ্মের ভিতরে, ঐ সুখের সমুদ্রের ভিতরে ইহাঁদের স্থান হউক। আরও যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারাও ঐ পাদপদ্মের ভিতরে আরাম আরও লাভ করুন ! দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর, উৎসবের দিন কাঙ্গাল গরিবেরা ব্রহ্মপাদপদ্মে স্থান পাউক ! তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

(শান্তিবাচনের পর।)

হে দীনসখা ! কি শুনিলাম, কি আশ্চর্য্য কথা, তোমার নিজের শ্রীমুখের কথা ! আর কিছু চাও না, কেবল তোমার সন্তান তোমাকে একবার ডাকুক এই তুমি চাও। কে কখন তোমাকে ডাকে শুনিবার জন্য তুমি দিবানিশি জেগে আছ। তুমি এমনি করে আপন মুখে বলে দাও। ভালবাসাটা কি সামগ্রী। তোমার ভালবাসার কাছে গেলে ভক্ত মূর্চ্ছিত হন।

একবার ডাকিলে তুমি কাছে এস, এ কথা কত বার পরীক্ষা করিয়াছি, দুষ্ট মন তবু মানে না। একটু বিপত্তির মধ্যে পড়িলে সে তোমার নামে অবিশ্বাস করে। আমাদের দুষ্ট কুটিল মন তোমার দোষ দেয়। এই অবিশ্বাসী নিরাশ মনকে কুটিলতা হইতে রক্ষা কর। এইত দেখা দিলে উৎসবের দিনে। এখনত উৎসবের জল শুকায় নাই, প্রেমনদী শুকায় নাই। এই বুঝি সকল পাপীদের মন সিঞ্চন করিলে! অনু-তপ্ত হৃদয় কাঁদিলে হু হু করিয়া জল বাড়িয়া যায়। এবার আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রস্ফুটিত পাদপদ্মের ভিতরে চিরকাল বাস করি। কঠোর নাস্তিক পাষণ্ড চক্ষুকে বলিব, আগে জল ফেল। যাই জল পড়ে, অমনি পদ্ম ফুল ফুটে কেন? একবার যাই বলে আমি গরিব, কাঙ্গাল অমনি ফুল ফুটে। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।" ইহা তোমারই মুখেব কথা, যথার্থ কথা। এই ফুল যখন দেখাইলে, আর অন্য ফুলের প্রয়াস রাখা হবে না। সকলকে বলিব ফুল দেখ্‌তে কে যাবি আয়! হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, আজ যাহা শিখাইলে তাহা সাধন করি। এমনি করে তোমার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকি। তোমার পবিত্র পাদপদ্ম আমাদের কল-ঙ্কিত মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় সরস রাখিব, আরামে সুখে দিন যাপন করিব। হে দীনবন্ধু, কাঙ্গালশরণ, উৎসবের রাজা, আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

(অপরাহ্ণে ধ্যানের উদ্বোধন।)

ব্রহ্মোপাসনার অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মধ্যান অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। ধ্যান করা এত কঠিন ব্যাপার যে ইহার জন্য পূর্ব্ব কালের যোগীরা সংসার তাগ করিয়া যেখানে কোলাহল নাই সেখানে যাইতেন। যেখানে সহস্র প্রকার বিপত্তি মনকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেন। আমরা ধ্যান সাধন করিবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করি না; কিন্তু সেই জন্য যে আমরা সবল তাহা বলি না। এই সংসারের কার্য্যব্যস্ততাব মধ্যে এখনই ব্রহ্মরূপ সাগরে মনকে ডুবাইতে হইবে ইহা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। অভ্যাস সাধনা দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে হইবে। এমন সাধন অভ্যাস করিতে হইবে, ধ্যানের মূল মন্ত্র এমন সাধন অভ্যাস করিতে হইবে, ধ্যানের মূল মন্ত্র এমনি করিয়া ধারণ করিতে হইবে যে বাহিরের সহস্র বিপত্তি এবং প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও ব্রহ্মপাদপদ্মে মধু পানে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে। একটু পূর্ব্বকার কথা স্মরণ হইলে ভাবযোগনিয়ম দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত হইবে। যতক্ষণ ব্রহ্মানন্দরসপান করিতে সমর্থ না হও, ব্রহ্মধ্যান করিবার জন্য বিশেষ একাগ্র হও। যতক্ষণ মন গাম্ভীর্য্যবিহীন হইয়া লঘুভাব ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়ায়, ততক্ষণ ধ্যান কবিতে পারা যায় না। গুরুত্ব না থাকিলে কিছুতেই সাগরে ডুবে না, লঘুতাবিশিষ্ট ভাসে। যখন আপনার মনের ভিতরে ভার বুঝিতে পারিলে,—বিশ্বাসের

ভার, প্রেমের ভার, অনুরাগের ভার,—জানিবে সেই অবস্থা ধ্যানের অনুকূল। যতই সেই ভার অধিক হইবে, দেখিবে ততই তাহা বেগের সহিত তোমাকে জলের মধ্যে ব্রহ্মসাগরের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" ধ্যানমন্দিরের যাত্রীদিগের ইহাই মূল সম্বল। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর যোগী তাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ সৌন্দর্য্যে মগ্ন হয়। ব্রহ্মস্পর্শে তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কেবল আত্মাকে পরমাত্মার ভিতরে ছাড়িয়া দিবে, আর দেখিবে, আত্মা গভীব যোগানন্দরসে মত্ত হইয়া যাইবে। ধ্যানের নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট অধিকারী সকলেই প্রস্তুত হও, যাহার পক্ষে যে বিধি উপযুক্ত তিনি তাহা গ্রহণ করুন। কেবল যিনি যেখানে ছিলেন তাহা হইতে তিনি একটু অগ্রসর হউন। এক একটী দল চলিল ব্রহ্মধ্যান করিবার জন্য। কি অপূর্ব্ব শোভা! নিরবলম্ব ভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। গম্ভীর ভাবে অনুরাগ ভক্তির সহিত আপনার আত্মাকে ব্রহ্মসাগরে নিঃক্ষেপ কর। যদি দেখ তোমাব চিত্ত আকাঙ্ক্ষানুসারে যথোচিত দূরে গেল না, আবার টানিয়া আরও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত তাহাকে নিঃক্ষেপ কব। ঈশ্বরের ভিতরে আমি, আমার ভিতরে ঈশ্বর। ব্রহ্মের সত্তার ভিতরে আমার সত্তা, আমার ক্ষুদ্র সত্তার ভিতরে ব্রহ্মের সত্তা। ব্রহ্মসাগরে আমি ওতপ্রোত ভাবে ডুবিয়া আছি। আবার ব্রহ্ম ডুবিয়া আছেন আমার হৃদয় সরোবরে। ব্রহ্মময় জগতে ব্রহ্মকে দেখিবার জন্য কি আর চেষ্টা করিতে

হইবে ? মহাসমুদ্রে নিঃক্ষিপ্ত আত্মা ডুবিয়া চলিল। চারিদিকে ব্রহ্মসাগরের তরঙ্গ, মধ্যে আমি। আমি আমার পিতাকে ধ্যান করিতে বসিলাম। কৃপাসিন্ধু এই শুভক্ষণে আমাদিগকে দর্শন দিন! তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রত্যেকের শরীর মনকে পরিশুদ্ধ করুন।

(ধ্যানান্তে প্রার্থনা।)

হে সুন্দর অন্তরাত্মা, হে গম্ভীর প্রকৃতি পরম পুরুষ, ঘোরান্ধকার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য, যে জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া তুমি পাপীকে সুখী করিলে তজ্জন্য তোমাকে কি দিব, তোমাকে ধন্যবাদ করি। এমনি করে ভক্তের ঘরে চির কাল থাক। এই ভগ্ন হৃদয়ে চিরকাল বাঁধা থাক। তোমাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া যেন কখন কাঁদিতে না হয়। অতি নিকটস্থ গম্ভীর পরমাত্মা তুমি, দয়া করিয়া ধ্যানান্তে তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

(দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ।)

তোমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ব্রহ্মপরিবারমধ্যে প্রবেশ করিতেছ, তোমরা সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিয়া তুলিতেছ। তোমাদের সমক্ষে সর্ব্বদা কেবল এক জন বিদ্যমান থাকিবেন, সংসাররণক্ষেত্রে সর্ব্বদা এই সেনাপতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে। ভক্তি একমাত্র তোমাদের সম্বল হইবে। যখনই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে দয়াময়ের কাছে যাইবে। অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের নিকট কপট উপাসনা শিক্ষা করিও না। ব্রহ্মকে

সদ্গুরু বলিয়া স্বীকার কর। কপট উপাসনাতে কেবল আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে যেন প্রার্থনা নিঃসৃত হয়। এই সংসার শুষ্ক মরু ভূমিতে ভক্তিবারি সঙ্গে থাকিলে কোন ভয় নাই। যখনই শুষ্ককণ্ঠ হইবে সেই বারি পানে তৃষ্ণা দূর করিবে। যতবার তোমাদের হৃদয় উত্তপ্ত হইবে, ততবার সেই জলে অবগাহন করিবে। কিন্তু কেবল প্রেম হইলে চলিবে না। কেবল মুখে আপনাকে প্রেমিক বলিলে কি হইবে যদি প্রাণের মধ্যে না প্রেম থাকে, যদি ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে? দেখ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে শত সহস্র জন্তু তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সম্মুখ যুদ্ধে ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে; নতুবা সেনাপতির কলঙ্ক হইবে। তাঁহার নিশান তোমাদের হস্তে। পুরাতন ব্রাহ্মের অবিশুদ্ধ চরিত্র যদি তোমাদের থাকে তবে তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গৌরবের ক্ষতি হইবে। অন্যে আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদর করিবে না। নূতন ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমাদের চরিত্রকে সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখিতে হইবে। মন শুদ্ধ হইলে বড়ই সুখ হইবে। চিত্ত শুদ্ধ করিলে তোমরা যেমন আপনারা কৃতার্থ হইবে, তেমনি পৃথিবীর কাজেও তোমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে। কি বৃদ্ধ বয়সে, কি যৌবনে রিপুপরতন্ত্র হইও না। পাপ প্রলোভন প্রথমে চোরের ন্যায় আসে, অতএব সুচতুর হইয়া সামান্য পাপের হস্ত হইতেও আপনাকে রক্ষা করিবে। কে বলিতে পারে, অদ্যকার বিন্দু পাপ কল্য সিন্ধু

প্রায় ইহবে না? ঈশ্বরের প্রতি যতক্ষণ তোমাদের ভক্তি থাকিবে ততক্ষণ তোমাদিগকে পাপ ভয় করিবে। একবার ব্রহ্মভক্তি শুকাইলে পুরাতন শত্রু সকল প্রবল হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ কঠিন ব্রত দ্বারা ইন্দ্রিয় দমনে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে। তোমাদিগকে দেখিয়া আরও পৃথিবীর লোক ইহার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মসমাজ নূতন নূতন উপাসক পাইয়া আপনার বল খ্যাতি বিস্তার করিবে। ঈশ্বরের চরণাশ্রয়ে থাকিয়া অদ্য প্রাতঃকালে যে উপদেশ পাইলে জীবনে তাহা সাধন করিবে। দয়াময় পরমেশ্বর, যিনি সাধু অসাধু সকলের মিত্র, তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

(সায়ংকালীন উপদেশ।)

শুভক্ষণ।

ধর্ম্মরাজ্যে শুভ দিন আছে এবং শুভক্ষণ আছে। সংসারের অনেক লোক কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া দিন ক্ষণ অন্বেষণ করে। শুভযাত্রা আরম্ভ কি শেষ করিতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া তাহারা সময় নিরূপণ করে। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় ব্যাপার সকল দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ধর্ম্মরাজ্যেও শুভক্ষণ আছে। ধর্ম্মপথে অনেকের যে দুর্গতি হয় তাহার কারণ তাহারা সেই দিন ক্ষণ নিরূপণ করিয়া কার্য্য করে না। পাপপ্রবৃত্তি বশতঃ তাহারা সে সকল শুভক্ষণ হারাইয়া ফেলে। দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও অনেক সময় পাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করে; কিন্তু উপযুক্ত দিন ক্ষণে

কার্য্য না করাতে তাহাদের চেষ্টা বৃথা হয়। বিপত্তি দেখিলাম; কিন্তু সেই বিপত্তি যে সময়ে দূর করা উচিত ছিল, সেই সময় যদি তাহা দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া থাকি, পরে সহস্র গুণ চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না সন্দেহ। শুভ-ক্ষণে যে বল প্রকাশিত হয় তাহা অন্য সময়ে হয় না। ব্রহ্মদেশে কাহার কখন কি করিতে হইবে বিশেষরূপে তাহা নির্দ্দিষ্ট রহি-য়াছে। কখন উত্তম পুস্তক পড়িতে হইবে, কখন সাধুসঙ্গ করিতে হইবে, কখন একাকী সাধন ভজন করিতে হইবে, এ সমুদয়ই ব্রহ্মরাজ্যে স্থির রহিয়াছে। এতক্ষণ এই সাধন করিতে হইবে, যাই দশটা বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল আর তাহা করিবে না। ঈশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া বলিয়া দিবেন, অমুক সময় বিলাস শত্রুর ভিতরে বসিয়া বিশেষ সাধন আরম্ভ করিতে হইবে, এই ভাবে বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, এই রূপে যোগাভ্যাস করিতে হইবে। যদি সন্ধ্যার সময় ঈশ্বর বলেন এই বীজ মন্ত্র পাঠ কর, তুমি যদি বল আজ পারিব না, আর এক দিন করিব, তবে তুমি নিজে তোমার সর্ব্বনাশ করিলে। প্রত্যেকে আপনার জীবন পুস্তক পাঠ করিয়া বল এই কথা সত্য কি না? নির্দ্দিষ্ট আদেশ যথা সময়ে এবং যথাবিধিমতে পালন না করিলে কেহই সিদ্ধ হইতে পারে না। যখন যাহা করিতে হয় তখন কেবল তাহাই করিবে। প্রাতঃকালের সঙ্গীত রাত্রে বিষ। আমার একটী কথা যাহা এখন বলিলে অমৃত ফল ফলাইবে, অন্য সময় বলিলে তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইবে। আমার একটী মধুর

ব্যবহার যাহাতে এক জন মহাশক্র আমার মিত্র হইবে, সময়ান্তরে সেই ব্যবহার দেখিয়া আমার বন্ধু হয়ত আমাকে শক্র মনে করিবে। অতএব জীবনের কার্য্যসকল যথাসময়ে সম্পন্ন করিবে। প্রার্থনা করিবে যথাসময়ে। ধর্ম্মজীবনের শুভক্ষণ পঞ্জিকা বলিয়া দিবে না, কোন মনুষ্যের ক্ষমতা নাই আর এক জনকে তাহার জীবনের শুভক্ষণ বলিয়া দেয। কে জানে তোমার মনেব গুপ্ত যন্ত্র ? তুমি যদি যোগাসনে বসিয়া সেই যোগেশ্বরকে ডাক, তিনি বলিয়া দিবেন "মঙ্গলবার পাঁচ-টার সময় রিপু দমন করিবার জন্য এই কার্য্য কবিবে।" "তোমার রাগ দ্বাবা ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত, এখনই তুমি রাগ দমন করিবার জন্য এই উপায গ্রহণ কব।' ঈশ্বরের মুখ হইতে তুমি এই গম্ভীর ধ্বনি শুনিলে, ইহা শুনিযাও তুমি যদি বল আজ অন্য একটী কার্য্য আছে, অন্য দিন রাগ দমন করিতে চেষ্টা কবিব, এই কথা বলিয়া যদি ঈশ্বরের বাক্য অবহেলা কর, তবে কি সর্ব্বনাশ কবিলে তুমি তখন জানিতে পারিলে না। সেই শুভক্ষণে রাগ দমন করিতে নিযুক্ত হইলে না, পরে দুটী বৎসব পবিশ্রম করিলে, আব কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। শুভক্ষণ পৃথিবীতে সর্ব্বদা হয় না, এক দিন একটী বিপদ হইল, আর সেই বিপদ হইতে তোমার যাহা শিক্ষা করা উচিত ছিল তুমি শিক্ষা করিলে না। কাহারও মৃত্যু হইল, সেই ঘটনাতে তোমাব প্রাণ কোমল হইল, বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার জন্য তোমার মন প্রস্তুত হইল ;

কিন্তু তুমি মনে করিলে অদ্য নহে, কাল প্রাতঃকালে বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিব! সেই প্রাতঃকাল আসিল; কিন্তু তোঁমার অন্তরে আর সেই বৈরাগ্য ভাব আসিল না। এক সময় দয়াল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার অন্তরে ইচ্ছা হইল প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দয়ালের চরণে উৎসর্গ করি; কিন্তু কোন বন্ধুর অনুরোধে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহা করিলে না; কিঞ্চিৎ বিলম্বে আর সেই ভাব রহিল না, এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে তুমি হৃদয়ের প্রতি তাকাইয়া দেখিলে সেই ভক্তির প্রাবল্য নাই, কেবল মৃত ভক্তি, মৃত প্রেম পড়িয়া আছে। বাহিরে মৃদঙ্গ বাজিল; কিন্তু তোমার অন্তরের ভক্তির বাদ্য আর বাজিল না! সে ভক্তি আর আসিল না। এক বার শুভক্ষণ হারাও, আর আসিবে না। শুভক্ষণের যেন রাগ আছে, সে যেন বলে, আমি ইহার নিকট আসিলাম, এ ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করিল না, অতএব আমি চলিয়া যাই, আর ইহার নিকট আসিব না। সেই যে তুমি হারাইলে, সেই মঙ্গল মুহূর্ত্ত, সেই মহেন্দ্র ক্ষণ আর আসিল না। অতএব তুমি সর্ব্বদা প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাক, কখন শুভক্ষণ আসিবে, কখন তোমার প্রভু আসিয়া তোমাকে কি আদেশ করিবেন। শুভক্ষণের মূল্য যে জানিয়াছে সে শীঘ্র মরে না। অতএব ব্রাহ্মগণ! শুভ-ক্ষণে কার্য্য করিও। সাধন ভজন যথাসময়ে করিও। শুভ-ক্ষণে কার্য্য করিলে যেমন অনুকূল বায়ু পাইবে অন্য সময় ঠিক তেমন অনুকূলতা আসিবে না। কেন আর ইচ্ছা করিয়া

বিলম্ব কর? আজ রাত্রে যাহা করিতে হয় আজই তাহা কর। পৃথিবীতে ফুল ফল কাহাকে বলে তোমরা জান। ফুলের সময় আছে, ফলেরও সময় আছে। ফুল যতক্ষণ লাবণ্য এবং সৌরভযুক্ত থাকে, ততক্ষণই তাহার আদর; ফল যতক্ষণ সরস, ততক্ষণই তাহা সুস্বাদু। পুষ্প শুষ্ক এবং ম্লান হইল, আর তাহা কাহারও মন হরণ করে না। ফল বিরস বিস্বাদু হইল, কেহই তাহা আর গ্রহণ করে না। সেইরূপ মনুষ্যের বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্যের এবং পুণ্যসাধনের শুভক্ষণ আছে, শুভক্ষণ অতীত হইল, আর সেই প্রতিজ্ঞার বল ক্ষীণ হইল। যতক্ষণ যে বিষয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ততক্ষণ সেই বিষয়ের সাধন হইলেই মনুষ্যের যথার্থ সিদ্ধি হইতে পারে। যে শুভক্ষণে ঈশ্বরের চরণপদ্ম স্পর্শ করিতে হইবে, ঠিক সেই সময়ে তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করিব। যে সময়ে সাধুসঙ্গ করিতে হয়, ঠিক সেই সময়ে সাধুসঙ্গ করিব। যখন পুস্তক পড়া আবশ্যক, ঠিক তখনই পুস্তক পড়িব। ভাল লাগা না লাগা তোমার হস্তে নহে, ঈশ্বরের হস্তে। শুভক্ষণ, তাঁহার প্রেরিত সাধুসঙ্গ, তোমার ভৃত্যের ন্যায় তোমার ইচ্ছানুসারে আসিবে না। ব্রাহ্মগণ! আবার বলি, শুভক্ষণে সাধন আরম্ভ কর, দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদ পাইয়া চির সুখী হইবে।

হে দয়াময় পরমেশ্বর! আজত শুভ দিন, শুভ দিনে প্রাণ যখন কোমল হয়, তখন যদি সংকল্প বীজ রোপণ করি, তাহা ফলিবেই ফলিবে। আজ যেমন প্রাণ অনুকূল হইয়া আছে

কাল হয়ত তেমন হইবে না। আজ যত কাঁদিয়াছি, আমার চক্ষের সেই জল যেন বৃথা মন্দিরে পড়িয়া না থাকে। শুভ দিনে হে প্রাণনাথ! তোমার যে চরণপদ্মের কথা শুনিলাম, ঐ পাদ-পদ্মের মধুপানের জন্য উন্মত্ত হইতে হইবে, তাহা কি ভুলিয়া যাইব? ভুলিয়া গেলে কেহ কি সহায় হইয়া স্মরণ করাইয়া দিবে না? খুব ভাল ঈশ্বর তুমি, তোমার পূজা করিয়া আমা-দের যেন মন্দ না হয়। যাহা কিছু দিবে আজ দাও। কাল কে জানে হয়ত অবসন্ন হইয়া পড়িব। আবার হয়ত কোন ঘটনা আসিয়া মনকে বিরক্ত করিয়া দিবে। আজ কেন বীজ দাও না, আজ কেন বৃষ্টি হউক না। শুভক্ষণে বীজ বপন, শুভক্ষণে (মাঘের শেষে) তোমার বৃষ্টি হউক। হে দীনবন্ধু! চির কাল এই দিন স্মরণ করিয়া রাখিব। নিঃসম্বলের সম্বল হইবে। আজ যে দুঃখীর বেশে ফিরিয়া যাইবে, তার স্ত্রী পুত্রের কি হইবে? আনন্দের সহিত নাম গান করিতে করিতে যদি ঘরে যাই, তোমার মঙ্গলরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। আজ কি কোন শুভ সংকল্প করি নাই, বল না হে ঈশ্বর, কৃপা-নয়নে তাকাও, এই দগ্ধ মুখ সুন্দর হইয়া উঠিবে। স্বর্গের বীজ ছড়াইয়া দাও। শুভক্ষণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া স্বর্গধামে যাত্রা করিব, দীননাথ! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তিবাচন।)

দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি আমাদের

প্রার্থনা পূর্ণ করুন! দয়াময় ঈশ্বর তিনি। তাঁহার উৎসব করিতে আসিয়াছিলাম, এখন আবার সেই সংসারে যাইব যেখান হইতে আসিয়াছি। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন যথা সময়ে শান্তিফল, পুণ্যফল লইয়া যেন ঘরে যাইতে পারি। যাহাতে আমরা বৈরাগী প্রেমিক ভক্ত হইয়া তাঁহার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকিতে পারি, ঐ পাদপদ্মের মধুপানে পুলকিত এবং প্রমত্ত হইয়া জীবন শেষ করিতে পারি, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন!—হে দীনশরণ; উৎসব অনেক বার আসে না। কি শুভক্ষণে এমন সুখের উৎসব প্রকাশ করিয়াছ। দয়াময় ঈশ্বর! তোমাকে লইয়া যে পাপীরা সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতে পারে আমরাত জানিতাম না। উৎসবের ফল উৎসব থাকিতে থাকিতে দাও, এই শুভ সময়ে কিছু ফল দাও। তোমার সন্তানেরা তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য কিছু লইয়া যাক্। দুই পাঁচ দশ জনও যদি ভাল হয় পৃথিবীর খানিক দুর্দ্দশাত ঘুচিবে। ইহারা, এই উৎসবভূমিতে পড়িয়া আছে, ইহাদের অন্তরে কিছু ধন দাও। দয়াময় ঈশ্বর! বৎসরকার দিন এক খানা পবিত্র বস্ত্র দাও। ঐ পাদপদ্ম বুকে বাঁধিয়া যেন চিরকাল থাকিতে পারি। পাদপদ্ম ধনের কাঙ্গালী আমরা। দয়াল! তোমার শ্রীচরণ দাও, অন্য কিছু চাই না। আমাদের ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকালের আরাম তোমার ঐ পাদপদ্ম। একবার তোমার

পবিত্র শ্রীচরণ আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। ঐ চরণপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে শুদ্ধ হইব, দিন দিন উহার ভিতরে যাইতে চেষ্টা করিব, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহানন্দে দিন যাপন করিব, সকল ভ্রাতা ভগ্নী মিলিয়া এই আশা করিয়া তোমার দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্মে বাব বার প্রণাম করি।

মাঘোৎসব।

১১ই মাঘ, ১৭৯৮ শক।

উদ্বোধন।

গম্ভীর সুমধুর ধ্বনি শুনা গেল, "আজ কে কত খাইতে পাব খাও।" উৎসবের কর্ত্তা ঈশ্বরের এই বাণী মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিল। আজ কেমন ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছেন সেই দীনশরণ যাঁহার নিমন্ত্রণে দিক্‌বিদিক্ হইতে সকলে এথানে আসিলেন। পুণ্যময়ী জননী সকলকেই আপনার সেই সুকোমল ক্রোড়ে স্থান দিলেন যাহা পাপী তাপীর জন্য সর্ব্বদা বিস্তৃত। "আমার কোন্ সন্তানের কি অভাব আছে?" এই বলিয়া জননী আজ সকলের সংবাদ লইতেছেন। সন্তানগণ স্তব স্তুতি জানে না, প্রার্থনা করিতে অক্ষম, কিন্তু জননীর অনেক জ্ঞান, তিনি সকল বুঝিলেন। ঈশ্বর এই বুঝিলেন, তাঁহার সন্তানেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া, তৃষ্ণায় পাগলপ্রায় হইয়া এই মন্দিরে আসিল। আজিকার উৎসবে সন্তানেরা

শরীর ভাসাইয়া দিল। উন্মাদের ন্যায় চক্ষু কেন? ক্ষুধিত তৃষিত হইলে এই দুর্দ্দশা হয়। সেই জননী ভিন্ন এই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর সন্তানদিগকে আর কেহ সহানুভূতি করিতে পারে না। তিনি সন্তানদিগের দুঃখ জানেন, সেই দুঃখ দর্শনে তাঁহার প্রেমসাগর উথলিয়া উঠিল। পাপীর অবসন্নতা এবং ব্যস্ততা দেখিয়া ব্রহ্মরূপ প্রেমসাগর উচ্ছ্বসিত হইল। ক্ষণকাল পরে সন্তানদিগের নিকট জননী আপনি অন্ন পরিবেশন করিবেন। "ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি কর, ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি কর।" এই বলিয়া ঈশ্বর নিজে উৎসাহী হইয়া তাঁহার সন্তানদিগকে আশাবাক্য বলিতেছেন। যতক্ষণ আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি না হয় ততক্ষণ সেই পাপীর জনক জননী আমাদিগকে ছাড়িবেন না। শুন নাই কি দুর্ভিক্ষের কথা? শুন নাই কি আমাদের মধ্যে কেমন প্রেমের অভাব? যেমন দুর্ভিক্ষ তেমনি আজ প্রচুর অন্নের আয়োজন। আজ যেমন কোরে পার, যত পার, খাও আর খাওয়াও, মাত আর মাতাও। জননীর অমৃতভাণ্ডারের অবারিত দ্বার দেখিয়া কার প্রাণে না উৎসাহ হইতেছে? আজ প্রাণ ভরিয়া আপনার জন্য এবং বন্ধুদিগের জন্য স্বর্গের অন্ন সংগ্রহ কর। ঈশ্বর সকলের সহায় হউন। এমনি করিয়া তাঁহার চরণ ধরিবে যে তাহাতে সমস্ত অবিশ্বাস, অহঙ্কার, পাপ তাপ সমুদয় দূর হইবে। এসত সকলে প্রাণের ভক্তি উৎসাহের সহিত খুব কাতর প্রাণে পিতাকে ডাকি। এই যে বক্ষস্থল যাহা পাপে তাপে

শুষ্ক হইয়াছে এখানে তাঁহার সেই কোমল পাদপদ্ম রাখিব। এই যে শুষ্ক নয়ন, একবার ইহার উপর তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাখিব। এই মলিন কলঙ্কিত মস্তক, একবার ইহার উপরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাখিব। এবং এই যে নানা প্রকার শোক দুঃখে তাপিত হৃদয়, একবার এই হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার ঐ শ্রীপাদপদ্ম রাখিব। তাহাতেও যদি মনের পূর্ণ তৃপ্তি না হয়, তবে ঐ শ্রীপাদপদ্ম প্রাণের ভিতর লইয়া গিয়া চাবি দিয়া রাখিব। এস সকলে মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত এই উৎসবে যোগ দিয়া অপবিত্র জীবনকে পবিত্র করি।

(উপদেশ।)

পক্ষী প্রেরিত প্রচারক।

কিয়দ্দিন হইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন উদ্যানে বসিয়া এক দিন ভাবিতেছিলাম। উদ্যানটী অতি সুন্দর, নানাবিধ পুষ্প এবং বৃক্ষপল্লবে সুশোভিত। সায়ংকালে বসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া চারিদ্দিক্ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, অথচ রাত্রি হয় নাই। সময় গম্ভীর, ক্ষণকাল মধ্যে একটী পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইল। সে উড়িয়া আসিয়া একটী বৃক্ষশাখায় বসিল; ক্ষণকাল পর পক্ষী আবার উড়িয়া গেল। মনে একটী প্রশ্ন হইল, পক্ষী উড়িল কেন? আমার মনে হইল, ইহা প্রিয় সখার প্রেরিত পক্ষী, তাঁহার কোন বিশেষ সংবাদ দিবার জন্য বৃক্ষে বসে এবং কার্য্য শেষ হইলে আবার উড়িয়া যায়। পক্ষযুক্ত হইয়াছে এই জন্য, যে

তীরের ন্যায় দ্রুত বেগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। একটী মধুর গান করিতে করিতে চলিয়া যায়। যাঁহার পক্ষী তাঁহার কাছে চলিয়া গেল; আমার পক্ষী নহে, আমার কাছে রহিল না। পক্ষী তোমার নিকটে আসিয়া যখন বসে তখন বুঝিবে ইহা সখার কোন প্রেমতত্ত্ব লইয়া আসিয়াছে, সেই পক্ষী দর্শনে তোমার প্রাণ পুলকিত হইবে। কিন্তু চিরকাল তোমার নিকটে থাকিবে না, অন্য দেশে চলিয়া যাইবে। অন্য সাধকের নিকট বসিবে। যত পক্ষী উড়িতেছে, বসিতেছে, ইহারা আমাদের স্বষ্টিকর্ত্তার প্রেরিত প্রচারক, ইহারা প্রকৃত বৈরাগী, ইহারা কল্যকার জন্য চিন্তা করে না, ইহারা দারিদ্র্যপ্রিয়। ইচ্ছা হয় পক্ষীকে ধরি, না ধরিব না। পক্ষী, তুমি চলিয়া যাও, তোমাকে ধরিব না। মনে করিলাম উদ্যানে আসা, এখানে অবস্থান করা এক পক্ষী দর্শনে সার্থক হইল, এক পক্ষী প্রচারকের বাক্য শ্রবণে প্রাণ কৃতার্থ হইল। বাস্তবিক মনে হইল এক পক্ষীর মধ্যে বিজ্ঞান এবং প্রেমের যোগ হইয়াছে। প্রচারকের দ্রুতবেগ চাই, অনেক ভ্রমণ করিতে হইবে, স্থলপথে দ্রুতগামী হওয়া যায় না, এই জন্য আকাশে আরোহণ করিয়া পক্ষী আচার্য্য উপদেশ দেয়, আকাশে উড়িতে উড়িতে কত গান করে, কত লোককে মাতায়। সহস্র উপদেষ্টা যাহা না করিবে এক পক্ষী তাহা করিবে। পক্ষী, কে তুমি? এমন করিয়া কত গ্রামকে, কত দেশকে মাতাইতেছ? সমস্ত পৃথিবীর লোক তোমাকে প্রশংসা

করে। তুমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার গায়ে এমন সুন্দর রং কে দিল? তোমার কণ্ঠে মধুর স্বর কে দিল? সেই গুপ্ত বন্ধু বুঝি? তিনি বুঝি অন্তরালে বসিয়া তোমাকে বলিয়াছেন? "দেখ, আমার অমুক সন্তান অবিশ্বাসী পাষণ্ড, মানুষ তাহার মন ভুলাইতে পারিল না; কিছুতেই তার কঠোর প্রাণ গলিতেছে না, পক্ষী, তুমি তোমার প্রেমের ফাঁদ তার কাছে পাত দেখি, তুমি তার কাছে তোমার সুকোমল কণ্ঠকে গান করিতে বল দেখি, দেখি তোমার দ্বারা তাহার মন গলাইতে পারি কি না?" গুপ্ত সখার এই কথায় "যে আজ্ঞা" বলিয়া বুঝি সেই সুসমাচার পত্র মুখে লইয়া পক্ষী তুমি এখানে আসিলে? পক্ষীকে দেখিয়া কোন্ পাষণ্ড বলিবে, পক্ষী প্রভুর নিকট হইতে আসে নাই? পাখী গুরুপ্রেরিত নহে কেমন করিয়া এই মিথ্যা কথা বলিব? প্রেমময় গুরু বিরলে বসিয়া সাধকদিগকে তাঁহার প্রেমের নিগূঢ় সমাচার দিবার জন্য পাখীকে সাজাইয়া প্রেরণ করেন। সৃষ্টি অবধি যত পাখী উড়িয়াছে, প্রত্যেক পাখী বৈরাগ্যতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের প্রচারক। যখনই কোন পাখী দেখিবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, পাখী, আজ আমার জন্য তোমার কাছে কি কিছু আছে? আজ কি প্রাণসখার কোন পত্র আনিয়াছ? তাঁহার কি সুসমাচার আছে বল দেখি? এই গাজিপুরের পাখীটী ঢের শাস্ত্র শিখাইয়াছিল। ওহে ভাই, আর কেহ এমন কথা শেখায় নাই, এমন উপদেষ্টা, এমন প্রচারক দেখি

নাই, পলকের মধ্যে এত বলিয়া গেল কি প্রকারে? সে অধিক ক্ষণ রহিল না, দেরি করিল না, আরও কত স্থানে আমার মত কত তৃষিত আত্মা বসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রাণসখার সংবাদ দিবার জন্য সে উড়িয়া চলিল। হাজার কাঁদিয়া বলি, আর কি আছে বল, পক্ষী আমার কথা শুনিল না। প্রচারকের ব্যস্ততা বটে। উড়িয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পাখী কার ঘরে কি সংবাদ দিয়াছে আমি জানি না। কত সংবাদ দিয়াছে সেই পাখী জানে, আর পাখীর পিতা জানেন। ভাই, ভগ্নি, দেখ তোমাদের পিতা প্রতিদিন বিরলে বসিয়া তোমাদের কঠোর প্রাণ গলাইবার জন্য এইরূপ কত পাখী সাজাইয়া তোমাদের নিকট পাঠাইতেছেন। এইরূপে একটী পক্ষী, একটী ফুল, অথবা একটী জলবিন্দু যদি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে তবে কি আর আমাদের মনে পাপ দুঃখ থাকিতে পারে? কিন্তু পাষাণ চক্ষু কত পাখী দেখিল, কত ফুল দেখিল, কত নদী সমুদ্র দেখিল, কিছুতেই বিগলিত হইল না। চক্ষের নিকট কত পাখী উড়িয়া যায়, কত ফুল ফুটে, কত চন্দ্র উদয় হয়; কিন্তু ইহারা যাঁহার প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করে পাপচক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহার প্রেরিত সুসমাচার বুঝিতে পারে না। সেই নির্জ্জনদেবতা নির্জ্জনেই রহিলেন। অবিশ্বাসীর চক্ষু অন্ধ, প্রকৃতির অন্তরালে যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। প্রেমময়ের আদেশ ভিন্ন কি পাখী গান করিতে পারে? না চন্দ্র উদয় হইতে পারে? তিনি

চন্দ্রকে ডাকিয়া বলেন, "দেখ চন্দ্র, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা ব্রাহ্মনাম ধরিয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ প্রেমরসশূন্য, অত্যন্ত কঠোর, একবার তুমি আকাশে উঠে তোমার সহাস্য মুখ দেখাইয়া পাষণ্ড দলন কর দেখি।" বাস্তবিক প্রকৃতি কি? এক থানি সূক্ষ্ম বস্ত্র, তার ও দিকে জীবনসখা বসিয়া আছেন। প্রাণসখা পাঞ্জাবের উদ্যানে দেখাইয়াছিলেন যে প্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য নিজে ঐ উদ্যানের ফুলগুলি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। অন্ন জল এবং জীবের প্রাণ রক্ষার জন্য অন্যান্য যে সকল বস্তু নিতান্ত আবশ্যক সে সমুদয় সৃজন করিলেইত হইত, ফুলের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন করিবামাত্র ঈশ্বরের রাজ্য হইতে এই উত্তর আসিল, তবে ভক্ত মজিবে কিসে? দুঃখের কথা আর কি বলিব, যে প্রকৃতি প্রেমিকের চিত্ত হরণ করিবার জন্য সৃজিত হইয়াছে সেই প্রকৃতি অবিশ্বাসী জগতের নিকট পিতার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জগতের পিতা কখন পাখীর ভিতর দিয়া, কখন চন্দ্রের মধ্য দিয়া, অথবা কখন ফুলের ভিতর দিয়া আপনার প্রেম, আপনার শোভা বিস্তার করেন। প্রেমিক ভক্তেরা তন্মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। তিনি প্রকৃতির ও দিকে রহিয়াছেন। হাতের জিনিষ হাতে ধরিয়া সকলকে দেখাইতেছেন; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য হাত দেখে না, যে হাত দেখে তাহার মত্ততার বিরাম হয় না। পাখীর গান শুনিয়া, সেই পাখী যে প্রেমপিঞ্জরে বসিয়া গান

করিতেছে সেই প্রেমপিঞ্জর যাঁব হস্তে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। কেবল প্রকৃতি দেখিলে কি হইবে? প্রকৃতিব পিছনে কে দেখ। ঐ বুঝি তুমি? এই জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধে প্রভুর উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিযা আপনি লুকাইয়া বহিলেন কেন? তাঁহার এই গূঢ় অভিপ্রায, যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আমবা তাহাব প্রেমতত্ত্ব পাঠ করিব, এবং যখন তিনি দেখিবেন যে আমাদেব পাঠ শেষ হইয়াছে, তখন তিনি ঐ প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম আববণ উঠাইযা লইবেন এবং বলিবেন; "ভক্তসন্তান, উপযুক্ত হইযাছ, প্রেম শিখিয়াছ, এখন আমাব কাছে এস।" যখন ভক্ত ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনেন তিনি একবারে বলপূর্ব্বক ঈশ্বরেব হাত ধরিয়া ফেলেন। তখন প্রেমিক বাহিবেব সমস্ত ব্যাপার আপনাব মনেব ভিতব লইযা যান। তখন তিনি আপনাব মনেব ভিতরে প্রকৃতিব গূঢ় অর্থ বুঝিতে পাবেন। তখন তিনি বাহিরের বস্তুর মধ্যে আপনাব প্রাণের পিতাব হস্ত ধরিয়া ফেলেন। ইহা ভিন্ন কি কেবল একটী পাখী কিম্বা একটী ফুল দেখাইয়া কেহ কাহার মন ভুলাইতে পারে? সেই ছেলেটী একটী গূঢ় কথা পাড়ার ছেলেদের বলিয়াছিল। বলিয়াছিল যে মা বড লুকাইয়া থাকিতেন, কিন্তু আজ আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই একটী ফুলের ভিতরে আজ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি, তাঁহার মধুর হস্ত আজ ধরিয়া ফেলিয়াছি। যাই তাঁহাকে দেখিলাম অমনি

জননীর শ্রীপাদপদ্মে মাথাটা ফেলিয়া দিলাম। ঈশ্বরের পাদ-পদ্ম, এই কথাটী কোন্ ভক্ত বলিযাছেন? তাঁহাকে পাইলে মস্তকে লইয়া নাচিতাম। পাদপদ্মই বটে। সকল ফুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের শতদল শ্রীচরণপদ্ম। মুখটাকে ঐ চরণপদ্মের উপর রাখিয়া ক্রমাগত উহা চুম্বন করিব, আর চীৎকার করিয়া বলিব, পাড়ার ছেলেগুলি আয়, দেখ্ এসে জননীর শ্রীপাদপদ্ম কেমন সুন্দর কেমন মধুর। মাকে ছাড়া অপেক্ষা শিশুর আর দুঃখ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের দুরন্ত সন্তান কত বার মায়ের চরণপদ্ম বুকে ধরিয়া বলিল কি না দূর হও, ছাই চরণ, আমার পৃথিবীর সুখ সম্পদ ভাল, দুরন্ত পাষণ্ড সন্তান এই কথা বলিয়া স্বর্গের ফুলটা পঙ্কে ফেলিয়া দিল। ভাই তাহার শোক মনস্তাপ ঘুচিল না। তবে ভাই, যদি শোক দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি সুখী হইতে চাও, যদি প্রেমনদীতে প্রতিদিন স্নান করিতে চাও, একবার ডুবিয়া যাও না কেন? প্রেমের আবর্ত্তে তলাইয়া যাও না কেন? পাখীর মত বৈরাগী হইয়া প্রেমেতে উড না কেন? প্রেমে মত্ত না হইলে সুখ নাই ইহা কি জান না? প্রকৃতির ঐ দিকে গিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে না দেখিলে প্রকৃত সুখ শান্তি নাই। দেখ বিজ্ঞানের দুর্দ্দশা, বিজ্ঞান কত চেষ্টা করিল, কত উপায় অবলম্বন করিল, কত দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ সৃজন করিল, কিন্তু কোন মতেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দর্শন পাইল না। আর ভক্তচূড়ামণি যাঁহারা তাঁহারা অনায়াসে প্রকৃতির ঐ দিকে গিয়া তাঁহাদের প্রাণ-

সখাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়া ফেলিলেন। যেখানে বিজ্ঞানের চক্ষু কেবল একটী ফুল দেখিল সেখানে ভক্তের চক্ষু সেই ফুল ফুটান যিনি তাঁহাকে দেখিল। প্রভু এত নিকটে, তবু আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না কেন? বিজ্ঞান মনুষ্যকে কবিত্বের তত্ত্ব শিখাইয়া দেয়; কিন্তু ভক্তি ভিতরের নিগূঢ় কথা বলে। প্রিয়তমের রাজসভার গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকৃতির ঐ পার্শ্বে উপস্থিত হইলে জানা যায়। প্রিয়তম সখা স্বয়ং ঐ পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহার হাতের জগৎ তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কি দুঃখের কথা। একবার ভাই ভগিনি, এই প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঐ পার্শ্বে গিয়া মাতার কাছে গিয়া বসো। ওখানে গিয়া মার শ্রীপাদপদ্মতলে বসিলে, কোথায় বা থাকিবে সংসারের আসক্তি, কোথায় বা থাকিবে ধন সম্পত্তির চাকচিক্য। ওখানকার ব্যাপার হৃদয়কে আদ্র করে। মার কাছে বসিতে পারা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? প্রকৃতির শোভার ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে মার শ্রীচরণতলে গিয়া বস। প্রকৃতিকে বল, হেগো প্রকৃতি, তোমার মা এবং আমার মা যিনি তাঁহাকে কি তুমি দেখাইয়া দিতে পার? প্রকৃতি বলিবে, আমি যে সেই জন্যই হইয়াছি। অল্পবিশ্বাসীর বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার জন্যইত আমারি মা আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব হে ভাই ভগিনি, তোমরা যত বার জগৎকে দেখিবে তত বারই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করিবে। যতবার পাখীর মধুর গান শুনিবে

তত বার বলিবে, ওহে পাখী ও তুমি গান করিতেছ না, তোমার ভিতরে বসিয়া আমার গুপ্ত বন্ধু গান করিতেছেন। যত বার প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ দেখিবে, তত বার বলিবে, গোলাপ, এই সৌন্দর্য্য তোমার নহে, এমন রং তোমার নহে। দুষ্ট গোলাপ, আমি বুঝিতেছি, তুমি ঠকাইতেছ, তুমি স্বর্গের রং চুরি করিয়া লইয়া এত জাঁক করিতেছ। তুমি চোর, তুমি ভক্তের মন চুরি কর। ভাই ভগ্নীগণ, নিশ্চয় জেন, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার চন্দ্র বল, সব ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রেমের ডাকাতি হবে এ সংসারে। ঈশ্বর এই জন্য স্থানে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে ভক্ত, কেন পলাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে ভয় কি? ওহে ভাই, তুমি যে নদীর পানে তাকাইয়া শুষ্ক প্রাণে ফিরিয়া যাইতেছ, না ভাই, যেও না, ঐ নদীর তটে বৃক্ষোপরি সুন্দর বুলবুলি বসিয়া আছে, প্রেমের বাণে, অনুরাগের বাণে ঐ পাখী তোমাকে মারিবে। এই প্রকৃতি জাল, এই প্রেমতত্ত্ব কেবল প্রেমিককে ধরিবার ফাঁদ। জ্ঞানত প্রচারিত হইতই। এমন সুন্দর বস্তু সকল রাখিবার কি উদ্দেশ্য ছিল? প্রেমদণ্ড দ্বারা মারিতে মারিতে আপনার বিপথগামী সন্তানদিগকে কেশ ধরিয়া আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন এই জন্যই এ সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে সিদ্ধ হউক। প্রকৃতি প্রাণসখার প্রচারক হউক। আর কিছু দিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে ফুলের জোর

অধিক না বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে অবশেষে প্রকৃতি তোমার প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যায়। একটী পাখী অথবা একটী ফুলের হাতে যদি না মর, তবে ঈশ্বর মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। এমন সুন্দর সৃষ্টি দেখাইয়া ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন এই তাহার মনের ইচ্ছা। প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের শাস্ত্র পড়, প্রেমে মত্ত হও, তার পর ঈশ্বরের রাজ্যে লোকারণ্য হইবে, সকলের মুখে প্রেমতত্ত্ব শুনিবে আর কৃতার্থ হইবে।

অপরাহ্নে ধ্যানের উদ্বোধন।

ধ্যানার্থী ব্রাহ্মগণ! এখন আর বাহিরের আয়োজন করিতে হইবে না। এই সময়ের যাবতীয় আয়োজন আন্তরিক। কি কি করিতে হইবে বলি। যতগুলি আলোক আছে সমুদয় নির্ব্বাণ করিতে হইবে। সমস্ত অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে। ভিতরের বুদ্ধির আলোকটীও নির্ব্বাণ করিতে হইবে। যখন ভিতর বাহির অন্ধকার হইল, সেই ঘোর অন্ধকারসমুদ্রে মগ্ন হইবার সময় আর কোন পদার্থ দেখিতে পাইবে না। তখন অন্তরে বাহিরে চারিদিকে কেবল অমিশ্রিত, পূর্ণ ঘোরান্ধকার দেখিবে। ধ্যানার্থী মন সেই অন্ধকার আলিঙ্গন করিবে, ধ্যানহীন ব্যক্তি সেই অন্ধকারকে ভয় করিবে। সে সময় কি পৃথিবী, কি শরীর কিছুই মনে থাকে না। আর কিছু যখন রহিল না, সেই অন্ধকার মধ্যে এই আমি, আর সমক্ষে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে একটী প্রকাণ্ড

সত্তা। একটী ক্ষুদ্র আমি, একটী প্রকাণ্ড তিনি। সেই এক জন ভূমা, মহান্ প্রকাণ্ড তিনি আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। সেই যে তিনি তাঁহাকে আস্তে আস্তে "তুমি" করিতে হইবে? এই আমি এই তিনি, এইটী প্রথম সোপান, এই আমি, এই তুমি এই পরের সোপান। এই যে অমিশ্রিত আমার আত্মা, আর এই যে অমিশ্রিত পরমাত্মা, ধ্যানের সময় দেখিতে হইবে এই দুই জন ভিন্ন আর কেহ নাই। যত উজ্জ্বল বিশ্বাসনয়নে ইহা দেখিবে ততই বুঝিতে পারিবে, যেমন ওতপ্রোতভাবে বস্ত্র বুনা হয়, তেমনি উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে ব্রহ্ম ওতপ্রোত ভাবে বাস করিতেছেন। ধ্যানার্থী সাধকের সম্পর্কে প্রথমাবস্থায় তিনি, তার পর তুমি। শেষাবস্থায় ঈশ্বরকে সাধক এই কথা বলেন ;—"তুমি আমার ভিতরে, আমি তোমার ভিতরে। তুমি আমা ছাড়া নহ, আমি তোমা ছাড়া নহি ; তুমি আমার বাহিরে আমি তোমার বাহিরে তাহা নহে ; কিন্তু তুমি আমার ভিতরে আমি তোমার ভিতরে।" ধ্যান ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর এবং গভীর হইতে গভীরতর হইলে বাহিরের দুই জন ভিতরের দুই জন হয়। এই তুমি আমার বুকের ভিতর, আমার ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে তুমি বৃহৎ আত্মা, তুমি আমার অনতিক্রমণীয় সেই অবস্থায় সাধক এই কথা বলেন। তার পর দেখিতে দেখিতে এই অনতিক্রমণীয় সত্তা নানা প্রকার সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত হয়। সেই যাহা পূর্ব্বে ঘোর অন্ধকার ছিল তাহা

একটী বৃহৎ সত্তায় পরিণত হইল। সেই সত্তা ঘন আনন্দের সমুদ্র হইল। আমার বুকের ভিতর কি? আনন্দ স্বরূপ। আমার প্রাণের ভিতর কি? প্রেমস্বরূপ। আমার অস্থির মধ্যে কি? পুণ্যস্বরূপ। ব্রহ্ম তুমি কোথায়? তুমি আমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছ, আমার আত্মা তোমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে। এই ধ্যানের উৎকৃষ্ট অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক সেই সুধা পান করিতে করিতে একেবারে মগ্ন হইয়া যান। অতএব ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, বন্ধুগণ, দর্শকগণ, ধ্যানের সুধা ভোগ কর। এস শীঘ্র পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই অন্তরাত্মাকে দর্শন করি এবং ধ্যান করি। কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর একটী বার আমাদিগকে দর্শন দিয়া আমাদিগের প্রতি জনের মন শুদ্ধ করুন।

(উপদেশ।)

পৃথিবীতে স্বর্গ।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দয়াবান্ ঈশ্বরের প্রেম সম্ভোগ করিতেছি। এই প্রেমরস পান করিতে করিতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কি অবস্থা হইবে কে বলিতে পারে? এই প্রেমবলে পৃথিবীর অবস্থা কত দূর উন্নত হইবে কে বলিতে পারে? ভবিষ্যতে পৃথিবী কি হইবে তাহা আমাদের কল্পনা এবং আশার অতীত। পাপী বলে হে প্রেমসিন্ধু, আমাকে এক বিন্দু প্রেমদান কর, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। বাস্তবিক পাপী আর কোন্ সাহসে বলিবে আমাকে ক্রমাগত সুধা

পান করাও। এক বিন্দু কৃপা দান কর, তাহার পক্ষে এই প্রার্থনা স্বাভাবিক। কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য জানে না ঈশ্বরের হস্ত কত বড়, কেমন উদার। ঈশ্বরেব স্বভাব কৃপণ নহে। তিনি এক বিন্দু দিতে পারেন না, আমরা আমাদের সঙ্গীত এবং প্রার্থনাদিতে এক বিন্দু এই শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু সেই দয়াবান্ ঈশ্বরের পক্ষে এক বিন্দু বিতরণ করা অসম্ভব। তিনি যত বার তাঁহার অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার হইতে প্রেম বাহির করিবেন তাহা প্রচুর পরিমাণে আসিবে। ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, অনন্ত হস্তে প্রেম তুলিতে হইলে অনন্ত পরিমাণে আসিবে। এক বিন্দু দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। তাঁহাব এক বিন্দু আমাদের সিন্ধু অপেক্ষাও অধিক। অনন্তের কাছে অনন্ত শক্তিব এক বিন্দু সামান্য নহে। যখনই তিনি পাপীকে তাঁহাব প্রেম দান করেন, তখনই অপর্য্যাপ্ত পবিমাণে দান করেন, ইহার কম তিনি দিতে পাবেন না। যদি করুণা দিতে হইল একেবাবে ঢালিয়া দিবেন, পাপীর মস্তককে সম্পূর্ণরূপে শীতল করিবেন। তাঁহাব করুণা এত অধিক পরিমাণে আসে যে আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি না। দয়ার প্রবাহ ক্রমাগত আসিতেছে, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়পাত্র হইতে উথলিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কেহ যদি বলেন, হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, উৎসবে আজ আমাকে বিন্দু মাত্র কৃপা দিও, ঈশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব কার্য্য। যখন তিনি তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিবেন, তাঁহার প্রেমের রীতি

ভাল করিয়া দেখাইবেন। প্রার্থীরা যদি বলে তুমি কৃপণ হও, প্রত্যেক লোককে এক এক বিন্দু দাও, পাপীর অনুরোধেও তিনি এরূপ করিবেন না। পাপী যদি বারম্বার অনুরোধ করে, আমার হৃদয় ক্ষুদ্র,আমাকে কেবল এক বিন্দু দেও, তাহা তিনি শুনিবেন না। কৃপণ ছিলেন না, কিরূপে কৃপণ হইবেন? বারম্বার দয়ার উপর দয়া পাপীর হৃদয়কে ভাসাইয়া দিতেছে। সমুদ্রের উপর সমুদ্র, মহা জলপ্লাবন হইল। যখন ঈশ্বরের প্রেমের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে এই প্রগাঢ় বিশ্বাস হইল যে তিনি অল্প পরিমাণে দান করিবেন না, তখন আর কখনও "বিন্দু কৃপা দাও" এই প্রার্থনা করিব না। যখন প্রেমের বান ডাকিবে তখন প্রচুর পরিমাণে, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রেমের প্রবাহ মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। যত পরিমাণে রাখিতে পারি এস আমরা রাখি। হৃদয়ে এত পাপ হয়, যে এমন সময় আসিতে পারে যখন ঈশ্বরের প্রেম ধারণ করিতে পারিব না। যখন হয়ত দেখিব চারিদিকে বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের জয়ধ্বনিতে পৃথিবীকে কাঁপাইতেছে; কিন্তু আমার নির্জীব হৃদয় মন তখন ঈশ্বরের প্রেম গ্রহণ করিতে অক্ষম। বাস্তবিক চিরকাল আমাদের বিশ্বাস সতেজঃ, এবং হৃদয় সরস থাকে না, অতএব সে সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এখন প্রচুর পরিমাণে প্রেম সঞ্চয় কর। এমন অনেক পশু এবং অনেক কীট আছে যাহারা শীতকাল আসিবে বলিয়া অন্যান্য অনুকূল ঋতুতে আবশ্যক সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রাখে।

এই শুভ সময়ে প্রেমবারি সঞ্চয় করিয়া রাখ। এখন অবনত হইয়া প্রেম গ্রহণ কর, বিনীত বিশ্বাসী হইয়া থাক ; অবহেলা করিলে অনেক দণ্ড পাইতে হইবে। উৎসবে যে সকল বস্তু আমরা লাভ করি, সে সমুদায়ের জন্য আমরা দায়ী। এক এক উৎসবে কত প্রেম বর্ষিত হইল, আমরা তাহার উপযুক্ত কি করিলাম? স্বর্গের প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলে এত দিনে হৃদয় কত প্রশস্ত হইত। হৃদয়োদ্যানে অনেক ফুল ফুটিত, নানা দেশের, নানা যুগের ভক্ত প্রেমিক যোগী আমাদের হৃদয়োদ্যানে আসিয়া আপনাদের স্থান নিরূপণ করিতেন। মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে অনেক গুলি ঘর আছে। কোন সাধু বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতার ঘরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। বাস্তবিক যেমন স্বর্গীয় পিতার ঘরে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে সেইরূপ সাধুর হৃদয়ের মধ্যেও এক এক জন ভক্তের জন্য এক একটী বাসস্থান নির্ম্মিত রহিয়াছে। সাধু সেখানে এক ঘরে যোগীকে স্থান দেন, এক ঘরে ভক্ত চূড়ামণিকে অভ্যর্থনা করেন, এক ঘরে মহাজনকে সমাদর করেন, এক ঘরে অত্যন্ত জ্ঞানী সুপণ্ডিতকে স্থান দেন, এক ঘরে যিনি নব নারীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাকে স্থান দেন। ভক্তের ঘর এক প্রকার, যোগীর ঘর এক প্রকার। ভক্তিরস পানে প্রমত্ত গভীরাত্মা ভক্তের এক প্রকার ভাব, আর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন যোগী ঋষি মুনির এক প্রকার ভাব। এক জনের

মুখশ্রীতে প্রগাঢ় মাধুর্য্য, আর এক জনের মুখে ঘনীভূত গাম্ভীর্য্য। যিনি ইচ্ছার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যিনি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা প্রকার পরিশ্রম এবং আয়াস সহকারে কত প্রকার সাধু অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাকেও সাধু আপনার হৃদয়ের ঘরে স্থান দেন। সাধু সকল প্রকার জ্ঞানীকেই সমাদব কবেন। মুসলমানের শাস্ত্র গ্রহণ করিব না, খৃষ্টানেব শাস্ত্র গ্রহণ কবিব না, এ সকল নীতি তিনি অগ্রাহ্য কবেন। বাস্তবিক যথার্থ জ্ঞানীব চাবিদিকে সমুদয় দেশের এবং সমুদয় কালেব শাস্ত্র সকল রহিয়াছে। বেদ বেদান্ত, পুবাণ উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ বাশি বাশি সংস্কৃত ও উচ্চ ইংবাজি ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে তিনি জ্ঞান লাভ কবিতে-ছেন। সেই বিদ্বান্ সুপণ্ডিতকে দেখিলে বোধ হয়, ইহার নাম মীমাংসা। তাঁহার ভিতরে প্রাচীন আধুনিক পুর্ব্ব পশ্চিম সমুদয় কালেব এবং সমুদয় দেশেব ধর্ম্মশাস্ত্রেব সামঞ্জস্য। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি সকল প্রকাব অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপনার মনের মধ্যে সকল প্রকার যোগী এবং ভক্ত সাধকদিগকে স্থান দান করেন। কিন্তু হৃদয় প্রেমিক না হইলে কেহই সকলকে স্থান দিতে পাবেন না। প্রেম ভিন্ন হৃদয়ের মধ্যে সাধুদিগেব বাসস্থানেব পত্তনভূমি হইতে পারে না। প্রেমে অভিষিক্ত হইলে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে পারা যায়। প্রেমের সহিত যোগী ভক্ত মুনি ঋষি জ্ঞানী সুপণ্ডিত হিতানুষ্ঠায়ী মহাজন সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে।

ঈশ্বরেব সহস্র দিক্ আছে, তাঁহার এক দিকে জ্ঞান, এক দিকে প্রেম, এক দিকে পবিত্রতা, এক দিকে শান্তি, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব রহিয়াছে। সাধকদিগের প্রকৃতি অনুসারে তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের এই এক একটী বিশেষ ভাব প্রতিভাত হয়। প্রেমযোগে সকল প্রকার যোগ সংস্থাপিত হয়। এক প্রেমযোগে ঈশ্বর তাহার আপনার দিকে যোগী ভক্ত জ্ঞানী সেবক সকলকে আকর্ষণ কবিতেছেন। তিনি যেমন তাঁহার সকল প্রকাব সাধকদিগকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার সাধু সন্তানও নিজের হৃদয়ের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক সকলের জন্য কুটীব নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সাধু আপনার হৃদযেব মধ্যে অতিথি সেবা আবম্ভ কবেন। কেবল ইহকালের জন্য নয, অনন্ত কালের জন্য প্রেমরাজ্যে সকলেই স্থান পাইবেন। এক এক জন সাধক এই রাজ্যের এক একটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মস্বরূপের অনেক অংশ; ইহার এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে, এক অংশ আর এক ভূমি খণ্ডে, আর এক অংশ আব এক ভূখণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহা সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারিদিক্ হইতে সহস্র খণ্ড একত্র করিয়া একটী সুন্দর প্রকৃত আদরের বস্তু নির্ম্মাণ করেন। বিভিন্ন কুটীরে বিভিন্ন প্রকার সাধক। ইহলোক এবং পরলোকে, কি যোগী কি ভক্ত, যত প্রকার সাধক আছেন সকলকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে হইবে। এই প্রকারে সাধন কর, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখে কাল যাপন

করিতে পারিবে। তুমি যদি আজ ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিতে চাও, তাঁহার ভক্তিভাব তোমাকে দেখা দিবে। তুমি যদি গ্রীক্ দেশীয় কোন শাস্ত্র পাঠ কবিতে চাও, তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে শাস্ত্রী আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেখানে সকল শাস্ত্রের সারাংশ জানিতে পারিবে। তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে গুরু আছেন তাঁহার অনুগত হইলে সকল দেশের এবং সকল যুগের যোগ, ভক্তি এবং সাধু দৃষ্টান্ত তোমার হইবে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত যোগ, ভক্তি এবং সেবা সম্পর্কে যত দৃষ্টান্ত হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় তোমরা সমুদায়ের অধিকারী হইবে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর কে আছে? ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে, ইহলোক এবং পরলোকে যত প্রেমিক, যত ভক্ত, যত যোগী, যত শাস্ত্রী আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রেমিকের হৃদয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমরা যেন এইরূপ হই। বৎসর বৎসর যেমন প্রেম সঞ্চয় করিব তেমনি ঈশ্বর এবং জগৎকে যেন দেখাইতে পারি আমাদের শত্রু আর এক জনও রহিল না। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এইরূপে প্রেমরাজ্য বিস্তৃত হয়। সকল দেশীয় যোগী ভক্তের প্রতি যখন প্রত্যেক ব্রাহ্মের ভক্তি হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজের শুভলক্ষণ হইবে। তখন ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। তখন সকল প্রাণ একপ্রাণ হইবে। তখন আর বিরোধ, বিবাদ থাকিবে না। তখন শাস্ত্রের মীমাংসা হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি

সংস্থাপিত হইবে। এই যে উচ্চ প্রেম যাহা সকল জাতিকে গ্রহণ করে, এস আমরা এই প্রেম গ্রহণ করি।

সপ্তম ভাদ্রোৎসব।

১৬ ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

প্রার্থনা *।

হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা! রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেক বার ধনপ্রলোভন, ইন্দ্রিয়প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই; তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাত অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুভ ক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদয় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহা-দিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে সেই পাপী আমরা। আশা আছে সেই রথে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটী বার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়।

---

* অসুস্থতা প্রযুক্ত শ্রীআচার্য্যদেব প্রাতঃকালে উপাসনা করিতে অসমর্থ হন এবং কেবল মাত্র এই প্রার্থনাটী করিয়াছিলেন।

ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভ দিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর! আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দ নীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি ঘাটের আনন্দনীরে স্নান কবিব তখন আব দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা। এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদেব প্রতি তুমি কত মধুব প্রেম প্রকাশ কবিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাঘ মাস, ওখানে না দিন, না রাত্রি; সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, সেখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয না, ওখানে সর্ব্বদা ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহাবা কেমন সুখী। তাঁহারাই তোমাব সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহব ছবি দেখাও যদি ঐ ছবি যথার্থ না হয়। এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ ইহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট, মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্তপরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব সোপানে উঠি তখন তাহা দেখি। আর লোভ

কিসে হবে? তোমাকে কোটী বার প্রণাম করি যে তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি, তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের মুখে ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক এক বার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদয় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব আয় ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতেই আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। এক বার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারি জুরি থাকিবে না, টাকা আর কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ

প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ এক বার যাহার উপরে পড়ে আর কি সে সংসারে সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম দয়াল! ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটী লোককে উদ্ধার কর, তখনই দৃষ্টিতে এক শত লোক মরিবে, গলা কাটিব যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত জগতে পরিত্রাণ হইবে ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ! তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই ত ইহার প্রতি এইরূপ কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ! তুমি যাহা করিতেছ তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে দয়াল! মত্ত হয় না ত। সেয়ানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া শুষ্ক নয়নে তোমার পূজা করে; কাঁদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি! তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘূরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহারা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘূরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহারা বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত তাঁহারা ঐ ঘরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর! যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর! শুভবুদ্ধি এই কয়টী লোককে দাও যাঁহারা আশা

করিয়া এই ঘরে আসিলেন। পিতা! বড় দুঃখ হয়, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না। তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোর নয়নে দেখ? তোমার ত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল! প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভ দিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, হে দয়াল প্রভু! কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

(সায়ংকালের উপদেশ।)

আহ্লাদপূর্ণ আকাশ।

তিন প্রকার নিরাকার আছে আমরা বলিতে পারি। এক প্রকার নিরাকার যাহা কিছুই নহে। দ্বিতীয় প্রকার নিরাকার পদার্থ বটে, কিন্তু শুষ্ক আকাশের ন্যায়। তৃতীয় প্রকার নিরাকার শুষ্ক নহে, তাহা চির সরস, চির প্রসন্ন পুরুষের মত। স্থির হইয়া শ্রবণ কর। নিরাকার অনেকের পক্ষে অসৎ। তাহাদের পক্ষে, যাহার আকার আছে তাহাই আছে, এতদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নাই; অর্থাৎ নিরাকার বলিলেই

অপদার্থ বুঝায়। এই জন্য তাহাদের নিকট নিরাকারের উপাসক চিরকাল ঘৃণিত। তাহারা বলে, নিরাকার গ্রহণ করা আর মিথ্যাকে সম্বোধন করা সমান। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক নিরাকার অসৎ এই কথা মানেন না, যাহার আকার নাই এমন পদার্থও আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা কি পদার্থ? আকাশের ন্যায় শুষ্ক গম্ভীর একটী সত্তা, খুব নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা দৃঢ় রূপে তাহার প্রতীতি হয়; কিন্তু তাহাতে কোন রস নাই, তাহা হইতে কোন সুখ পাওয়া যায় না। যথার্থ নিরাকারের উপাসক তাঁহারা যাঁহারা এই দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া তৃতীয় প্রকার নিরাকারের উপাসনা করেন। তাঁহাদের নিবাকার সহাস্য। আপাততঃ ইহা নির্ব্বোধের কথা মনে হইবে। কিন্তু ইহাই ভক্তির প্রথম কথা এবং ইহাই ভক্তির শেষ কথা। যেখানে কতকগুলি লোক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত একটী শুষ্ক গম্ভীব নিরাকার পদার্থ দেখিতেছে সেখানে ভক্ত সহাস্য ঈশ্বরকে দেখেন। ইহা সত্য না হইলে ভক্তিশাস্ত্র গঙ্গাজলে নিঃক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। তোমরা প্রেমময়ের পূজা কর, পবিত্র স্বরূপের পূজা কর, আমি মানি; কিন্তু যদি তোমাদের নিরাকার আকাশ হাসিতেছেন ইহা না দেখিতে পাও তবে তোমরা যে চিরকাল ধর্ম্ম সাধন করিবে তাহাতে বিশ্বাস নাই। মনুষ্য যেমন প্রসন্ন হইলে হাস্যভাব ধাবণ করে, যখন তোমাদের নিকটে সমস্ত আকাশ ঠিক সেই ভাব ধারণ করিবে তখন

জানিব ভক্তিশাস্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের পাঠ চলিবে। হস্ত দ্বারা কাঠ কাটিয়া একটী সহাস্য বদন পুত্তল নির্ম্মাণ করিলে, তুলী লইয়া নানাবিধ সুন্দর বর্ণ দ্বারা একটী সহাস্য বদন ছবি আঁকিলে অথবা প্রস্তর খোদিত করিয়া একটী সহাস্য মুখ প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিলে তাহা হইবে না। কিন্তু এই লও শূন্য আকাশ, এই লও ভক্তির তুলী হাতে, ভক্তি-অনুরঞ্জিত চক্ষে তাকাইয়া যদি বল সমস্ত আকাশ সহাস্য, তবে বলিব তুমি ভক্ত। আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের সহাস্য মুখ না দেখিলে কেহই চিরকাল আপনাকে পরিত্রাণপথে লইয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রেমমুখ দেখিলে আপনাকে পরিত্রাণপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব, ইহা ভক্তি শাস্ত্রের শেষ কথা নহে। শেষ কথা কখন? যখন ভক্তির অশ্রুতে সমস্ত আকাশকে সহাস্য দেখা যায়, যখন আপন হস্তে এই নিরাকার আকাশ হইতে সেই আনন্দময় সহাস্য পুরুষকে বাহির করিতে পারা যায়, যখন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি সমুদায় সেই আনন্দময় পুরুষকে অবলম্বন কবিয়া করিতে হইবে, তখনই ভক্তির পূর্ণাবস্থা হইবে। কেবল নিরাকার প্রেমিক পুরুষকে দেখিলে ভক্তির সমস্ত অঙ্গ সম্পন্ন হয় না, সকল সন্তাপ দূর হয় সেই আনন্দময় পুরুষকে লাভ করিলে। স্বর্গ কি? আনন্দধাম। ক্লেশধাম স্বর্গ নহে। স্বর্গ নিত্যানন্দধাম। স্বর্গের রাজা পূর্ণানন্দ পুরুষ। তুমি একটী প্রার্থনা এই পূর্ণা-নন্দ আকাশের ভিতর ফেলিয়া দাও, সেই প্রার্থনা সুখ

আনিবে। এক বার ভক্তিনয়নে তাঁকাইবে, আর দেখিবে, যত দূর অন্যের পক্ষে নিরাকার আকাশ, কিম্বা ভয়ানক ঘোর অন্ধকার, তোমার পক্ষে তত দূর ঈশ্বরের উজ্জ্বল সহাস্য মুখ। ভয় করিবে না। অনেক পাপযন্ত্রণা আছে; কিন্তু সেই সহাস্য মুখ দেখিলে সকল দুঃখ দূরে যাইবে। ঈশ্বরকে কেবল প্রেমময় বলিয়া জানিলে সকল সন্তাপ যাবে। দুঃখী তাঁহার আনন্দ মুখ দর্শন করিতে চায়। ভয়ানক দুঃখ বিপদের মধ্যে এক বার বন্ধুর পানে তাকাইলাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এক বার হাসিলেন, আর ঐ হাসির মধ্যে সুখের শাস্ত্র, পরিত্রাণের শাস্ত্র পাইলাম। তুমি নিরাশ হইলে কে তোমার নিরাশ অন্ধকার দূর করিবে? তুমি সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপের পূজা কর, কিন্তু তাহাতে তোমার বিপদ যায়। এক বার আনন্দময়ের প্রতি তাকাও, যখনই এক বার তিনি সহাস্য বদনে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তোমার সকল সন্তাপ দূর হইবে। আনন্দময় ঈশ্বর প্রসন্নতা দ্বারা তাঁহার ভক্তের প্রত্যেক প্রার্থনার উত্তর দেন। এক বার তিনি ভগ্নহৃদয় ভক্তের প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন, আর তাহার সমস্ত পাপের যন্ত্রণা দূর হইল। ইহাকে বলে যথার্থ নিরাকার পূজা। ইহাই চিদানন্দের পূজা। যাহা অসত্য ছিল, অন্যের পক্ষে যাহা শূন্য, কিছুই নহে, সে স্থান বিশ্বাসীর নিকট দৃঢ় গম্ভীর সত্য হইল। আবার বিশ্বাসচক্ষে যাহা কেবল শুষ্ক সত্য ছিল, ভক্তের নিকট তাহা আনন্দময় হইল। জগতের পিতা আকাশ

রূপ ধারণ করিয়াও যখন হাসিতে পারেন তখন নিরাশার অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিতে পারে? সেই সহাস্যভাব দেখিলে পাপ তাপ, জড়তা, বিষণ্ণতা, নিরুৎসাহ আর থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরকে চিরপ্রফুল্ল, চিরপ্রসন্ন বলিয়া পূজা কর। অথচ আকাশভাব ছাড়িও না। কোন আকার নাই, অন্তরে বাহিরে চারিদিকে নিরাকার আকাশ, অথচ অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে, ঐ দেখ পূর্ণানন্দ পুরুষের সাহাস্য মুখ। দেখিয়া পবিত্র হইবে, কৃতার্থ হইবে। ব্রহ্মময় আকাশ। সহাস্য মুখময়, প্রসন্ন বদনময় আকাশ। সহস্র চন্দ্র উদয় হইল; হৃদয়াকাশে, কোটী চন্দ্র বাহিরের আকাশে। আমরা কত বার জঘন্য হই, বিষণ্ণ হই; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদা প্রসন্ন। আমরা যখন সুখে থাকি তখনও তিনি প্রসন্ন; আমরা যখন দুঃখে থাকি তখনও তিনি প্রসন্ন; আমরা যখন ভাল থাকি তখনও তিনি প্রসন্ন; আমরা যখন কাল হই তখনও তিনি প্রসন্ন। তিনি নিত্যানন্দ, সদানন্দ, তাঁহার নাম "চিরপ্রফুল্ল।" তিনি হাসিয়া প্রত্যেক কথার উত্তর দেন। সেই হাসি দেখিয়া সুখীর সুখ প্রবর্দ্ধিত হয়, দুঃখীর দুঃখ দূর হয়; সাধুর সাধুতা বৃদ্ধি হয়, এবং পাপীর পাপক্ষয় হয়। সেই আহ্লাদপূর্ণ আকাশের উপাসনা কর। যেখানেই যাও না কেন, যেখানেই থাক না কেন, এই সহাস্য মুখময় আকাশ তোমাদের পানে তাকাইয়া হাসিবে। চক্ষে ভক্তির অঞ্জন মাখিয়া দেখিবে, আকাশ আনন্দজলধিতে পরিণত হইবে। এই

আকাশ মনুষ্যের দুঃখ দূর করে, মনুষ্যকে প্রাণ ভরিয়া সুখ, আহ্লাদ দেয়। এই আকাশ মনুষ্যের পক্ষে বৈকুণ্ঠ; এই আকাশ জীবিত, মৃত নহে; এই আকাশ ভক্তের বন্ধু। অতএব আকাশের সহাস্য ভাব দেখ, আকাশের কথা শুন; আকাশের সহবাসে থাক, চিরসুখী হইবে। আকাশ সহজ নহে, আকাশ সামান্য নহে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ষষ্ঠ ব্রহ্মোৎসব।

প্রেমপিঞ্জর।

রবিবার, প্রাতঃকাল, ৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

একটা জাল কাটিতেছি, আবার একটা জালে জড়িত হইতেছি। এ প্রকার অবস্থা আত্মার কেন হইতেছে? মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্ম হইয়া বাহিরে বাহিরে উপাসনা, সাধন, ভজন, কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব; কিন্তু কখনও জালে জড়িত হইব না। দিনের মধ্যে এক বার উপাসনা করিব, সত্যবাদী হইতে চেষ্টা করিব, পরোপকার করিব, দশ জনের সঙ্গে প্রণয় রাখিব, কিন্তু ধরা দিব না। ধরা দিলে পাছে সুখ সম্পদ সর্ব্বস্ব হারাইতে হয়, এই ভয়ে মনে করিতাম, আপনার বুদ্ধি ও স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের মধ্যে নির্লিপ্ত রাখিব। যেখানে দেখিব কি একটা মনোহর ব্যাপার প্রাণকে টানিতেছে, দেখিতে দেখিতে নয়নে মত্ততার ন্যায় কি আসিতেছে,

যাই বুঝিব কোথা হইতে বিপাকে ফেলিবার একটা স্রোতঃ আসিতেছে, সেখান হইতে তখনি পলায়ন করিব। ত্বরায় সেই স্থান হইতে গিয়া যেখানে বিপদ নাই সেই খানে বসিব। প্রেমের হাতে জব্দ হওয়া, প্রেমের ফাঁসে আপনাকে বদ্ধ হইতে দেওয়া মহা বিপদ কে না জানে? এই জন্য জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ সুচতুর ব্রাহ্মেরা পলাইয়া বেড়াইতেছে। যেখানে একটু টান, যেখানে জোরে প্রেম বায়ু বহিতেছে, সেখানে ব্রাহ্মের পদচিহ্ন নাই। যেখানে টানিবার কারণ আছে তার দশ ক্রোশ দূর দিয়া ব্রাহ্ম পলাইতেছে। আমরা সে প্রকার লোক নই যে ধরা দিব। আমরা পৃথিবীর লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিব, তাহাদিগকে ঈশ্বরের চরণতলে আনিতে চেষ্টা করিব, সুখ ত্যাগ করিব, একটু ইন্দ্রিয় দমন করিব; কিন্তু ধরা দিব না, প্রেমের হাতে পড়িব না। এমন পথে চলিব না, এমন স্থানে যাতায়াত করিব না, যেখানে ধরা পড়িব। সেই সকল লোক আমরা যাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতেছে। আমাদের ইচ্ছা হইলে আমরা সাধন করি, ইচ্ছা না হইলে করি না; প্রচার করিতে পারি, নাও করিতে পারি। আমরা আপনারা আপনাদের আয়ত্ত, আমরা আপনাদের প্রভু আপনারা, নিজের দাস নিজেরা, আর কাহারও নিকট দাসত্ব স্বীকার করি নাই। এই প্রকারে দিন চলিতেছিল। অবশেষে আকাশের স্বাধীন পক্ষী ধরা পড়িল। পাখী ধরা পাড়ল কিরূপে তাহা বলি,

শ্রবণ কর। যখন আহারের উপায় বিলক্ষণ ছিল, নিকটস্থ জলাশয়ে প্রচুর জল ছিল, তত ক্ষণ পক্ষীর ভাবনা ছিল না। ক্ষুধা হইল, যথেষ্ট আহার করিয়া পক্ষী তৃপ্ত হইল; তৃষ্ণা হইল, প্রচুর পবিমাণে জলাশয় হইতে জল পান কবিল। সুখ-ভোগের ইচ্ছা হইল, বৃক্ষশাখার পত্রে পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক গান করিতে আবম্ভ করিল। বেড়াইতে কামনা হইল, স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া আপনাকে সুখী করিল। কিন্তু পক্ষীব এই সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হইল না। ক্রমে সেই অরণ্যমধ্যে অন্ন কষ্ট, জলকষ্ট আরম্ভ হইল। নিকটেব জলাশয় শুকাইয়া গেল, একটু দূরে গিযা জল আনয়ন কবিতে হইল, কিছু কাল পর অনেক দূর যাইতে হইল। শবীর পুষ্টির জন্য অনেক কষ্ট করিতে হইল। পক্ষী আপন শরীরের প্রতি তাকাইয়া দেখিল, শবীর আব তেমন সুন্দর নাই, অনেক কষ্টে উহা জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। অরণ্যমধ্যে পাঁচ জনে মিলিত হইয়া পক্ষীরা আগে কত সুখ ভোগ করিত, এখন পরস্পর দেখা হয় না; এক পক্ষী থাকে এক বৃক্ষে, আর এক পক্ষী অপর বৃক্ষে। পক্ষীর সঙ্গী, সহচব, অনুচর প্রায় নাই। ক্রমে জঙ্গলের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। যে পক্ষী প্রবল, সে দুর্ব্বল পক্ষীকে ধরিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। যার বল তার রাজ্য। প্রবল পক্ষীদের অত্যাচার খুব বৃদ্ধি হইল। বাসায় নিদ্রিত থাকিলে সাপ আসিয়া পক্ষীদিগকে বধ করে। আবার যদি উড়িয়া যায় দুরন্ত নিষ্ঠুর ব্যাধের তীক্ষ্ণ

তীর উহাদিগকে বিদ্ধ করে। এইরূপে অরণ্য অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। ব্যাধের ভয়, সর্পের ভয়, পরস্পরের ভয়। পক্ষীদিগের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। এমন সময় বিধাতা পক্ষীদিগকে ধরিবাব জন্য তাঁহার মায়াজাল, প্রেম জাল বিস্তার করিলেন। দয়ালু ঈশ্বর, পাখীব প্রতিও যাঁহার অনেক প্রেম, তিনি পাখীদের দুর্গতি দেখিয়া সযতনে তাহাদিগকে বাঁচাইবার উপায় করিলেন। সমুদয় পক্ষী বিপন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, চারিদিক্ হইতে তাড়া পাইয়া ঐ জালের ভিতর পড়িল। জাল অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত, একটী ক্ষুদ্র পক্ষীরও পলায়ন করিবাব ক্ষমতা নাই। ছোট বড় সকল পাখীই ক্রমে ক্রমে সেই জালে পড়িতে লাগিল। অতি দুরন্ত যাহারা, কেহ যাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই, তাহারাও পড়িল। দশ বৎসর যে পক্ষী ধরা দেয় নাই, আজ সেও আসিতেছে। হায়! অসহায় পক্ষী, তোমার পলায়নের চেষ্টা যে বিফল হইল। নির্ব্বোধ পাখীত দেখে নাই এ কাহাব জাল, তাই বলিল কোন দুরন্ত দৈত্য বুঝি আমাকে বধ করিবার জন্য জাল পাতিয়াছে। যতই চেষ্টা করিতেছে উড়িবাব জন্য তার মুখ ডানা পা সব জড়িত হইল। কেমন পাখী! এত দিনের পর পরাস্ত হইলে? কোথায় রহিল পাখীব বন্ধুগণ? পাখী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, আমি যে মরি, আমাকে এ সময়ে এক বার দেখা দেও। আমার এই বার বুঝি শেষ হইল, কিছুতেই আমাকে এত দিন ধরিতে পারে নাই, এবার

ধরা পড়িলাম। যিনি এক বার বিধাতার দয়াজালে জড়িত হন, আর তাঁহার উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। তখন ভক্ত বলেন, অন্য দিন শরীরকে যাহা বলি তাহাই করে। বসিতে বলিলে বসে, উঠিতে বলিলে উঠে, আজ কেন আমার শরীর আর আমার নাই, আজ কেন প্রাণ এমন অবসন্ন হইল, আজ আমার চারিদিকে জালের ন্যায় এ সকল কি? আমার বাক্য জড়িত হইতেছে কেন? আমার মন হস্ত জড়িত হইল কেন? যতই সাধক ভাবেন, ততই দেখেন এক জন এই সমুদায় বন্ধনের কারণ। ঈশ্বর তাহাকে বিপন্ন অবস্থায় জালে ধরিয়াছেন। সাধক বলেন আমি যে এক জন লোক, আমার শরীর আগে আমারই কথা শুনিত, আজ ইহা আমার কথা শুনে না, আমার বশে আর আমার শরীর মন নাই। আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। এ কি! আবার দেখি এক প্রকার আঠা আমাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, আমার পক্ষ বিস্তার করিবার উপায় নাই। আমি উড়িতেছিলাম, বেড়াইতে-ছিলাম, আর আমার স্বাধীনতা নাই। আমি দশ বৎসর ক্রমাগত জাল কাটিয়া আসিতেছি। আমার জাল কাটা ব্যবসায়। কি জানি কে একটা নূতন গান বাঁধিবে; কি জানি কে একটা নূতন মধুর উপদেশ দিয়া আমার প্রাণ কাড়িয়া লইবে; কি জানি কে কোন্ দিন ভাল উপাসনা করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে, এই ভয় করিয়া আমি ছুরি লইয়া চলিতাম। কেবল উপাসনা স্থানে নয়, পথে, ঘাটে, কে

স্থানে চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখে, নদীর রূপ দেখে, কিম্বা রাস্তার মধ্যে এক জনের বৈরাগ্যের গান শুনে প্রাণটা পাছে গলে যায়, পাছে সেই লালা বাবুর ন্যায় আমারও হঠাৎ বৈরাগ্য দশা হয়, এই ভয়ে চতুরের ন্যায় ছুরি লইয়া বেড়াইতাম। এই ছুরির সাহায্যে বড় বড় উৎসবেও কিছু করিতে পারে নাই, মন্দিরে বসিয়া জালটী কাটিলাম, নির্লিপ্ত হইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। মনে করিতাম ভাগ্যে অস্ত্র লইয়া আসিয়াছিলাম, নতুবা প্রাণ ত যাইত। যাই উৎসবের জালে জড়াইতেছিল, অমনি বলিলাম, ওরে বুদ্ধি আয়, সহায় হ, ঐ ওরা গান ধরিয়াছে "গৃহে ফিরিয়া যেতে মন চাহে না যে আর ;" বুঝি সর্ব্বনাশ করিল, ওরে সুচতুর বুদ্ধি! আয়, শীঘ্র অস্ত্র লয়ে আয়, প্রাণটা কেমন করিয়া আসিতেছে, এই বেলা ভক্তি জালটা কাটিয়া ফেলি। এইরূপে ঐ ছুরি দিয়া কত জাল কাটিয়াছি, তাই সাহস হইয়াছিল, কোন জালে আর এ জীবনে বদ্ধ হইব না। কিন্তু আজ আমার কি হইল? হে আত্মন্! আজ তোমার শরীরে ব্রহ্ম প্রেমের আঠা লাগিয়াছে, তুমি হাত দিয়া আঠা দূর করিতে গিয়া তোমার হাতই জড়িত হইল। হে প্রেমময় ঈশ্বর, হৃদয়কে ধরিবার জন্য বেশ উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছ। এমন তেজস্বী আমি, এত আমার তেজ ছিল, এমন প্রকাণ্ড শরীর, ইহাকে তুমি ভূতলে ফেলিলে। ও আবার কি! তোমার হাতে যে একটী স্বর্গের পিঞ্জর দেখিতেছি। আমাকে ধরিয়া রাখিবে বুঝি! প্রাণেশ্বর

আমার সৌভাগ্য কত! এই যে আমার শরীরের উপর দয়ালের হস্ত পড়িল। মৃতপ্রায় পাখীকে ঈশ্বর স্বহস্তে ধরিলেন। আহা! হাতটী কেমন সুমিষ্ট! আমি এমন হাতে ত আর কখন পড়ি নাই। বেশ হইয়াছে, ঈশ্বর! পাঁচ শত বার তুমি আমাকে ঐ হাতে ধর। আমার শরীর দিয়া কত রক্ত পড়িতেছে দেখ। তখন কত বলিলাম, নির্দ্দয় ব্যাধ, আমাকে ধরিও না। ব্যাধের প্রাণ যে পাথর দিয়া বাঁধা। ব্যাধ আমার কথা শুনিল না। ব্যাধের বাণ আমাকে বিঁধিল। কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিলে যে কি কষ্ট হয়, ঈশ্বর, তাহা আব কি বলিব; তার উপর ব্যাধ মারিয়াছে, জ্বালায় অস্থির হইয়া তোমাব হাতে পড়িয়াছি। আ! কি আরামই হইতেছে! দুঃখের শরীরে তোমার কোমল হস্ত! কত দিন আহার করি নাই, হে ঈশ্বর! তোমার সুমিষ্ট হাত পদ্মের ন্যায়, গোলাপ ফুলের ন্যায়, আমি বাঁচিলাম, সুখী হইলাম। কেহ বলে ৫,০০০ বৎসর পরে পরিত্রাণ হবে, কেহ বলে দাস্য ভাবে, কেহ বলে সখ্য ভাবে, কেহ বলে একাকী বৈরাগী হইয়া গেলে, কেহ বলে সকলের সঙ্গে গেলে মুক্তি, আমরা বলি আমাদের প্রাণেশ্বরের হাতে পড়িলেই মুক্তি, পরিত্রাণ। জগতের রাজা দয়াময় কোথাকার জঙ্গলের একটী পাখীকে ধরিলেন। যত ক্ষণ হস্ত সংস্পর্শ তত ক্ষণ কত পবিত্রতা, কত প্রেম, কত সুখ, কত আনন্দ! দর্শন হইয়াছে, শ্রবণ হইয়াছে, এখন স্পর্শও হইল!

ঈশ্বর কেন আমাকে ধরিলে! তুমি ধর আমি কাটি, তুমি বাঁধ, আমি ছিঁড়ি; কিন্তু এখন তোমার ঐ হাতের যে স্পর্শ-সুখ আস্বাদন করিতেছি, আমি আর যাইব না। আমি বলিব, আমার ডানা কাটিয়া দাও, আমাকে কাণা কর, খোঁড়া কর। আমি আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে যাইব না। আমি সংসার জঙ্গলের কোথায় কি বিপদ দুঃখ সমুদয় দেখিয়া আসিয়াছি। দয়াল, এখন তুমি আমাকে ছাড়িলেও আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না। আমার সংসার আগে প্রলোভন ছিল, এখন যে আর প্রলোভন কোথায়ও দেখিতে পাই না। আমি যে অন্ধ। কতকগুলি ঘাস রাখ আর প্রচুর টাকা কড়ি রাখ আমার নিকট দুই সমান। লোভ ত হইল না। লোকে বলে ঐ যে, তোমার স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব, আমি দেখি কেহ নাই। আমার বাড়ী, আমার আপনার লোক কেহ নাই। অন্ধের কেহ নাই। আগে লোকে বলিত এত কীর্ত্তন করিও না, কিছু সংসারের সুখ ভোগ কর; কিন্তু কালা আর কি সে কুমন্ত্রণা শুনে? কালার ভয় নাই, কালা মরে না। যদি বল, ও বাড়ীতে চল ভাই, ওখানে অনেক সুখ পাইবে। আমি খোঁড়া, আমার যে পা নাই, আমি চলি কিরূপে? ঈশ্বর যে সব শেষ করিয়া দিয়াছেন। আমার সংসার আর নাই, আমার আপনার আর কেহ নাই। হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমার দুই চক্ষু ছিল, তারা কত কি দেখিত, পৃথিবীর টাকা কড়ি, সুখ সম্পদ,

রূপ গুণ, কত কি দেখিয়া মোহিত হইত। এখন অন্ধ হইয়াছি, সেই চক্ষু আর নাই; তারা আমার শত্রু ছিল, এখন ঈশ্বরের দয়াতে আমি অন্ধ হইয়া বাঁচিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি, সংসারের কথা আমাকে কি ভুলাইতে পারে? এই অহঙ্কারে মরিয়াছিলাম। কত বার সংসারের কুপরামর্শে পাপে ডুবিয়াছি। আজ এ কাণ কালা হইয়া গেল। আর ভয় নাই, বাঁচিয়া গেলাম। পা, তুমিও একেবারে গেলে, আজ প্রচার করিতে যাই, আজ ধর্ম্মের কথা শুনিতে যাই এই বলিয়া অহঙ্কার করিয়া মরিতাম, সেই সময় বলেছিলাম দৌড়াদৌড়ি কর না, এমন এমন স্থান আছে যেখানে গেলেই মরিবে। যাক্ দুটো চোক্, দুটো কাণ, দুটো পা, সব গেল। আমি ছিলাম কি, আর আমার হলো কি? কত লোক বল্‌ছে সংসারে অনেক প্রলোভন, তুই তাকাইস্ না। কিন্তু আমি ত আর প্রলোভন দেখিতে পাই না। কৈ প্রলোভন, কৈ বিপদ? সংসার, আর তোমার ক্ষমতা নাই। এখন আমাকে ধর দেখি, মার দেখি! ঈশ্বরের হাতের পাখীকে মারিতে হয় না, বাঁধিতে হয় না। আমি আমার বাপের হাতে বসেছি, সংসার আর তুমি আমার কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পার না? তুমি ভয় দেখাইলে আমি বাপকে বলিয়া দিব। মানস পক্ষী, তুমি যাও ঐ প্রেম পিঞ্জরে। দেখ দেখি ঐ পিঞ্জরে কাহারা বসিয়া আছে। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমিক ভক্ত বৃন্দ। ঐ পাখীগুলি

তোমার ভাই। ঐ শুন, পিঞ্জরের ভিতর বসিয়া কেমন সুমিষ্ট স্বরে উহারা 'দয়াময়' 'দীনবন্ধু' 'অধমতারণ' 'কলুষনাশন' বলিয়া ডাকিতেছে। আহা! এ সকল পাখীকে এমন কথা কে শিখাইল? আমাকে জঙ্গলের পাখী গুলি কিছুই শেখায় নাই। ও ভক্ত পাখী গুলি! আমাকে তোমাদের মধ্যে এক জন করিয়া লও। আমার দুই হাত তুলে যদি নাচিবার ক্ষমতা থাকিত নাচিতাম। কোথাকার জঙ্গলের একটী জঘন্য পাখী আমি। আমার এত কি সৌভাগ্য যে আমি ঈশ্বরের ঐ সোণার প্রেমপিঞ্জরে বসিয়া ভক্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে পিতার গুণ গাইব? হে ঈশ্বর! ইহাদের যে অনেক পাঠ, অগ্রসর হয়েছে। আমাকে বর্ণমালা আরম্ভ করিতে হইবে। কত সৌভাগ্য! এক শত নাম কীর্ত্তন করিব, তাতে ভক্তদের মাঝে বসিয়া ভক্তি স্রোতে ভাসিব। নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে আবার নাম শ্রবণ। তোমরা শুন আমার মুখে আমি শুনি তোমাদের মুখে, পিঞ্জরের বাহিরে এই কথা ছিল; কিন্তু পিঞ্জরের মধ্যে ঈশ্বর আপনার নাম আপনি শুনাইতেছেন ও শিখাইতেছেন। ঈশ্বর বলেন, হে আমার ভক্তগণ! দয়াময় বল, দীনবন্ধু বল, তোমাদের মুখে আমার নাম শুনিতে খুব ভাল লাগে। এইরূপে ঈশ্বরের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার প্রেম পিঞ্জরে বসিয়া তাঁহার নাম গান করিতে কেমন সুখ, এবং তাঁহার হস্ত হইতে খাদ্য লইয়া আহার করিতে কেমন আনন্দ! আজ উৎসবের দিন, কত ভক্ত

এখানে আসিয়াছেন, এই সময়ে যদি তাঁহারা ধরা দেন, তাঁহারাও বাঁচেন ঈশ্বরের ইচ্ছাও পূর্ণ হয়। দয়াময় একটী পরম সুন্দর উদ্যান স্বর্গধামে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সংসার জঙ্গলের পাখী গুলি ধরিয়া খাঁচায় রাখিয়া, কিছু দিন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সেই উদ্যানে ছাড়িয়া দিবেন। সেই উদ্যান লতাপল্লবে কেমন শোভিত! কত অমৃত বৃক্ষ, কত প্রেম সরোবর, কত সুন্দর ফুল, কত সুমিষ্ট ফল, তথায় উড়িয়া বেড়াইতে কত আনন্দ হইবে! আজ এস বন্ধুগণ ঐ পিঞ্জরে প্রবেশ করি এবং জীবনের দুঃখ দূর করি। জঙ্গলের মধ্যে নিজে কত কষ্ট করিয়া, সর্ব্বদা আহারের আয়োজন করিতে পারা যায় না। আর ঐ খাঁচার মধ্যে যাঁর পাখী তিনি নিজের হাতে দুই বেলা খাওয়ান। দয়াময়, ধন্য তোমার করুণা! তুমি নিজে কোথাকার একটী জঙ্গলের পাখীকে তোমার সোণার পিঞ্জরে বসাইলে, নিজে তাহাকে তোমার নাম গান করিতে শিখাইলে। ভক্তগণ। তোমরা এস এই সুখের পিঞ্জরে প্রবেশ কর। প্রাণের ভাই, প্রাণের বন্ধু, এত দিন একত্র থাকিয়া কত কথা বলিলাম, ভালমন্দ কত করিলাম। এখন শেষ কথা বলি শুন। আর মানুষের ক্ষমতা নাই তোমাদের ভাল করে। যত দিন বুদ্ধি ছুরি তোমাদের হাতে থাকবে তত দিন এই মন্দিরে আসা বৃথা। সেই জাল, সেই আঠা, সেই পিঞ্জরে যদি কোন দিন তোমাদিগকে ধরে তবে এ যাত্রায় বাঁচিবে। যে এত দিন তোমাদের

সেবা করিল সে লোক আর কি করিতে পারে? তোমরা সহজে ধরা দিবে না বুঝিয়াছি। এখনও বুঝি তোমাদের উপরে সংসারের মোহিনী শক্তি আছে। এখনও টাকা কড়ি, স্ত্রী পুত্রের আসক্তি তোমাদের মনের ভিতরে আছে। এখন তোমরা বলিতেছ সংসার ধর্ম্ম দুই সমান চাই। সংসারে থাকিলে একেবারে ভাল হওয়া যায় না, সংসারে থাকিয়া বৈরাগী যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, অতএব অল্প অল্প ধর্ম্ম লইয়া সংসারে থাকা ভাল। কিন্তু আমি যে জাল, যে আঠা, যে হস্তের কথা বলিলাম ইহাঁদের কাছে তো তর্ক নাই। আমি ঐ সকল কুতর্ক শুনিব না। কি হবে ঈশ্বর! ইহাঁদের দশা? ব্রাহ্মগণ, তোমরা বলিতেছ ধর্ম্মকে সোজা করিয়া দাও। আমি ধর্ম্মকে সোজা করিতে পারিব না। সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম কঠিন হইয়া উঠিতেছে, উপদেশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আমি বুঝিতেছি, কিন্তু কি করিব? ধর্ম্মের অঙ্গ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমে, সত্যানুরাগ, পরে উপাসনা, পরে সদনুষ্ঠান, পরে ভক্তি, পরে নাম সাধন, পরে ঈশ্বরের প্রেমসুরা পানে মত্ততা, পরে বৈরাগ্য, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে কে জানে? আমি নিরপরাধী দীন, আমি তোমাদের অনুমতিতে ও আশীর্ব্বাদে বেদীতে বসি, অনেকে বলেন এ ব্যক্তিটা সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন নূতন মত বলিয়া লোক গুলির সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু আমার কি দোষ? আমি কি আমার কথা বলি, আমি ঈশ্বরের নিকট যাহা শুনি তাহাই

তোমাদিগকে বলি, দোষ দিতে হয় ঈশ্বরকে দাও। তোমাদের কিছু বলিতে হয় তাঁহাকে বল, আমাকে বলিলে কি হইবে? আমি নিশ্চয়ই দোষী নহি। তোমরা দোষ দিলে আমি শুনিব কেন? যথার্থ ধর্ম্ম চিরকালই কঠিন। পাপ ছাড়িব না, অথচ ধার্ম্মিক হইব, ইহা আমাদের ধর্ম্মে লেখে নাই। আর যদি কয়েক বৎসর সেবা করিতে দাও এই ধর্ম্ম আরও কত কঠিন হইয়া উঠিবে। সে দিন আমার আহ্লাদ হইবে, যখন দেখিব সকলেই শুদ্ধ হইল, সকলেই যোগী প্রেমিক ভক্ত হইল, যখন দেখিব প্রতিদিন শুদ্ধাচার এবং কেবলই প্রেম ও পবিত্রতা। ধর্ম্ম কঠিন হইয়া আসিতেছে ইহাতে বরং আমার আহ্লাদ হইতেছে। ধর্ম্ম রাজ্যের যত উচ্চ স্থানে যাওয়া যায় ততই সুখ শান্তি। যদি প্রাণসম প্রাণাধিক পিতার উচ্চ প্রেমে না থাকিতাম, যদি তাঁহার কাছে এমন গভীর যোগ ধ্যান না শিখিতাম, আর জীবন বৃথা হইত। কেবল বাঁচিয়া আছি এই জন্য যে যত যাই সেই প্রেম উৎসের নিকট, ততই নূতন শোভা দেখি, নূতন আনন্দ পাই। অতএব, ভ্রাতৃগণ! আমার দোষ দিও না, তোমরা নিতে হয় নেবে, মজবার হয় মজিবে, মত্ত হইতে হয় মত্ত হইবে। শক্ত ধর্ম্ম বলিয়া আর কুতর্ক করিও না। আমি জানি যখন সংসার জঙ্গলে আহারের কষ্ট জলের কষ্ট হইবে তখন এই পিঞ্জর মধ্যে সকলকে আসিতেই হইবে। ঈশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তোমাকে লাভ, করিয়া এ সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলী, উপাসক মণ্ডলীর প্রাণ শীতল

হোক! তোমার নাম কীর্ত্তনে, তোমার নাম শ্রবণে, ইহাদের দুঃখ দূর হোক, দয়াময় তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

ষষ্ঠ ভাদ্রোৎসব।

৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

ধ্যানের উদ্বোধন।

ধ্যান সাধনে সকলে নিযুক্ত হউন। প্রথমতঃ চিত্তের উত্তেজনা সমাহিত করুন। ধ্যানের এক কারণ নিবৃত্তি, আর এক কারণ প্রবৃত্তি। বাসনা মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। অতএব এস বাসনা বিনাশ করিয়া, সংসার ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া যাই যেখানে পৃথিবীর কোলাহল কর্ণগোচর হইবে না, যেখানে সংসারের প্রলোভন নয়ন মন আকর্ষণ করিবে না। সংসারাসক্তি নিবৃত্ত না হইলে ধ্যানের আরম্ভ হয় না। প্রবৃত্তি কি হইবে? আনন্দময়ের মনোহর রূপ দর্শন। ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লালসা হয়, তেমনি অন্তরের গাঢ়তম অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জন জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পুরুষ বহির্গত হন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাই ধ্যানের একটী প্রধান সহায়। ভিতরের অন্ধকার কে সহিতে পারে? এখানে একটী প্রদীপ নাই, একটী তারা নাই, এক জন মানুষ নাই। কে পথ দেখাইয়া দিবে, কে সহায়তা করিবে? কিন্তু সাহস করিয়া এই অন্ধকার মধ্যে চলিয়া

যাও ; দেখিবে, এই গাঢ় অন্ধকারের ভিতর হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বাহির হইবেন, যাঁহার তেজের নিকট শত সহস্র সূর্য্য অন্ধকার বোধ হয়। আবার যেমন আলোক-প্রিয় হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইব তেমনি ঈশ্বরকে রসসাগর জানিয়া রসপিপাসু হইয়া তাঁহার সঙ্গে ধ্যান যোগ সাধন করিব। প্রাণের সমুদায় দুঃখ দূর হইবে যদি রসসাগরে ডুবিতে থাকি। ধ্যানের এক শোভা ঈশ্বরের মুখ দেখা, ধ্যানের আর এক শোভা তাঁহার স্নেহরস পান করা। ধ্যান বলে যে কেবল সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হয় তাহা নহে ; কিন্তু যথার্থ ধ্যান সাধনে হৃদয় ব্রহ্মরস পানে প্রফুল্ল হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরের অন্তরাত্মার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া যখন আত্মার চক্ষু বিমোহিত হয়, এবং তাঁহার সেই মুখের রসামৃত পান করিয়া যখন আত্মার কর্ণ সুশীতল হয়, তখন মনুষ্য বলে যখন এমন রূপ, এমন সুধা ঘরে পাইলাম তখন আর বাহিরে যাইব কেন ? যাহারা সংসারের মলিন সুখে মত্ত, তাহাদের ধ্যান করা কত কষ্ট। কিন্তু ধ্যানশীল যোগীর পক্ষে ধ্যান ছাড়িয়া আবার সংসারে আসা কত কষ্ট। যাহারা ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া এবং তাঁহার স্নেহবাক্য শুনিয়া ভিতরে ভিতরে বিমোহিত এবং বিগলিত হইয়া যায় ধ্যান করা তাহাদের জীবনের একটী সুখের কারণ। যাহারা ধ্যানপরায়ণ, সকল দেশে এবং সকল সময়েই তাহাদের ধ্যানের ভাব জাগ্রৎ থাকে। তাহারা সকল স্থানেই ধ্যানের অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ

হইতেছে। সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া চলিলাম। বিশ্বাসবৃক্ষতলে প্রেমনদীর তটে বসিয়া তাঁহাকে ভাবি, সেই রূপ ধ্যান করি, যাঁহার রূপে আমার হৃদয় কত পাপা মুগ্ধ হইল। সেই প্রেমে সুন্দর, স্বর্গের বর্ণে অনুরঞ্জিত সুধাময় মনোহর মুখ, আমার প্রাণবন্ধুর, আমার হৃদয়েশ্বরের মুখ, দুঃখের সময় যিনি কথা কহেন, তাঁহার এই মুখ ইহা ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইয়া যাইব। এই মুখ চক্ষের আড় করিয়া রাখিব না। নয়ন ছাড়া করিতে পারিব না, এই মুখ দেখিতে দেখিতে এমনই মত্ত হইয়া যাইব, যে আর সুখের কামনা থাকিবে না। "কেমন তুমি যে এত কাল পর আসিলে? এই না তুমি আমাকে ছাড়িয়া সংসারে মজিয়াছিলে? এখন আমার প্রেমে মত্ত হইবার সময় কি আসিয়াছে? আমাকে ছাড়িয়া আর কোথাও কি যাইতে পারিবে?" তখন ব্রহ্মের চক্ষু এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেই চক্ষু আমার পাষণ্ডতা চূর্ণ করিবে। যখন এইরূপে তাঁহার রূপে গুণে মোহিত হইব তখন ঠিক যোগী হইব। ক্রমাগত সেইরূপগুণসাগরে ডুবিয়া যাইব। নদীতে ডুবিলে যেমন শরীর শীতল হয়, ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সেই রসসাগরে ডুবিলে এই বহু কালের পাপদগ্ধ প্রাণ তখনই শীতল হইবে। পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের সহায় হউন! যোগী হইয়া যোগের আনন্দ সম্ভোগ করিব। ব্যাকুলান্তরে যোগেশ্বরকে ডাকিব। শত শত

ব্রাহ্ম এক স্থানে, অথচ বিভিন্ন ভাবে আমাদের প্রাণেশ্বরের ভিতরে বসিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করি। দয়াময় দীনবন্ধু তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী এই গরিবদের চক্ষে প্রকাশিত করিয়া আমাদের দেহ মন শুদ্ধ করুন!

(সায়ংকালীন উপদেশ।)

নিরাকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বস্তু।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি? চল্লিশ বৎসর পর এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় কি ফল? কি উপকার হয়? অনেকে এই দেশে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন; কিন্তু যথার্থতঃ নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন অতি অল্প লোক। যদি 'নেতি' 'নেতি' বলিলেই ঈশ্বরের পূজা হইত, যদি ঈশ্বরের প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে 'অ' দিয়া অনাদি, অনন্ত, অশব্দ, বলিয়া পূজা করিলেই হইত, তাহা হইলে অনেকেই এত কালে স্বর্গে যাইত। আমরা আজ কাহার পূজা করিতেছি? যাঁহার রূপ নাই, পরিমাণ নাই। কাহাকে ভাবিতেছি? যাঁহার শরীর নাই। কাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম? যাঁহার হৃদয় মন নাই, যিনি বাক্য এবং চিন্তার অতীত, যাহার নিকটে যাওয়া যায় না। কাহার নিকট প্রেম চাইতে আসিয়াছি? যাঁহার প্রেম মানুষের প্রেমের ন্যায় নহে। এই প্রকারে ইহা নহে, ইহা নহে, এই নেতিপূজা অনেকে করেন। যাঁহাকে কেহ

জানে না, চেনে না, কেহ দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, ধরিতে পারে না, সেই জ্ঞানের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত নিরাকার ঈশ্বরের নিকট আরাধনা, স্তব, স্তুতি করিতে আসিয়াছি। কিন্তু এই প্রকার ঈশ্বরের পূজাতে কি ফল? ইহাতে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি চরিতার্থ হইতে পারে, কুসংস্কার হইতে বাঁচিতে পারি; কিন্তু মানুষের পক্ষে আরও কিছু চাই। কেন না, আমরা কেবল বুদ্ধিবিশিষ্ট নহি, আমাদের কোমল হৃদয় আছে। যেমন দোকানের ধাতুনির্ম্মিত পুতুলকে দেবতা বলিয়া গৃহে স্থান দিতে পারি না, তেমনি মনুষ্যের বুদ্ধিকল্পিত এরূপ শুষ্ক নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করা আমাদের পক্ষে মহা পাপ। ক্রমাগত 'অ' দিয়া কে চিরকাল পূজা করিতে পারে? কাহাকেও যদি না পাই, আমরা যে পাপী, কার কাছে দাঁড়াই? মানিলাম, তাঁহার কোন উপমা নাই, তিনি নিরুপম; কিন্তু একটা কিছু চাই। তুমি কেবল ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া আমার ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিতে চাও; কিন্তু আমি আমার ঈশ্বরকে এ প্রকার 'অ' অক্ষরের বশবর্ত্তী দাস হইতে দিতে পারি না। আমার হৃদয় আমার হৃদয়েশ্বরকে দেখিতে চায়, তুমি বল তিনি অদৃশ্য। আমি আমার প্রভুর কথা শুনিতে চাই, তুমি বল তিনি অবাক্, তিনি অশব্দ। আমি আমার ঈশ্বরকে আমার প্রাণের কাছে বসাইতে চাই, তুমি বলিবে তিনি অশরীর। যদি তিনি কিছুই নহেন, তাঁর স্বভাব তবে কি? তিনি কি মনুষ্যের ন্যায়

কতকগুলি গুণবিশিষ্ট ? তিনি মানুষের ন্যায় বাড়ীতে আসেন, মস্তকে হাত রাখেন, তোমার দিকে তাকান, স্বহস্তে তোমার চক্ষের জল মোচন করেন ; তিনি বলেন, হঁা আমি তোমার পিতা হইয়া আসিয়াছি ? এরূপ উপমা দিলে তিনি মনুষ্যের তুল্য বলা হয়। কিন্তু আমাদের নিরাকার ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায়, এ কথার উপর সমুদয় নির্ভর করে। আমরা এমন দেবতা চাই যিনি আমাদের দুঃখ মোচন বিষয়ে মনুষ্যের ন্যায়। আমরা মনুষ্য, আমরা পশুভাবে, জড়ভাবে, ঈশ্বরকে ভাবিতে পারি না। আমাদের মধ্যে যত গুণ আছে, সমুদয় অনন্ত গুণ করিয়া আমরা ঈশ্বরকে ভাবিব। তাহা না হইলে আমাদের উচ্চতর ভাব সকল যখন প্রস্ফুটিত হইবে তখন সেই অপূর্ণ ঈশ্বর আমাদের কার্য্যকর হইবে না। যাঁহাকে পাইলে আমাদের জ্ঞান হৃদয় সমুদয় পরিতৃপ্ত হইবে এমন ঈশ্বর আমরা চাই। আমি সমস্ত দিন রাত্রি কাঁদিব, আমার ঈশ্বর আমার ঘরে আসিবেন না, আমার চক্ষের জল মোচন করিবেন না, স্বর্গের কোন দূরস্থ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কেবল চক্ষের জল দেখিবেন। সংসার শুদ্ধ যদি পাপে পুড়িয়া মরে তথাপি ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ ছাড়িয়া আসিতে পারেন না। এমন ঈশ্বরকে মানিয়া আমার কি হইবে ? সমুদয় নিরাকার মানিব ; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সমুদয় সদ্ভাব অনন্ত গুণ করিয়া ঈশ্বরেতে আরোপ করিব। আমার একটু কষ্ট হইলেই, সমস্ত দিন আমার কাছে বসিয়া আমার বন্ধু আমার

সেবা করেন; আর যদি ইহা সত্য হয় যে আমি পাপ দুঃখে মৃতপ্রায় হইলেও আমার ঈশ্বর নিতান্ত হৃদয়বিহীন, এবং শুষ্ক হইয়া দূরেই থাকেন, তাহা হইলে প্রাণবন্ধু, হৃদয়বন্ধু, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার অন্তরস্থ গুরু, আমার হৃদয়ভূষণ, আমার পথপ্রদর্শক, আমার নিকটস্থ অন্তরাত্মা, তাঁহার এ সকল সুমধুর নাম ছাড়িয়া দিতে হইল। অর্থাৎ আমার ঈশ্বরকে কোন উচ্চতম পর্ব্বতের উপরে দূরে না রাখিলে আর হইল না। কিন্তু যত দিন আমার হৃদয় আছে তত দিন আমি এই দূরস্থ শুষ্ক ঈশ্বরের পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তত দিন এই পৃথিবীর মধ্যে যত প্রেম আছে সমুদয় ঠিক দিয়া অঙ্ক কসিব, এবং সেই প্রেম অনন্ত গুণ হইলে যাহা হয় আমার ঈশ্বরের মধ্যে আমি তাহাই দেখিব। দুঃখে, বিপদে, রোগে শোকে, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের যে প্রেম প্রকাশিত হয় তাহা ঠিক দিব, পরে পুরুষের ভাল-বাসা, স্ত্রীলোকের দয়া, শিশুর কোমলতা, বৃদ্ধের গম্ভীর প্রণয়, সমুদয় জগতের প্রেম ঠিক দিয়া দশ লক্ষ গুণ প্রেম পাইলাম; কিন্তু তাহাতেও হইল না। দেখিলাম, আমার ঈশ্বরের প্রেম অনন্ত। এই অনন্ত প্রেম ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। আমার দুঃখ দেখিলে আমার বন্ধুর চক্ষে জল পড়ে। তবে আমি কেমন করিয়া ভাবিব আমার ঈশ্বরের চক্ষু নাই? সুতরাং আমার দুঃখ দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল পড়ে না? ক্ষুদ্র হৃদয় মানুষ যদি বন্ধু হইয়া এত করিতে

পারে, তবে অনন্ত করুণাময় ঈশ্বর কি আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কিছুই করেন না? নিরাকার বলিয়া কি জগতের দুঃখ দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল পড়ে না? ভক্ত দেখিতে পান নিরাকার হইলেও তাঁহার চক্ষু আছে, সেই চক্ষু প্রেমচক্ষু। ঈশ্বর নিরাকার তাঁহার হস্ত নাই; কিন্তু ভক্ত যখন বলেন ঈশ্বর নিজ হাতে আমার মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেন, ইহার কি অর্থ নাই? নিরাকার হস্তে নিরাকার ঈশ্বর ভক্তের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেন। প্রেমময় প্রেমের আশ্চর্য্য কৌশলে অন্ন তুলিয়া দিলেন। অবিশ্বাসী জানে না যে ঈশ্বর স্বয়ং তাহার হাতকে যদি শিখাইয়া না দেন, তাহার হাত তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারে না। আমার হাতকে আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, সে বলিল আমি জড়, আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না। অন্ন আসিল ঈশ্বরকৃপায়, হাত উঠিল ঈশ্বরকৃপায়, এই জন্যই ভক্ত বলেন আমার ব্রহ্ম যদি নিজে আমার মুখে অন্ন তুলিয়া না দেন, তিনি আমার ব্রহ্ম নহেন। আমার রোগ হইলে ঔষধ আনিয়া দেন তিনি, ঔষধ খাওয়াইয়া দেন তিনি, রোগে তিনি আমার চিকিৎসক, বিপদে তিনি আমার নিকটস্থ বন্ধু। যে সকল বস্তু চারিদিকে দেখিতেছি এরা জড়; কিন্তু যখন দেখি যাহা খাই ঈশ্বরের খাই; কেবল খাই তাহা নহে, তিনি নিজের হাতে খাওয়াইয়া দেন; যে জল পান করি তাহা ঈশ্বরের; তবে ত আর পরব্রহ্ম শুষ্ক দূরস্থ হইলেন না। নিরাকার

ঈশ্বর তিনি সাকার মনুষ্যের ন্যায় না হইয়াও আমাদের কাছে থাকিয়া আমাদের জন্য সকল কার্য্য করিতেছেন। মনুষ্যের সকল প্রকার অসাধু ভাব ছাড়িয়া দিয়া তাহার জ্ঞান, প্রেম পুণ্য, ক্ষমতা এবং আনন্দ অনন্ত গুণ করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিব। ঈশ্বরের হাস্য নাই কে বলিল? ঈশ্বর অনন্তকাল হাসিতেছেন, চির প্রসন্নতা, সদানন্দ নাম, নিত্যানন্দ প্রভু তিনি। যাই কোন দুঃখীব ম্লান মুখ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি দুঃখে তাহাব হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে, তখন আমাদেরও হৃদয় ভাঙ্গে। দুঃখীকে দেখিলে দুঃখের উদয় হয়, সুখীকে দেখিলে অন্তরে সুখের উদয় হয়, ইহাই হৃদয়ের ধর্ম্ম। দুঃখীর ঘরে গেলেও দুঃখের সঞ্চার হয়। সুখীর ঘবে আসিয়াছি, সুখীর হাত ধরিলাম, আর কি আমি দুঃখী থাকিতে পারি? ঈশ্বর চির প্রসন্ন; সুখের সাগর, যখন তাঁহাব মধ্যে নিমগ্ন হইলাম, যখন প্রসন্নতার সাগরে ডুবিলাম, তখন আর আমার দুঃখ রহিল কোথায়? যাই সুখস্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারে প্রবেশ করিলাম, তিনি কি কতকগুলি সুখের কথা বলিয়া আমাকে হাসাইলেন। ঈশ্বর বলিলেন,, আমি আনন্দময়। আমার ঘরে বসিয়া কি দুঃখ করিস? ঈশ্বর বলিতেছেন তিনি আনন্দময় তুমি আমি সকলেই ব্রহ্মের সঙ্গী, উৎপীড়িত হইলেও এই কথা বলিব। আমরা ছিলাম নিরানন্দ, হইলাম কেন আনন্দিত? এই জন্য যে আমাদের হৃদয়াকাশে সেই প্রেমচন্দ্র সেই পূর্ণ আনন্দচন্দ্রকে দেখিয়াছি। মানুষ যেমন দয়ার্দ্র

হইয়া দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাদের কাছে আসে, ঈশ্বরও নিগূঢ় ভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে আমাদের কাছে আসেন। কাছে আসেন কি? তিনি কি দূরে? হাঁ, যখন মনের মধ্যে পাপ থাকে তখন তিনি দূরে থাকেন। ঈশ্বরের কাছে আসাতেই আমাদের স্বর্গ লাভ হয়। বাহিরের সব সাকার ছাড়িয়া দাও; কিন্তু মানুষের হৃদয়ের ভিতরে যত সাধু এবং কোমল ভাব আছে সে সকল অনন্ত গুণ করিয়া ব্রহ্মে আরোপ করিয়া সেই পূর্ণ ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা কর, দেখিবে সকল দুঃখ দূর হইবে। এই ব্রহ্মোপাসনা অতি সুমিষ্ট, হৃদয়প্রফুল্লকর। নিরাকারই বল, আর যাহাই বল, তোমার কাছে কাছে এক জন বেড়াইতেছেন। যদি না দেখিতে পাও তাহার জন্য তুমি আপনাকে আপনি শাস্তি দিও। যিনি তোমার নিকটে বেড়াইতেছেন ইঁহাকে ছায়া মনে করিও না। ইনিই সার সত্য; সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তেরা ইঁহাকে দেখিয়াছেন। আমি যদি আমাকে দেখি বলি, সেটা বরং কল্পনা। যদি আমাকে সত্য বলি সেটা বরং ভ্রম। অসারকে দেখা কি? তুমি জগৎ দেখ, সূর্য্য দেখ, চন্দ্র দেখ, এ সব মিথ্যা। তুমি পক্ষীর গান শুনিতে পাও, কিন্তু ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাও না, শেষ কথাটী মিথ্যা। আর যদি বল আমি বাহিরের শব্দ শুনি, সে শব্দ কি? সে যে কিছুই নহে, সে শব্দের শব্দ, শব্দের শক্তি যে ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। হে আত্মপ্রতারিত! তুমি

সংসারের কতকগুলি স্বপ্ন দেখিয়া সত্য বলিলে, আর যাহা সত্য তাহাকে কল্পনা মনে করিলে। যত ক্ষণ এই পৃথিবীতে থাক তত ক্ষণ যাহা কিছু দেখ সকলই সত্য, আর তোমার উপাসনা যাই আরম্ভ হইল তখন বলিবে চক্ষু দেখে না, কর্ণ শুনে না, হস্ত স্পর্শ করে না। উপাসনা ছাড়িয়া প্রবঞ্চনার রাজ্যে আসিলে বলিবে, হাঁ এই রাজ্য সত্য, এখানে দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মশাস্ত্রীর নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়া যায়। যাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মচারী তাঁহারা এই ব্রহ্মশাস্ত্রীর নিকটে বসেন। ব্রহ্মের নিকট বসিলাম, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়া গেল, ইহার অর্থ কে বলিবে? আত্মার চক্ষু কর্ণ এবং হস্ত যদি থাকে, ইহা প্রমাণ করুক। জগতের কি ভক্তিচক্ষু খুলিবে না? শত সহস্র বৎসর পরেও কি একটী ভক্তমণ্ডলী হইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিবে না? যখন পৃথিবীর জ্ঞান হইবে, যৌবনাবস্থা হইবে, যখন ঈশ্বরকে নিকটে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে, তখন ইহা বলিবে,—বাল্যকালে চাঁদ ধরিতে যাইতাম; কিন্তু কত দূরে চাঁদ থাকিত! বাস্তবিক তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, যত দিন না প্রত্যেক পাপী স্বর্গে যায়। এমন ভালবাসা যাঁহার সেই ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের মধ্যে না রাখিয়া কিরূপে সুখী হইব? তাঁহাকে প্রাণের বাহিরে রাখিলে নরহত্যার ন্যায় পাপ হইবে? তাঁহার প্রাণ কাঁদে আমাদের পরিত্রাণের জন্য, এ কথা যদি মিথ্যা হয় আমার প্রাণ নাই, আমি মৃত্যু। ঈশ্বর জ্ঞান চৈতন্য

হইয়া জগতের দুঃখ দেখেন, এবং দয়া হইয়া সেই দুঃখ দূর করেন আমার যদি বল থাকিত আমি পৃথিবী কাঁপাইয়া এই কথা বলিতাম। তিনি এখনও আমাদের প্রতিজনের কাছে আসেন। পিতা যদি সন্তানের কাছে না আসেন, তবে সন্তান-বাৎসল্য বুঝি এই যে, তিনি কতকগুলি অসার জড় গাছ পালার হস্তে, কতকগুলি বনের ঔষধের হস্তে সন্তানদিগকে ফেলিয়া রাখেন? প্রেম যদি থাকে বাড়ীতে আসিতে হইবে। আসিবেন কি? তিনি ত পড়িয়া আছেন। অতএব ঈশ্বর সন্তানগণ, নিরাকার বলিয়া প্রেমময় পিতাকে দূরস্থ মনে করিও না। মোহ ছাড়, দয়াময়কে অন্তরস্থ নিত্যানন্দ বলিয়া পূজা কর। নিজে যখন ভক্তিনয়নে তাঁহার প্রেমমুখের দিকে তাকাইয়া আছ, তখন আর নিরাকার বলিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিবে? এ দিকে বল তিনি নিরাকার, তাঁহার রূপ নাই। তবে মোহিত হইলে কেন? তোমার আমার মত কদাকার নয়, তাঁহার রূপ চৈতন্য রূপ, আনন্দ রূপ, পুণ্য রূপ। বুদ্ধির রচিত শুষ্ক, হৃদয়বিহীন, নিরাকার ঈশ্বরকে বিনাশ কর। ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও তাঁহার আপনার অপরূপ রূপে পরম সুন্দর, এই কথা যা বিশ্বাস কর, এই সত্য সাধন কর, দুই চারি দিনের মধ্যে সুখী হইবে।